পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 12 Friday, 12 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা ❋ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলার প্রাপ্য ১.৮৭ লক্ষ কোটি আটকে রেখেছে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১১ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যকে বঞ্চনার পথে ঠেলে দিচ্ছে। একই সঙ্গে দিল্লিতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর ' অভিযোগও তুলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্কের সূচনা করেন। ভাষণের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রায় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্র সরকার নানা অজুহাতে সেই অর্থ আটকে রেখে রাজ্যের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। মমতার ভাষায়- আমরা ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা পাওনা। বাংলাকে বঞ্চনা করেছেন ওরা। টাকা দিচ্ছে না, উন্নয়ন থামিয়ে রাখতে চাইছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার অভাবনীয় সাফল্য থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তা আটকে রাখা হয়েছে, যা সাংবিধানিক কাঠামো এবং রাজ্য-কেন্দ্রীয় সম্পর্কের পরিপন্থী। বক্তৃতায় আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, দিল্লিতে বাংলাভাষী মানুষকে 'বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে টার্গেট করা হচ্ছে। মমতার অভিযোগ- এখনও বাংলা ভাষায় কথা বলায় অত্যাচার করছে। মারছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিল্লিতে বাংলা ভাষায় কথা বলায় এক অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। তাঁর এই মন্তব্য মুহূর্তে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দেয়। যদিও তিনি দাবির পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার বিশদ উল্লেখ করেননি, তবু বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং বাংলা ভাষা-ভাষীদের প্রতি অবমাননার অভিযোগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে বলেন, বাঙালি জাতিকে দুর্বল করা যায় না। তাঁর বক্তব্য- ভুলে যেও না, কলকাতা আগে ছিল দেশের রাজধানী। ইংরেজরা এখানে থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিল কেন? কারণ বাঙালিদের মাথা তারা নিচু করাতে পারেনি। তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ ইতিহাস জুড়ে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় রক্ষার লড়াই করে এসেছে-আজও সেই লাই অব্যাহত। তৃণমূল সূত্রে খবর, কেন্দ্র-বিরোধী অবস্থান জোরালো করার কৌশলের অংশ হিসেবেই মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের বক্তৃতা দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের সামনে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের ইস্যু আরও জোরালো হবে বলেই মনে করা হচ্ছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে- কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া, বাংলায় অ্যাকাউন্টস অডিট নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের টানাপোড়েন,সব মিলিয়ে তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে ফের উঠে এসেছে আর্থিক সহায়তা আটকানোর অভিযোগ।মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়ের এই বক্তব্য রাজ্য-কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমালোচনা, পাল্টা অভিযোগ ও বিতর্ককে আরও উস্কে দিতে পারে। কেন্দ্র বকেয়া অর্থ ফেরত দেবে কি না-বা বঞ্চনার অভিযোগের জবাব কী হবে- এখন তাই রাজনৈতিক মহলে নজর।

কৃষ্ণনগর সভা থেকে

একটা নামও বাতিল হতে দেব না- হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১১ ডিসেম্বরঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান-একটা নামও বাতিল করতে দেব না। কারও নাম বাদ গেলে ধর্না দিয়ে বসে থাকব। বক্তৃতার শুরুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশে ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর বক্তব্য- দিল্লি থেকে লোক পাঠানো হয়েছে। ওদের বলা হয়েছে দেড় কোটি নাম বাতিল করতে হবে। বাংলাকে আমি হাতের তালুর মতো চিনি-আমি ভোট চাইতে আসিনি, এসেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তিনি আরও বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় অযথা সাধারণ মানুষের হয়রানি করা হলে দল এবং সরকার দু'দিক থেকে তার মোকাবিলা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বার্তা দিয়ে বলেন, এখনকার পরিস্থিতি যেন যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো-এক্ষেত্রে দলের প্রতিটি স্তরের নেতা-কর্মীকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন- বিএলএ-রা যেমন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন, দলও যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ যখন বাঁধে, সবাই মিলেই লড়াই করতে হয়। তাঁর কথায় স্পষ্ট, ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হলে তৃণমূল তা সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করবে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে আসছেন যে, SIR প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া চালানো হচ্ছে, যার ফলে অসংখ্য সাধারণ ভোটার অযথা সমস্যায় পড়ছেন। সভা থেকে তিনি আবারও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মমতা বলেন- যদি শুনানিতে ডাকা হয়, আপনার কাছে যেভাবে কাগজপত্র থাকে সেভাবেই চলে যান। কোনও ডকুমেন্ট লাগলে সরকার এবং দল সাহায্য করবে।ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সাধারণ মানুষের আতঙ্ক দূর করতে তিনি নতুন উদ্যোগের ঘোষণাও করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান-সরকারের তরফে 'আই হেল্প ইউ' শিবির হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই বুথ চালু থাকবে, সেখানেই সবরকম সহায়তা পাওয়া যাবে।এই শিবিরে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগা। থেকে শুরু করে ফর্ম পূরণ-সবকিছুতেই নাগরিকদের সাহায্য করবে প্রশাসন। কৃষ্ণনগরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকায় হস্তক্ষেপ বা মানুষের নাম বাতিলের প্রচেষ্টা হলে তৃণমূল তা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করবে। তাঁর কড়া ভাষা ও ধারাবাহিক অভিযোগে আগামী দিনে এসেআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের সিইও-র সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ২৫টি দফতরের শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশের কমিশনার, বিএসএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ, আরপিএফ-সহ বিভিন্ন কেঃদ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দেন। পাশাপাশি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদেরও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সিইও আগরওয়াল জানান, বৈঠকটি নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক হলেও আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং নজরদারির প্রয়োজন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। রাজ্যের কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন হতে পারে, কোথায় নিরাপত্তা জোরদার করা দরকার-সেসব সম্পর্কেও খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই ধরনের বৈঠক থেকেই যে তথ্য পাওয়া যায়, তা পরবর্তী সময়ে ভোটের নিরাপত্তা ও নজরদারির মাত্রা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ভবিষ্যতে কমিশন এই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে জানানো হয়েছে।

এসআইআর খসড়া তালিকা প্রকাশে ছ'টি রাজ্যে সময়সীমা বাড়াল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্ভর ঃ আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলায় বিশেষ নিবি। সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্রমাগত আপত্তি জানাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ-বাংলায় নির্বাচন কমিশন অযথা তাড়াহুড়ো করছে, অথচ দেশের অন্যান্য রাজ্যে সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও বাংলার দিনক্ষণ অপরিবর্তিত থাকায় আরও প্রশ্ন উঠছে কমিশনের ' আচরণ নিয়ে।নির্বাচন কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- তামিলনাড়ু ও গুজরাট এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান-নিকোবর-সময়সীমা ১৮ ডিসেম্বর। উত্তরপ্রদেশঃ ফর্ম জমা দেওয়া যাবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খসড়া তালিকা প্রকাশের নতুন তারিখ- তামিলনাড়ু ও গুজরাট ঃ১৯ ডিসেম্বর। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান-নিকোবরঃ ২৩ ডিসেম্বর। উত্তরপ্রদেশ- ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলার তারিখ অপরিবর্তিত। এ কারণেই তৃণমূল ও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন- বিধানসভার ঠিক আগে বাংলাকে কেন্দ্র করে এত তপরতা কেন? গত ২৮ অক্টোবর বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে আরও ১১ রাজ্যে সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এই এসআইআর পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার নাম থাকলে অতিরিক্ত নথির প্রয়োজন নেই-এ কথা কমিশন জানালেও সাধারণ মানুষের মনে ভয় রয়ে গেছে। তৃণমূলের অভিযোগ-এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বিজেপির প্ররোচনায় কমিশন বাংলায় অযথা চাপ সৃষ্টি করছে। নির্বাচনের আগে এই 'তালিকা সন্দেহজনক। শাসকদলের দাবি-এই এসআইআর মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে। সেই আতঙ্ক কাটাতেই তৃণমূল ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করেছে। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সরকারের ' আই হেল্প ইউ' শিবির, যেখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরিতে প্রশাসন সরাসরি সহযোগিতা করবে। ২০০২-এর পর প্রথমবার এই বিশেষ সংশোধন বাংলায় চালু হয়েছে। আর সেই কারণে কঠোর নজরদারি, কাগজ যাচাই এবং একাধিক ধাপ-সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়ছে। তৃণমূলের মতে- অন্যান্য রাজ্যে সময় বাড়ছে, বাংলায় নয়-এটাই প্রমাণ করে বাংলাকে আলাদা করে টার্গেট করা হচ্ছে। কমিশন অবশ্য এখনও এই সমালোচনার জবাবে আলাদা ব্যাখ্যা দেয়নি।

নাম বিভ্রাটে ফের বিতর্কে বিজেপি! তৃণমূলের কড়া আক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১১১ ডিসেম্ভর ঃ সংসদে বিজেপি সাংসদদের মুখ ফসকে ভুল উচ্চারণের তালিকা যেন থামছেই না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা, মহান বিপ্লবী সূর্য সেনকে মাস্টার, 'বন্দে মাতরম'কে বন্দে ভারত-এসব ভুল উচ্চারণের পর এবার কটাক্ষের কেন্দ্রে বাংলার বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। লোকসভায় বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মা তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন-মাতা গিনি হাজরা! বৃহস্পতিবার এই বিভ্রাট প্রকাশ্যে আসতেই সংসদে তুমুল শোরগোল শুরু হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষোভ উগড়ে দেয় বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ-বিজেপির নেতারা বাংলার ইতিহাস ও বীর শহিদদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর এভাবেই বারবার সেই অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' রচনার ১৫০ বছর উপলক্ষে চলছে বিশেষ আলোচনা। সেই আলোচনার প্রথম দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা বলে সমালোচনায় পড়েছিলেন। এরপর একাধিক বিজেপি সাংসদ ও মন্ত্রী বাংলার বিপ্লবীদের নাম ভুল উচ্চারণ করে বিতর্ক ছড়ান। এই তালিকায় বৃহস্পতিবার যুক্ত হল আর একটি গুরুতর ভুল-মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উসর্গ করা মাতঙ্গিনী হাজরার নাম বিকৃত করে বলা হল মাতা গিনি হাজরা! মাতৃভূমির জন্য যিনি তমলুকে ব্রিটিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন, তাঁর নামের এই বিকৃতি বাঙালি আবেগে স্বভাবতই আঘাত হেনেছে। এই ঘটনার পর মুহূর্তেই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের এক্স হ্যান্ডলে কড়া আক্রমণ শানায়। দলের বিবৃতিতে বলা হয়- বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মা সংসদে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার নাম একেবারে কচুকাটা করে দিয়েছেন। লজ্জার বিষয়! বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বিজেপির অজ্ঞতা আরও স্পষ্ট হল। বাংলা বিরোধী বহিরাগতরা যখন বাংলার বীরদের নিয়ে কথা বলতে যান, তখনই এমন বিভ্রাট ঘটে। তৃণমূলের বক্তব্য-দীনেশ শর্মা একসময় উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা হতাশাজনক। বাংলার এক বীর কন্যার নামও সঠিকভাবে জানেন না বা উচ্চারণ করতে পারেন না- এটাই বিজেপি-র প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করছে বলে মন্তব্য করেছে তৃণমূল।

নতুন পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিকে বদল আসছে নিয়মে, প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য মিলতে পারে বাড়তি ১০ মিনিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১১ ডিসেম্ভর ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কাঠামো বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার নিয়মেও পরিবর্তনের পথে

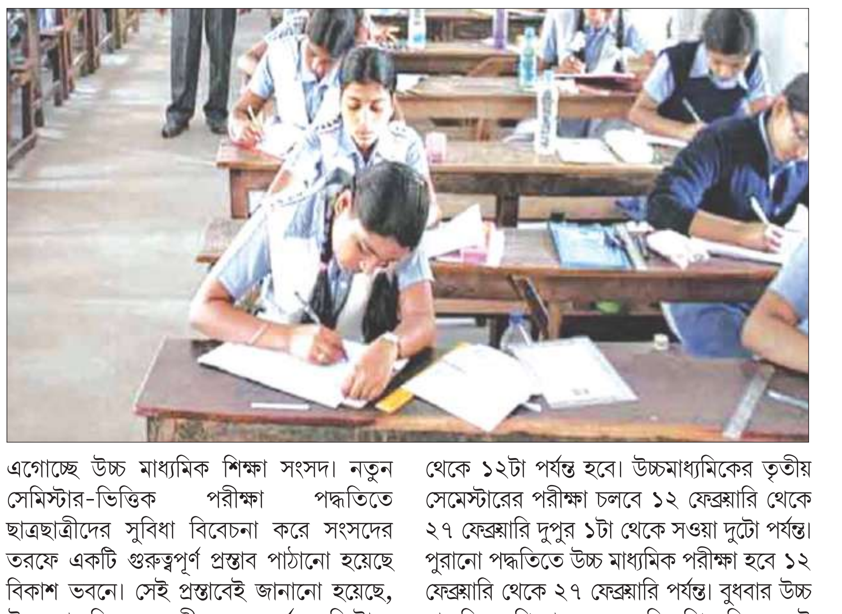

এগোচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নতুন সেমিস্টার-ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা বিবেচনা করে সংসদের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বিকাশ ভবনে। সেই প্রস্তাবেই জানানো হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিট দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বাড়তি সময় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন বুঝে নেওয়ার সুবিধা করে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে কিনা তা নির্ভর করছে বিকাশ ভবনের চূড়ান্ত সম্মতির ওপর।

উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার ২০২৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত হবে। উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টা থেকে সওয়া দুটো পর্যন্ত। পুরানো পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই পরীক্ষাসূচি জানিয়েছে। চূড়ান্ত সেমেস্টারে প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক উত্তর দিতে হবে। ৯টা ৫০ মিনিটে প্রশ্নপত্র হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট রেখে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে ১০ মিনিট আগে। যাতে প্রশ্ন পড়ে উত্তর দেওয়ার সময় পায় পড়ুয়ারা। তবে ছাত্রসমাজের দাবি ছিল ভিন্ন। তাদের মত, প্রশ্নপত্র দেখার সময় নয়, বরং লেখার সময় বাড়ানোই বেশি প্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিক তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষায় বহু পরীক্ষার্থী অভিযোগ করেছে যে নির্দিষ্ট সময়ে সব প্রশ্ন শেষ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে হিসাবশাস্ত্র, রসায়ন এবং অঙ্কের মতো বিষয়গুলোতে প্রশ্ন দীর্ঘ হওয়ায় সময় স্বল্পতার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে শিক্ষা সংসদের এই নতুন প্রস্তাবে ক্ষোভ রয়েছে ছাত্র মহলে। শিক্ষক সমাজও এ বিষয়ে একই মত পোষণ করছে। ২০২৬ সালের পরীক্ষার্থী অভীক দত্ত বলেন, আগের পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হত। নতুন আর কী! আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, তাদের মাত্র ২ ঘণ্টায় সব অঙ্কের সমাধান করতে অসুবিধা হয়। তৃতীয় সেমেস্টারে এই সমস্যায় পড়েছিলাম। পরীক্ষার সময় বাড়ালে ভালো হত। সংসদের দেখা দরকার। একই মত রসায়নের শিক্ষক অশোক ভট্টাচার্যর। তিনি বলছেন, এই ১০ মিনিট পরীক্ষায় দিলে ভালো হত। তাতে পরীক্ষার্থীদের সুরাহা হত। সংসদের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে পরীক্ষার সময়সীমা পরিবর্তনের কোনও পরিকল্পনা নেই। তৃতীয় সেমিস্টারে পরীক্ষার সময় থাকবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট, আর চতুর্থ সেমিস্টার হবে ২ ঘণ্টার। পুরনো পদ্ধতিতে যারা পরীক্ষা দেবে, তাদের ক্ষেত্রেও পুরনো নিয়মই বহাল থাকবে, সময় বা পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষঃ পথশ্রী প্রকল্প বাস্তবতা অনুযায়ী ব্যর্থ, রাস্তা নির্মাণে ঠিকাদারের আগ্রহ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার একটি তালিকা সংযুক্ত করে এক্সবার্তায় প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রকল্পের বাস্তবতা প্রমাণ করছে রাজ্য সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমে গেছে। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে বলা হয়, আজ কৃষ্ণনগরের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যতই হম্বি-তম্বি করুন না কেন, প্রকল্পের আড়ালে সঠিক বাস্তবতা ভেসে আসে। 'পথশ্রী প্রকল্পে ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিকাদাররা মাত্র ২ কিলোমিটার রাস্তা বানাতেও রাজি হচ্ছেন না। মেয়াদ উত্তীর্ণ সরকারের বিদায় বেলায় এই প্রকল্পের বড় অংশ কার্যত বন্ধ। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই এবং এটি সাধারণ মানুষকে প্রকৃত সুবিধা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, সরকারের ঘোষণা শুধুই বড় বড় সংখ্যার ব্যস্ততা, কিন্তু বাস্তব কাজ প্রায় শূন্য, যা গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার গ্রামীণ বাংলা ও শহরাঞ্চলে উন্নয়নের জন্য দুটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালাচ্ছেঃ ১. পথশ্রী - গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন ২. আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান - শহরাঞ্চলে নাগরিক সমস্যার সমাধান এই দুই

প্রকল্পে গতি আনার জন্য সরকার নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই পোর্টাল পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদারদের নির্বাচন নিশ্চিত করবে। তবে শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন, ই-টেন্ডার পোর্টালও প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবে না, যদি মূল দিকনির্দেশনা ও নজরদারি কার্যকরভাবে না করা হয়। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোড়ন তৈরি করেছে। তিনি মূলত বলছেন যে, রাজ্যের চলমান প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রকল্পের প্রতিফলনে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যা ভোটারদের মধ্যে আস্থা হ্রাস করছে। তিনি বলেন, সরকার বড় বড় প্রকল্পের কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের সুবিধা খুবই সীমিত। রাজ্যের বিরোধী নেতা এই অভিযোগে আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রকল্পের বৃহ অংশ এখনও অপ্রকৃত এবং অসম্পূর্ণ, যার ফলে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগঃ 'পথশ্রী প্রকল্পের বাস্তবতা সরকারের ঘোষণার সাথে মেলে না। প্রকল্পে ঠিকাদাররা মাত্র ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য রাজি। সরকারি ই-টেন্ডার পোর্টাল চালু হলেও তাতে কার্যকর বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা নেই। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, এই সমালোচনা রাজ্যের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত প্রয়াসের উপর নতুন আলোড়ন তৈরি করেছে।

বাংলাদেশে একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট

ঢাকা, ১১ ডিসেম্রে ঃ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবার অনুষ্ঠিত হবে গণভোটের সঙ্গেই। বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এ. নাসিরউদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন ১২ ফেব্রুয়ারি একযোগে হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদ সংস্কার নিয়ে গণভোট। ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। যদিও ফলাফল ঘোষণার দিন এখনও প্রকাশ করা হয়নি। চিফ ইলেকশন কমিশনার জানান, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শুক্রবার থেকেই দেশে প্রতিটি থানায় দুইজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে প্রায় ৯ লক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীর সদস্য। বাংলাদেশের ভোটার সংখ্যা এখন ১২ কোটি ৭৬ লক্ষের বেশি। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আঃেদালনের জেরে পতন হয় শেখ হাসিনা সরকারের। ৫ আগস্ট হাসিনা গোপনে ঢাকা ছো‍ে দিল্লিতে আশ্রয় নেন। তারপর থেকেই হাসিনা ও তাঁর বোন রেহানা নয়াদিল্লিতে অবস্থান করছেন। সেই সময় বহু মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা দেশত্যাগ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে গণহত্যা-সহ একাধিক মামলার বিচার বাংলাদেশে চলছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত ইতিমধ্যেই গণহত্যার মামলায় তাঁর ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেছে। হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী প্রশাসনের দায়িত্ব নেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস। প্রথমদিকে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও বিএনপি, জামাতসহ বিরোধী দলগুলির চাপেই তিনি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট আয়োজনের সিদ্ধান্ত জানান। এবার নির্বাচন কমিশন তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল।

অরুণাচল প্রদেশে ঘটল হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা

১ হাজার ফুট খাদে ট্রাক, ঘন জঙ্গলে দু'দিন পড়ে ছিল ১৮ শ্রমিকের মৃতদেহ

১১ ডিসেম্ভর ঃ অরুণাচল প্রদেশে ঘটল হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। হায়ুলিযাং-চাগলাগাম সড়কের ধারে প্রায় ১,০০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় শ্রমিকবোঝাই একটি ট্রাক। দুর্ঘর্টনায় প্রাণ হারান অসমের তিনসুকিয়া জেলার ১৮ জন শ্রমিক। প্রায় দুই দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় ব্যাপক অনুসন্ধান। ঘন জঙ্গল আর অতি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় দেরি হয় উদ্ধারকার্যে। ঘটনাটি ঘটে ৮ ডিসেম্বর রাতে। ট্রাকে ছিলেন মোট ২২ জন শ্রমিক। ট্রাকটি তিনসুকিয়ার গেলাপুখুরি চা বাগান থেকে নির্মাণস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর টানা দুই দিন তাঁদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথম খবর পাওয়া যায় ১০ ডিসেম্বর রাতে, যখন একমাত্র জীবিত শ্রমিক গুরুতর জখম অবস্থায় চিপ্রা ক্সঙক্ষ ক্যাম্পে পৌঁছান। তাঁর বয়ান থেকেই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা জানা যায়। এরপরই সেনা, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসন যৌথভাবে শুরু করে বৃহৎ অনুসন্ধান অভিযান। দুর্ঘটনাস্থলটি অত্যন্ত দুর্গম। সড়ক থেকে নিচে তাকালেও খাদ দেখাই যায় না। পাহাড়ের ঢাল খাড়া, আর চারিদিকে ঘন জঙ্গল। এমন পরিস্থিতিতে স্ট্যান্ডার্ড সার্চ অপারেশন করাই সম্ভব ছিল না। উদ্ধারকারী দলকে তাই দড়ি বেয়ে নামতে হয় প্রায় হাজার ফুট গভীরে। প্রায় চার ঘণ্টার তল্লাশির পর খাদভর্তি জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় ট্রাকের ধ্বংসাবশেষ এবং চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেহগুলি। অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে- এলাকা এতটাই জনমানবহীন ও ঘন জঙ্গলে ঢাকা যে রাস্তা থেকে বা হেলিকপ্টার থেকেও ট্রাক দেখতে পাওয়া অসম্ভব ছিল। মৃত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন- বুধেশ্বর দীপ, রাহুল কুমার, সমীর দীপ, জুন কুমার, পঙ্কজ মানকি, অজয় মানকি, বিজয় কুমার, অভয় ভূমিজ, রোহিত মানকি, বীরেন্দ্র কুমার, আগর তাঁতি, ধীরেন

চেটিয়া, রজনী নাগ, দীপ গোয়ালা, রামচাবক সোনার, সনাতন নাগ, সঞ্জয় কুমার, করণ কুমার এবং জোনাস মুন্ডা। তিনসুকিয়ার ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ দল পাঠানো হয়েছে। তাঁরা তেজুতে পৌঁছে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করছেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, চাগলাগাম থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে কিলোমিটার ৪০ নম্বরের কাছে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। সরু পাহাড়ি রাস্তা, অন্ধকার, বাঁক-সব মিলিয়ে ট্রাকটি সোজা নেমে যায় গভীর খাদে। সকল শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি নির্মাণকাজের স্থলে। একমাত্র জীবিত শ্রমিকের বয়ান অনুযায়ী- ট্রাক হঠাৎ তীব্রভাবে দুলতে শুরু করে। তারপরই সব শেষ। তিনি কোনওভাবে ট্রাক থেকে ছিটকে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন।১১ ডিসেম্বর ভোর থেকেই শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান। অভিযানে অংশ নেয়- ভারতীয় সেনার বিশেষ অনুসন্ধান দল, GREF টিম মেডিক্যাল ইউনিট, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ, হায়ুলিয়াংয়ের ADC অফিস। তীব্র ঠান্ডা, অন্ধকার, পাহাড়ি ঢাল এবং ঘন জঙ্গলের কারণে উদ্ধারকার্যে বিপুল চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে অসমের তিনসুকিয়া থেকে শুরু করে অরুণাচলের হামরো জেলার গ্রামগুলিতে। স্থানীয়দের অভিযোগ- রাতের পাহাড়ি রাস্তায় ভারী গাড়ি চলাচলে কঠোর নজরদারি নেই, রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, নিরাপত্তা নির্দেশিকা মানা হয় না। এখন তদন্ত করছে অরুণাচল পুলিশ। কীভাবে এত ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল, তার পূর্ণ রিপোর্ট শীঘ্রই জমা পড়বে।

মহাকবি সুব্রমনিয়া ভারতীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহান কবি সুব্রমনিয়া ভারতীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর কবিতা সাহসের দীপ্তি জাগিয়ে তুলেছিল এবং এবং তাঁর চিন্তাভাবনা অগণিত মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।এদিন প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, মহাকবি সুব্রমনিয়া ভারতীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর কবিতা সাহসের দীপ্তি জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর চিন্তাভাবনা অগণিত মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় চেতনাকে আলোকিত করেছিলেন। তিনি ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি সমাজ গঠনের জন্য কাজ করেছিলেন। তামিল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অতুলনীয়।

অপারেশনাল ত্রুটি, শ্রীনগর বিমানবন্দরে বাতিল ৫টি বিমান

শ্রীনগর, ১১ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার অপারেশনাল ত্রুটির কারণে শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কমপক্ষে পাঁচটি বিমান বাতিল করা হয়েছে।বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইন্ডিগোর ৪টি বিমান বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, অমৃতসরগামী ৬E ৬১৬৫ (সকাল ৯ঃ৪৫), দিল্লিগামী ৬ক্ক ৬৭৬১ (বিকেল ৫ঃ৩৫), কলকাতাগামী ৬E ৬৯৬২ (সন্ধ্যা ৬ঃ ৪৫) এবং আরেকটি দিল্লিগামী ৬E ২৪৪৯ (রাত ৮ঃ৪০)। এছাড়াও স্পাইসজেটের দিল্লিগামী ফ্লাইট ষ্ক্ক ৬৬৪ (দুপুর ১২ঃ৫৫) বাতিল হয়েছে।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাতিল হওয়া বিমানের যাত্রীদের পুনরায় বুকিং সংক্রান্ত বা অন্য কোনও সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে জ্ঞান, সংযম এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণকে রাষ্ট্রীয় শক্তির স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে কৌশলগত জ্ঞান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযম এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেনঃসুদুর্বলং নাওজানাতি কচ্চিদ যুক্তো রিপুং সেবাতে বুদ্ধিপুর্বম।ন বিগ্রহং রোচযতে বলস্থঃ কালে চ যো বিক্রমতে সা ধীর ঃ।।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মীর প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন বৃহস্পতিবার কিংবদন্তি কর্ণাটকী গায়িকা এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মীকে তাঁর প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, তাঁর মধুর কন্ঠ এবং ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে অনুপম অবদান আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে একটি দীর্ঘ অধ্যায় যুক্ত করেছে। তিনি বলেছেন যে, নিষ্ঠা এবং শৈল্পিক ঔকর্ষের মাধ্যমে তিনি কর্ণাটকী সঙ্গীতকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে গেছেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম সঙ্গীত শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছেন।তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অবিনশ্বর পরম্পরা সঙ্গীত জগতকে আলোকিত করে যাবে মৌলিকত্ব, মর্যাদা এবং প্রগাঢ় শৈল্পিক গভীরতা দিয়ে।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ট্রাম্প গোল্ড কার্ড চালু করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর ঃ মার্কিন ভিসা ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল আমেরিকা। আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো ' ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' ইমিগ্রেশন প্ল্যান। এই নতুন ব্যবস্থায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার, অর্থা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯ কোটি টাকা দিলেই আবেদনকারী পেতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি। বুধবারে (স্থানীয় সময়) এই প্রকল্প চালু করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

ঘোষণা করেন, আমাদের কোষাগার এখন ফুলেফেঁপে উঠবে। একই দিনে লঞ্চ করা হয়েছে ' ট্রাম্প গোল্ড কার্ড'-এর আলাদা ওয়েবসাইট, যেখানে অনলাইনে আবেদন গ্রহণও শুরু হয়ে গেছে। ভিসা অনুমোদনের প্রক্রিয়া হবে দ্রুত, তবে আবেদনকারীদের প্রতিটি ধাপে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের ফি। বড় বড় সংস্থাগুলিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে যে কোনও বিদেশি কর্মীকে আমেরিকায় এনে স্থায়ীভাবে রেখে দিতে পারবে।ট্রাম্প জানান, এই প্রোগ্রাম গ্রিন কার্ডের মতো হলেও সুবিধা আরও বেশি। তাঁর দাবি, প্রযুক্তি ও ব্যবসা খাতে দীর্ঘদিন ধরে চলা নিয়োগ সংকট এবার অনেকটাই কমবে। ট্রাম্পের কথায়, এতদিন অনেক প্রতিভাবান গ্র্যাজুয়েট ভিসা অনিশ্চযতার কারণে ভারত, চিন বা ইউরোপে চলে যেতে বাধ্য হতেন। কিন্তু ' ট্রাম্প গোল্ড কার্ড'-এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো এখন তাদের প্রয়োজনীয় বিদেশি কর্মীদের স্থায়ীভাবে আমেরিকায় রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে। তিনি এ দিন দুটি আলাদা ক্যাটেগরি ঘোষণা করেন- ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট গোল্ড কার্ড।

কাউকেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না- মানবাধিকারের মর্মবাণী উচ্চারণ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি,১১ ডিসেম্বরঃনয়াদিল্লির শীতস্নিগ্ধ ডিসেম্বরের সকাল। মানবাধিকার দিবসের তাপর্য সামনে রেখে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত হল এক বিশেষ জাতীয় সম্মেলন- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সভা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুধু বক্তব্যই রাখলেন না, বরং মানবাধিকারের প্রকৃত অর্থ, তার চর্চা, তার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা এবং রাষ্ট্রের নৈতিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন গোটা দেশকে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা-কাউকেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না, মর্যাদার সঙ্গে কোনও আপস নয়।ভারতবর্ষে মানবাধিকার এবং মানবমর্যাদার ধারণা বহু পুরনো। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-আংেদালনের আদর্শ-মানবমর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখার প্রবণতা সর্বদাই ভারতীয় চেতনার অঙ্গ। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে সেই ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন দেখা গেল। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, মানবাধিকার কেবল সংরক্ষণ করার বিষয় নয় তা উদযাপনেরও। আর সেই উদযাপন তখনই সম্ভব, যখন প্রতিটি নাগরিক নিজের অধিকারকে সত্যিকারের অনুভব করেন, যখন তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ হয় সম্মানজনক, সহানুভূতিশীল এবং মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ।রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে মানবাধিকার দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই দিনটি কেবল কোনও স্মারক-উদযাপন নয়, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনের ভিত্তি। এটি এমন এক উপলক্ষ, যখন প্রত্যেকে নিজের ভূমিকা, নিজের দায়বদ্ধতা ও নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন। রাষ্ট্রপতি জানান, একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তার প্রতিটি নাগরিকের জন্য জন্মগত অধিকারগুলিকে অটুট রাখার ব্যবস্থা থাকে।ভারতের সংবিধানে মানবাধিকারকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর বক্তব্যে সেই সাফল্যকে আরও একবার তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক কাঠামো গঠনে ভারত

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ রচনার ইতিহাসে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, ভারতের গণপরিষদের সদস্য হংস মেহতার কথা-যিনি ছিলেন সংবিধান প্রণয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সদস্য এবং যিনি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র খস।া তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও মানবিক মূল্যবোধ এই দলিলকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। রাষ্ট্রপতি জানান, হংস মেহতার মতো ব্যক্তিত্বগুলোর কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে যে মানবাধিকারের ইতিহাস শুধু আইন-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমানতালিকায় থাকা উচিত সামাজিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে। ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে মানবাধিকারের বোধ গা।ে ওঠে বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি এবং বহু ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষের সহাবস্থানের মাধ্যমে। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে উঠে আসে সেই বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রশংসা এবং তাকে আরও শক্তিশালী করার অনুরোধ।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দীর্ঘ বক্তৃতায় স্পষ্ট করে দেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন আজও বিশ্বের বহু দেশে একটি ব। সমস্যা। কিন্তু ভারত সেই পথ অনুসরণ করে না। তিনি বলেন, ভারত এমন একটি দেশ হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে মানবাধিকার কেবল নথির পাতায় রক্ষিত নয়, বরং তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয়। প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, নীতি ও সরকারি কর্মসূচিতে এই প্রতিফলন স্পষ্ট হওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বৈষম্য বা সামাজিক প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে ল।াই করা মানেই মানবাধিকার রক্ষা করা। দেশের প্রতিটি নাগরিকের দৈনঃদিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিশ্চিত করাও মানবিকতারই এক আধুনিক প্রয়োগ।সম্মেলনের প্রেক্ষাপটেই রাষ্ট্রপতি বলেন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন-যেমন খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা-এসবই মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলিকে শুধুমাত্র সুবিধা বা কল্যাণমূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখলে চলবে না। বরং এগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ন্যায়বিচার প্রতিটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। এর ব্যতিক্রম হওয়া মানে রাষ্ট্র এবং সমাজের ব্যর্থতা।রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরও যোগ করেন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনে মর্যাদার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তিনি বলেন, একজন মানুষকে তার অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি বা সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কখনই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি এখানেই- সমতার ভিত্তিতে অধিকার বণ্টন, মর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়-সমাজের প্রতিটি নাগরিকেরও। রাষ্ট্রপতি মনে করিয়ে দিলেন, প্রতিটি মানুষের জীবনে সহানুভূতির স্থান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যের কষ্টকে অনুভব করা, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো এবং মানবিক আচরণ করা-এসবই মানবাধিকারের চর্চার মূল স্তম্ভ। তিনি বলেন, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধই মানবাধিকারকে বাস্তবায়িত করে।ভারত আজ উন্নয়নের পথে। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, অবকাঠামো-সব ক্ষেত্রেই দ্রুত অগ্রগতির দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে দেশ। তবে উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তার ফলভোগে কোনো মানুষ পিছিয়ে থাকে না। রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট করেন-উন্নয়ন ও মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। সমাজে যদি কোনো মানুষ প্রান্তিক হয়ে থাকেন, যদি কোনও শ্রেণি অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তবে সেই উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণে এই উপলব্ধি বারবার ফিরে আসে যে মানবাধিকার শুধুমাত্র বিচারালয়ে নয়, বরং দেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, মর্যাদার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না- এই কথাটিই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি।মানবাধিকার দিবসের এই বার্তা শুধু এক দিনের উপলক্ষ নয়। রাষ্ট্রপতির মতে, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া-যা প্রতিনিয়ত পালন করা, মূল্যায়ন করা এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান, মানবাধিকারের এই উদযাপন যেন সীমাবদ্ধ না থাকে কেবল অনুষ্ঠানমঞ্চে এটি পৌঁছে যাক প্রত্যন্ত গ্রামে, শহরের বস্তিতে, স্কুল-কলেজে, কর্মক্ষেত্রে এবং সংসারে।রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে জাতীয় চেতনা আরও একবার পুনর্জাগরিত করবে। তাঁর বার্তা-কাউকেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না-শুধু সংবিধানের ভাষাই নয়, এটি ভারতের আত্মার ভাষা। মানবাধিকার দিবসে এই দৃঢ় উচ্চারণই স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতের সত্যিকারের শক্তি তার বৈচিত্র্য, তার সংহতি এবং তার মানবিকতাতেই নিহিত।

থাইল্যান্ডে আটক গোয়ার নাইটক্লাবের দুই মালিক

নয়াদিল্লি ও ফুকেত, ১১ ডিসেম্বর ঃ গোয়ার নাইটক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে অবশেষে আটক করা হল। সূত্রের দাবি, থাইল্যান্ডে তাঁদের আটক করা হয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর গোয়ার আরপোরায় লুথরা ভাইদের মালিকানাধীন একটি নাইটক্লাবে আগুন লাগে। মৃত্যু হয় ২৫ জনের। দুই ভাই তখন দিল্লিতে

ছিলেন। আগুন লাগার খবর পেয়েই তাঁরা থাইল্যান্ডের ফুকেতে পালিয়ে যান। দিল্লি পুলিশ তাঁদের খোঁজে দিল্লির বাড়িতে গেলেও দুই ভাইকে ধরতে পারেনি। তার পরেই সৌরভ ও গৌরবকে ধরতে লুক-আউট সার্কুলার ও ইন্টারপোলের ব্লু কর্নার নোটিস জারি হয়েছিল। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের আটক করার খবর জানা যায়।ফেরার দুই ভাইয়ের পাসপোর্ট বাতিল করতে চেয়ে বুধবার কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছিল গোয়া সরকার। এ বিষয়ে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ চেয়ে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই মতো বুধবার রাতেই সৌরভ ও গৌরবের পাসপোর্ট সাময়িক ভাবে অবৈধ করে দেওয়া হয়। এর পর আর তাইল্যান্ড ছেড়ে অন্যত্র পালানোর উপায়ও ছিল না তাঁদের। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে ধরা পড়ে যান দুই ভাই।

'কেন্দ্রের টাকা না দেওয়া' প্রসঙ্গে ফের সরব মমতা- বঞ্চনার অভিযোগে উত্তাল কৃষ্ণনগরের সভা

নদিয়া,১১ডিসেম্বরঃনদিয়ার কৃষ্ণনগরের আকাশে শীতের হালকা কুয়াশা। ডিসেম্বরের সকাল থেকেই জেলায় বাড়ছিল রাজনৈতিক উত্তাপ। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভামঞ্চে উঠে এল সেই পুরোনো কিন্তু উত্তাল বিতর্ক- কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক কর্মসূচিতে এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরের সভায় তাঁর বক্তব্যে সেই সুর আরও জোরালো হয়ে উঠল।মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের অভিযোগ তুললেন, কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তার ন্যায্য অর্থ দিচ্ছে না। তাঁর কথায়, ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা পাই আমরা তোমাদের থেকে। বাংলাকে বঞ্চনা করেছ। এই অভিযোগ তিনি আগেও করেছেন, তবে এদিন তাঁর অভিযোগের সুর ছিল আরও কড়া, আরও আক্রমণাত্মক। তিনি মনে করিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রাজ্যের অধিকারের টাকা দেওয়া হয় না বলেই বহু প্রকল্পে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।মমতার অভিযোগ শুধু

অর্থনৈতিক বঞ্চনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ভাষা ও পরিচয় নিয়ে এক বিস্তৃত অভিযোগ। তিনি বলেন, এখনও বাংলা ভাষায় কথা বলায় অত্যাচার করছে। মারছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিল্লিতে বাংলা ভাষায় কথা বলায় এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। তাঁর এই বক্তব্যে ভি।ের মধ্যে একপ্রকার চাঞ্চল্য দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলা ভাষার মানুষের প্রতি ক্রমশ বৈরী পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যা শুধুই অন্যায় নয়-সংবিধানের বৈশ্বিক চেতনাকেও আঘাত করে।মমতার ভাষণে ইতিহাসও ফিরে এল নতুন গুরুত্ব নিয়ে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন দেশের রাজধানীর অতীত, যখন কলকাতা ছিল ভারতের প্রশাসনিক কেন্দ্র। তিনি বলেন, ভুলে যেও না, কলকাতা আগে ছিল দেশের রাজধানী। ইংরেজরা কেন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছিল? কারণ, বাঙালিদের মাথা তারা নিচু করাতে পারেনি। তাঁর কথায় স্পষ্ট, বাঙালির আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামের ইতিহাসই আজকের সময়ে আরও স্মরণীয়।এই বক্তব্যে তিনি শুধু অতীতের গৌরব উস্কে দিলেন না বরং বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে যুক্ত করেও দেখালেন। তাঁর মতে, বাংলার বঞ্চনা কোনও নতুন বিষয় নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে বাঙালি। আজও সেই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।বঞ্চনার অভিযোগের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও বলেন, বাংলার মানুষ সবসময় মাথা উঁচু করে বাঁচে, মাথা নত করার সংস্কৃতি এই রাজ্যে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ-বাংলাকে বারবার কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। কখনও অর্থ আটকে, কখনও প্রকল্প বন্ধ করে, কখনও বা প্রশাসনিক হুঁশিয়ারির নামে। কৃষ্ণনগরের সভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি এই ইস্যুতে কোনও ঝুঁকিই কমাবেন না। ২০২৫ সালের রাজনৈতিক সময়ে বাংলার বঞ্চনা তাঁর অন্যতম ব। রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে তা আরও একবার প্রমাণ হল। তাঁর বক্তৃতায় যে আবেগ, যে অভিযোগ, যে ক্ষোভ উঠে এল- তা নিঃসন্দেহে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দেবে।তৃণমূলের উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বারবার সাড়া দেন, সমর্থনের ঢেউ ওঠে সভামঞ্চের চারদিকে। সভা শেষে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে একটাই আলোচনা-মমতার এই বক্তব্য শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতির প্রতিধ্বনি নয় বরং কেন্দ্র-রাজ্যের অস্বস্তিকর সম্পর্কের আরেকটি স্পষ্ট চিত্র।এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বার্তা দিলেন-বাঙালি মাথা নোয়ায় না, বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পিছিয়ে আসে না-তা নিঃসন্দেহে আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম ম্লসুর হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে জেলাজুড়ে আলোচনায় মশগুল সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। প্রণব মুখার্জিকে একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।এদিন প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, প্রণব মুখার্জির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসেবে তিনি কয়েক দশক ধরে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের সেবা করেছেন। প্রণব বাবুর মেধা ও চিন্তার স্বচ্ছতা আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিটি পদক্ষেপে সমৃদ্ধ করেছে। এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমাদের বহু বছরের আলাপচারিতায় আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।

কলকাতায় এলেন মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ বুধবার কলকাতায় পা পড়ল স্পেস স্টেশন থেকে ঘুরে আসা প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার। চলতি বছরের জুলাইয়ে ১৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরেন তিনি। এ দিন কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্পেস সেন্টার অফ ফিজিক্স-এ এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা প্রথমেই ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্সের মিউজিয়ামে নিজের নামাঙ্কিত প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। এরপর মিউজিয়াম ঘুরে দেখেন। ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্সে বেলা ১২টা নাগাদ পৌঁছন তিনি। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা বিজ্ঞানী ড সঃদীপ চক্রবর্তী।

ভারতের জন্য গৌরব, আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে দীপাবলিকে স্বীকৃতি ইউনেস্কোর

নয়াদিল্লি, ১১ডিসেম্বর ঃ ভারতের জন্য এক গৌরবের দিন। আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে আলোর উৎসব দীপাবলিকে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। কলকাতার দুর্গাপুজোর পথ ধরে ভারতের দীপাবলি উৎসবও জায়গা করে নিল ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিব্ল কালচারাল হেরিটেজ' (আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য)-এর তালিকায়।ইউনেস্কোর পোস্টটি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আবহমান

ঐতিহ্য-তালিকায় দীপাবলির জায়গা পাওয়াটা সারা বিশ্বে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রভু শ্রী রামের আদর্শ অনন্তকাল আমাদের পথ দেখাক।'

অশোক কুমারের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৩ অক্টোবর, ১৯১১ - ১০ ডিসেম্বর, ২০০১) বিহারের ভাগলপুর এলাকায় জন্মেছিলেন। প্রথম জীবনে নাম ছিল কুমুদলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নিজের বাড়িতে মজা করে তাঁকে দাদামণি নামে ডাকা হতো। বুধবার এক্সবার্তায় তাঁকে স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, চিরসবুজ দাদামণি, কিংবদন্তি চলচ্চিত্র আইকন, অশোক কুমারকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করছি।প্রসঙ্গত, ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গনে অশোক কুমার নিজেকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছেন। তরুণ বয়স থেকেই চলচ্চিত্র জীবনে অংশগ্রহণের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালে দু'বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন (শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে)।

গৌতম আদানির সঙ্গে সাক্ষাৎ সত্য নাদেলার

আহমেদাবাদ, ১১ ডিসেম্বর ঃ মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলার সঙ্গে দেখা করলেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি। ওই সাক্ষাতের খবর বুধবার সমাজমাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করেছেন গৌতম। আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার লিখেছেন, 'সত্য নাদেলার সঙ্গে দেখা করা এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিঃ নিয়ে তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা শোনা সব সময়ই আনন্দের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যখন বাস্তব ও ডিজিটাল জগ অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হচ্ছে, আমরা ৩৬০ ডিগ্রি পার্টনারশিপ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী'।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেন। বৈঠকে দু'জনেই ভারতের ক্রমবর্ধমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকের পর, নাদেলা এক্স-এ পোস্ট করেন এবং ভারতের এই সুযোগ সম্পর্কে ' অনুপ্রেরণামূলক কথোপকথনের' জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে পিএম-কুসুম প্রকল্পের কাজ, লোকসভায় জানালেন শ্রীপদ নায়েক

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ঃ পিএম-কুসুম চাহিদা চালিত প্রকল্প। এক্ষেত্রে বরাদ্দ এবং মঞ্জুরি হয়ে থাকে রাজ্যগুলির চাহিদা এবং সেখানে প্রকল্পে অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে। কৃষক, কৃষক উৎপাদক সংগঠন, জল ব্যবহারকারী সংগঠন এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে সৌরবিদ্যু উপাদনের এই প্রকল্পে যোগদান করতে পারে।প্রতিটি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প চালু রয়েছে। ৩০১১২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পের বিভিন্ন শাখার আওতায় মোট ১০,২০৩ মেগাA ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জাম সংস্থাপিত হয়েছে। মঞ্জুর হয়েছে ৭,১০৬ কোটি

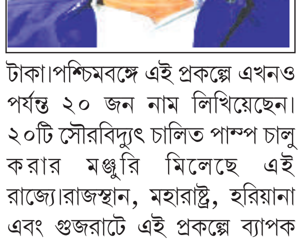

টাকা।পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ২০ জন নাম লিখিয়েছেন। ২০টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প চালু করার মঞ্জুরি মিলেছে এই রাজ্যে।রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং গুজরাটে এই প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।লোকসভায় এক লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ ইয়েসো নায়েক এই বিষয়ে তথ্য জমা দিয়েছেন।বুধবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যার ফলে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়বে।
বৃষঃ সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না। সন্তান হতে পারে আজ
মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং চিন্তাশীলতা এই দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে। কাজের সুযোগ হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। গার্হস্থ্য জীবন থাকবে শান্তিপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য। প্রেমের জীবন আশা আনবে। কোন নতুন যৌথ উদ্যোগে নিজেকে দায়বদ্ধ করা থেকে এড়িয়ে চলুন- এবং যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ঘনিষ্ঠ মানুষের উপদেশ নিন।।
সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য চ্যালেঞ্জে ভরা দিন হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব একটু নিস্তেজ মনে হতে পারে। এই সময়ে আপনার ভেতরের শক্তিকে চিনতে চেষ্টা করুন। আপনার চারপাশের লোকেরা আপনাকে বুঝতে নাও পারে, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে আরাম পেতে একজন ডাক্তারের উপদেশ নিন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। আপনার বন্ধুদেরও আপনার উদারতার সুযোগ নিতে দেবেন না।
তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি কিছুটা অস্থির বোধ করতে পারেন।
মকরঃ সামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উসাহিত করুন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ বাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। এছাড়াও আপনি বন্ধুদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি করতে পারবেন। কারোর জন্য বিয়ের ঘন্টা বাজতে পারে যখন আবার অন্যরা প্রেমে তাদের উদ্দীপনা উচ্চে রাখতে দেখবেন।।
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জ এবং সংগ্রামে ভরা থাকতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ মনে হতে পারে, যার ফলে আপনি মানসিক ভাবে অস্থির বোধ করতে পারেন।।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব শুভ দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আপনার চারপাশের লোকদের আকর্ষণ করবে। সন্তান হতে পারে
মীনঃ মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ। শুভ দিন হতে পারে আজ।বিবাহের যোগ হতেপারে।

আবহাওয়া

তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের না হলেও, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বজায় রয়েছে শীতের আমেজ। আগামী ৭-দিন একইরকম থাকবে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় থাকবে কুয়াশার দাপট, দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থাকবে পরিস্কার। আপাতত তাপমাত্রার বড়সড় হেরফের হবে না। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। উত্তরবঙ্গে সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিস্কার হবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদয়ার ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৪মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মিনিটে হতে পারে।

গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে প্যাটিস বিক্রেতাদের মারধর; ময়দান থানায় এফআইআর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত রবিবার ব্রিগেডের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আয়োজিত হয়েছিল 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'; আরএসএস ঘনিষ্ঠ সংগঠন সনাতন সংস্কৃতি সংসদের একটি বৃহৎ ধর্মীয় পাঠ অনুষ্ঠান। হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন সেই আধ্যাত্মিক সমাবেশে। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ঘটে যায় এক অনভিপ্রেত ঘটনা। অনুষ্ঠানের দিন সেখানে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গিয়ে দুই বিক্রেতা হেনস্তার শিকার হন। পরে সেই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা শহরজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অভিযোগ উঠেছে, ওই অনুষ্ঠানে থাকা কয়েকজন যুবক আরামবাগের বাসিন্দা শেখ রিয়াজুল ও তপসিয়ার মহম্মদ সালাউদ্দিন নামে দুই বিক্রেতাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেন। তারা শুধু মারধরই নয়, বরং প্যাটিস ফেলে দেন মাটিতে, এবং দু'জনকে কান ধরে উঠবোস করান বলেও অভিযোগ। রিয়াজুলের দাবি, তাঁর প্রায় তিন হাজার টাকার খাবার নষ্ট করে দেওয়া হয়। হামলাকারীরা নাকি প্রশ্ন তোলে;ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমিষ খাবার বিক্রি করা উচিত কি না। সেই যুক্তি দেখিয়ে তাঁদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। এই ঘটনার ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি পৌঁছে যায় পুলিশের নজরে। এরপরই ময়দান থানায় দুটি আলাদা অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তদন্তে নামে পুলিশ। অবশেষে বুধবার গভীর রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম;সৌমিক গোলদার, তরুণ ভট্টাচার্য ও স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী। জানা গেছে, সৌমিক গোবরডাঙার বাসিন্দা, তরুণ থাকেন হুগলির উত্তরপাড়ায়, আর স্বর্ণেন্দু অশোকনগরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন ওই তিনজনই গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও ফুটেজ ও ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে তাদের শনাক্ত করা হয়। রাতেই পুলিশ তাদের বাড়িতে গিয়ে আটক করে। বৃহস্পতিবার সকালেই তিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এমন হেনস্তার ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলেও তোলপাড় শুরু হয়। তৃণমূল ও সিপিএম;উভয় দলই এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমিষ খাবার যাঁরা খান না, তাঁরা কিনবেন না। কিন্তু বিক্রেতাকে মারধর করবে কেন? ওঁরা ওখানে নানা জিনিস বিক্রি করে আয় করেন। এরকম করা যায় না। তীব্র নিন্দা করছি।' অন্যদিকে, বামপন্থী শিবির থেকেও কঠোর প্রতিক্রিয়া আসে। সিপিএমের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই ঘটনায় এফআইআর করেন।

বেলুড় মঠে সারদা মায়ের জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ (ইং ১১ ডিসেম্বর' ২০২৫) বেলুড় মঠে সারদা মায়ের জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এবার শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ১৭৩তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই মঠে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। বেলুড় মঠের প্রথা অনুযায়ী মহাসমারোহে ভোর থেকেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উৎসব পালন শুরু হয়। ভোরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেদপাঠ, স্তবগান, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, মাতৃসঙ্গীত, ধর্মসভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়।

ইউনেস্কোর 'দীপাবলি জ্যোতি মিছিল'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইউনেস্কোর বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় দীপাবলির অন্তর্ভুক্তি উদ্যাপন করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর থেকে লোক ভবন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল 'দীপাবলি জ্যোতি মিছিল'। আলো ঝলমলে সুদৃশ্য এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। স্কুল পড়ুয়া, বিশিষ্ট জন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজিত এই বর্ণময় মিছিলে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐক্যবোধকে তুলে ধরা হয়। সত্যের জয়ের প্রতীক দীপাবলি যে অন্ধকারকে দূর করে আলো ছড়ানোর উৎসব; সেই বার্তাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় লোকভবনে পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হয় দীপাবলি থিমে সাজানো বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোয় মোড়ানো প্রাঙ্গণে সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়।

মানুষের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে রসপুর স্কুল মাঠ

দুরন্তবার্তা,অভিজিৎহাজরা,আমতা,হাওড়াঃগ্রামীণহাওড়া জেলারআমতা১নংব্লকের রসপুরহাইস্কুলফুটবলমাঠ সপ্তাহব্যাপীহাজারহাজারমানুষেরকলতানেমুখরিতহয়ে উঠেছে। কলিকাতা গ্রামের অগ্রতি সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫-এ দামোদর নদের তীরে 'দামোদর মেলা'-র শুভ উদ্বোধন করেন কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা-র সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিপর্যয় মোকাবিলা ঐ অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর এর মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খাঁ, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চিকিৎসক নির্মল মাজি, অভিনেত্রী রাজশ্রী ভৌমিক, বিশিষ্ট ফুটবলার অলোক দাস সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপলক্ষে ৩৩ তম তদামোদর মেলাদ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এবারের মেলার মূল ভাবনা 'আমার সোনার বাংলা'। এই ভাবনা কে সামনে রেখে মেলার মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চ কে ঘিরে ২৮টি প্রদর্শনী মন্ডপের এক একটি মন্ডপের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন সবজির নামে। মেলার মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে বাংলা সঙ্গীতের জীবন্ত কিংবদন্তি নচিকেতা চক্রবর্তী-র নামে ত নচিকেতা মঞ্চদ। মেলা চলবে ১৩ ই ডিসেম্বর ২০২৫। সপ্তাহব্যাপী দামোদর মেলার অনুষ্ঠান ডালিতে এক একদিন শোভিত শোভিত হচ্ছে শিক্ষামূলক একাংক নাটিকা, সংগীত, বাংলা গানের সম্ভার, নৃত্য, ম্যাজিক, রায়বেঁশে নৃত্য, ছৌ নৃত্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা ও সুস্থ রাখার কৌশল প্রদর্শন (যোগ ও ন্যাচারপ্যাথি)। অনুষ্ঠান ডালিতে আছে রবীন্দ্র - নজরুল নৃত্য,বসে আঁকো,ঢাক বাদ্য, আলপনা, দর্শক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

রাজ্যপালের ভোটার কার্ড স্থানান্তর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে এস আই আর পর্ব চলাকালীন রাজ্যপাল সিভি আজ তাঁর ভোটার কার্ড কেরল থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তর এবং রাজ্যের একজন ভোটার হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আজ লোক ভবনে ১৬২ চৌরঙ্গি বিধানসভার বুথ লেভেল আধিকারিক ও বিএলও সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা করে তিনি ভোটার কার্ড স্থানান্তরের জন্য নির্দিষ্ট আট নম্বর ফর্ম পূরণ করেন। রাজ্যপাল বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর সবসময়ই একটি গভীর আবেগজনিত টান রয়েছে। এই রাজ্যের মনন, শিল্প,সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, গৌরবময় ইতিহাস এবং অনন্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঙ্গে তিনি আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেন।

'পথশ্রী' প্রকল্পে ডোমজুড়ে রাস্তার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ 'পথশ্রী' প্রকল্পে ডোমজুড়ের হাওড়া-আমতা রোড থেকে সানাপাড়া পর্যন্ত রাস্তার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস হলো। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের রাস্তার সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪' প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই প্রকল্পে হাওড়ার ডোমজুড়ের হাওড়া-আমতা রোড থেকে সানাপাড়া পর্যন্ত রাস্তার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। ডোমজুড়ের বাঁকড়া বটতলায় এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। এছাড়াও নুরাজ মোল্লা, আকতার হোসেন মোল্লা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত এদিন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী-রাস্তাশ্রী-৪ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ ঘোষ বলেন, বাংলাকে হাতে মারতে না পেরে, আজ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভাতে মারার চেষ্টা করছে। অথচ বাংলার মা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের কল্যাণে একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করে যাচ্ছেন। চক্রান্ত করে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। বাংলার উন্নয়নকে স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। ২০২১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষকে জব্দ করবে বলে গ্রামীণ সড়ক যোজনার সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলার তৃণমূল সরকার রাজ্যের ভেঙে যাওয়া রাস্তাগুলো পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার করছে। পথশ্রী প্রকল্প এই বছর চতুর্থতম বর্ষে পড়ল। ডোমজুড় বিধানসভায় আনুমানিক ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। আগামী দিনে ডোমজুড় কেন্দ্রের মানুষ আরও সুন্দর রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবেন। এর সঙ্গে যানবাহন সুন্দর ভাবে চলাচল করতে পারবে।

বিএলওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার; আবাসনের ভোটারের বিরুদ্ধে এফআইআর কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে এস আই আর প্রক্রিয়া, তখনই কলকাতায় ঘটল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার খসড়া সংশোধন ও নথি তদারকির জন্য ফর্ম বিলি করছেন ব্লক লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা ভোটারদের বাড়িতে যাচ্ছেন, তাদের নথি যাচাই করছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছেন। এমনই সময় এক অভিজাত আবাসনের এক বাসিন্দার আচরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। কলকাতার একটি অভিজাত আবাসনের ভোটার নিশান্থ আহমেদ। যদিও তিনি ও তাঁর পরিবার বর্তমানে কলকাতায় থাকেন না; অন্যত্র বাস করলেও কলকাতার ঠিকানাই তাঁদের ভোটার পরিচয়ের স্থায়ী সূত্র। সেই ঠিকানায় গিয়ে বিএলও সংশ্লিষ্ট ফর্ম দিতে চেয়েছিলেন। ঠিক এখানেই শুরু হয় বাক বিতণ্ডা। অভিযোগ, বিএলও বাড়িতে গিয়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিয়ম অনুযায়ী ফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করতেই নিশান্থ তাঁকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে নাকি হুমকিও দেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। বিএলওর প্রতি এমন বিরূপ আচরণ নিয়ে ক্ষোভ জমতে থাকে নির্বাচন কমিশনের মহলে। পরিস্থিতি স্পষ্ট হওয়ার পরই দ্রুত পদক্ষেপ নেয় কমিশন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়, যা অত্যন্ত বিরল ঘটনা বলেই মনে করছেন কমিশনের কর্মকর্তারা। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, কলকাতার ঠিকানার পাশাপাশি অন্য একাধিক ঠিকানায় তাঁর ভোটার কার্ড আছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে এখন চলছে এসআইআর;অর্থাৎ বিশেষ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া। অক্টোবরের শেষের দিকে বাংলা-সহ ১২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এস আই আর ঘোষণা করেছে কমিশন। নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে ফর্ম বিলি। আগামী ১৬ তারিখ প্রকাশিত হবে খসড়া তালিকা। মূল তালিকা প্রকাশ হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। এই হঠাৎ এসআইআর শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েই রাজ্যে তোলপাড় তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, বিজেপির নির্দেশেই নির্বাচন কমিশন আচমকা রাজ্যজুড়ে এসআইআর শুরু করেছে। তাঁর দাবি, পরিকল্পনামাফিক ভোটের আগে এই কার্যক্রম করে বিভ্রান্তি ও প্রশাসনিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনীতিও উত্তপ্ত হয়েছে।

পৌষমেলার স্টল বুকিংএ স্বচ্ছতা আনতে পদক্ষেপ গ্রহণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন ঃ শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠে ঐতিহ্য বাহী ১৮২ তম পৌষমেলা শুরু ২৩ ডিসেম্বর থেকে। পৌষমেলা চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অর্থাৎ মোট ছয় দিনের মেলা। তবে পুরোমাত্রায় স্বচ্ছতা আনতে এবারের মেলায় সম্পূর্ণ অন লাইনেই হবে পুরো প্লট বুকিং। বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সেরে এমনটাই জানালেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। পৌষমেলায় প্লট বুকিং নিয়ে প্রতি বছরই ভুড়ি ভুড়ি দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তাই এবার প্লট বুকিংয়ের পর যারা প্লট বুক করেছেন, তারাই পেয়েছেন কিনা ২২ ডিসেম্বর সরজমিনে দেখবে কমিটি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার স্টল বুকিং প্রক্রিয়া। প্রতি বছর মেলায় প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ভুড়ি ভুড়ি দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। একজন একের বেশি প্লট বুক করে অন্যকে চড়া দরে বিক্রি করে, কেউ অন্যের প্লট দখল করে নেয়। এমনই অভিযোগ ওঠে প্রতিবছর মেলা নিয়ে। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই এই দুর্নীতি বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠে বর্তমান উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। তাই এবার পৌষমেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি রুখতে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে কমিটি গঠন করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এদিন, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে এই বৈঠকে ছিলেন কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিকেরা। ছিলেন শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার ও সদস্য কালীকারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের তরফে ছিলেন, রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, বোলপুর মহকুমা শাসক অনিমেষকান্তি মান্না, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ সহ বিদ্যুৎ বিভাগের, দমকল বিভাগের, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকেরা। বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায়, বোলপুরে এসডিপিও রিকি আগরওয়াল সহ বোলপুর থানার আইসি, শান্তিনিকেতন থানার ওসি প্রমুখ। ভার্চুয়ালি বৈঠকে ছিলেন বীরভূম জেলা শাসক ধবল জৈন ও জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। বৈঠকে পৌষমেলা নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন, পৌষমেলার সম্পূর্ণ অন লাইনে প্লট বুকিং হবে। ২০২৪ সালে যারা মেলায় স্টল করেছিলেন তারা অগ্রাধিকার পাবেন। ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর তারা প্লট বুক করতে পারবেন। এছাড়া নতুন ও যে কেউ প্লট বুকিং এর ক্ষেত্রে পৃথক দিন ধার্য হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর সবার জন্য অনলাইন বুকিং সাইট খুলে দেওয়া হবে। প্লট বুকিংয়ের ফীজ গত বারের মত একই থাকছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলার রায়ে একাধিক দূষণ বিধি বেঁধে দিয়েছে পরিবেশ আদালত। তাই ২৮ ডিসেম্বরে পর কোন ভাবে মেলা রাখা যাবে না। পাশাপাশি প্রশাসনের সহযোগিতায় ২২ ডিসেম্বর থেকে প্লট বুকিংয়ের দুর্নীতি রুখতে তৈরি কমিটি মাঠে প্রদক্ষিণ করবে। পরিবেশ দূষণ রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বলে সূত্রের খবর। বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, 'কোন রকম কালোবাজারি চলবে না। একদম। অনলাইনে বুকিং হবে। ২০২৪ সালে যারা মেলায় স্টল করেছিলেন তারা ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর অনলাইনে প্লট বুক করতে পারবেন। ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাকিরা সকলেই অনলাইনে প্লট বুক করতে পারবেন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতেও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।' রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'প্রতি বছরের মত বীরভূম জেলা প্রশাসন সুষ্ঠমত পৌষমেলা করতে সব রকম সহযোগিতা করবে। বিশ্বভারতী যা যা সহযোগিতা চেয়েছে সব পাবে। ৬ দিনের মেলা হবে, অন লাইনে প্লট বুক হবে এটা ঠিক হয়েছে।' বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, 'এই মেলা আন্তর্জাতিক স্তরের মেলা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। জেলা পরিষদের তরফে মেলার জন্য যাবতীয় সহযোগিতা করবো আমরা। বিশ্বভারতীর প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সংবেদনশীল। তাই আমরা মেলার আয়োজনে বাড়তি নজর দিচ্ছি।' অতিরিক্ত বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মেলায় সর্বক্ষণের পুলিশ ক্যাম্প থাকবে। নিরাপত্তার জন্য সাদা পোষাকের পুলিশ, মহিলা পুলিশ, সার্ভিল্যান্স টিম, সিসি ক্যামেরা, ওয়াচ টাওয়ার প্রভৃতি থাকবে। ট্রাফিক সিস্টেমেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

নাবালিকার যৌন সম্মতি আইনগত নয়; পকসো মামলায় কঠোর পর্যবেক্ষণ হাই কোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর সম্মতি কখনওই আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; পকসো আইনের প্রেক্ষিতে এমনই কড়া ও স্পষ্ট বার্তা দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ঘটনার সূত্রপাত বহু বছর আগের। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে এক নাবালিকা এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সেসময় নাবালিকার বয়স ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। অভিযোগ, ২০১৬ সালে প্রেমিকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় সে। কিন্তু মেয়েটি দাবি করেছে, সম্পর্ক থাকার পরও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে অভিযুক্ত যুবক। বারবার আপত্তি জানিয়েও সে রেহাই পায়নি বলে অভিযোগ। বারংবার ঘনিষ্ঠতার ফলে কিছুদিন পর নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। অভিযোগ আরও গুরুতর হয় যখন জানা যায়, গর্ভধারণের বিষয়টি সামনে আসতেই অভিযুক্ত যুবক পিতৃত্ব অস্বীকার করে। এরপরই পরিবারের লোকজন নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে নারকেলডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পকসো ধারায় মামলা রুজু হয় এবং তদন্তের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তবে এই রায়ের বিরুদ্ধেই হাই কোর্টে আবেদন করে দোষী যুবক। তার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নাবালিকার বয়স সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে এবং প্রেমের সম্পর্কের ভিত্তিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল, তাই সেটিকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। এই মামলার শুনানি চলছিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চে। নথিপত্র, বয়ান, চিকিৎসা নথি এবং ডিএনএ রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়; যদি নির্যাতিতার বয়ান ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে সেটাই পর্যাপ্ত প্রমাণ, অতিরিক্ত কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। আদালতের মতে, ডিএনএ রিপোর্টে অভিযুক্তকেই সন্তানের পিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা মামলার দায় আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। সেখানেই বিচারপতি আরও বলেন, 'প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও যৌনতায় সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা। দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।' এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বেঞ্চ নিম্ন আদালতের যাবজ্জীবন সাজাই বহাল রাখে। শুধু সাজার বিষয়েই নয়, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও কড়া নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে নাবালিকাকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিতে হবে। পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আরও ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছে। এমনকি অভিযুক্ত যদি জামিনেও মুক্ত হয়ে থাকে, তাহলেও তাঁকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে হবে; এমনও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid in manual/Non-ERP system for the following works:

(1) NIT No. : APAS/103/150/173/01/023/25-26
Name of the work: **Renovation of drain at 9D, 56 Modern Park and surrounding areas, in Ward No.-103.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,93,403.75.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Time of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : APAS/103/150/177/03/024/25-26
Name of the work: **Renovation of road with underground facility & allied works at Khudiram Bose Road, & Canal North Road, Kabi Sukanta Road, in Ward No.-103.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,88,820.09.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Time of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : APAS/103/150/173/03/022/25-26
Name of the work: **Maintenance of drainage system by desilting at 2nd Street Modern Park and surrounding area, in Ward No.-103.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,47,877.21.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : APAS/104/150/86/02/023/25-26
Name of the work: **Improvement of road in front of 7B Rajkrishna Pal Lane, in Ward No.-104.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,36,956.70.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Time of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : APAS/104/150/72/03/021/25-26
Name of the work: **Development of drain by installing new catch pit to avoid water logging at Raj Krishna Pal Lane (10/3 R.K. Pal Lane) and surrounding areas, in Ward No.-104.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,95,563.39.** Earnest money: ₹ **5,950.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.12.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** Date and time of opening of bid: **22.12.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/049/25-26/2nd Call
Name of the work: **Development of C.C. road at Chakramnagar near Premises No.-100/130/1 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,98,687.29.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **06.01.2026 - 12 Noon.** The tender will be opened on: **08.01.2026 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.12.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/26/2025-2026
Name of the work: **Development of footpath at Chitpur surroundings in Ward No.-41, under Borough-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,48,504.32.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **28 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/APAS/220/2025-2026
Name of the work: **Repairing of paver block footpath at 171 M.G. Road (PS220) with allied area etc. in Ward No.-042.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,96,147.21.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of submission of bid: **08.01.2026 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **10.01.2026 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/35/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of sewer and allied works at 225/H/95, Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **3,99,669.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/53/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Uttaran passage at 110, Ultadanga Main Road and its surrounding areas in Ward No.-14, BR-III.** Estimated cost: ₹ **3,98,454.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/36/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of sewer and allied works at 225/H/252, Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost: ₹ **1,99,490.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/53/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of sewer at 162 B.M. Road, 12/H/10 K. Bose Lane in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,45,812.00.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/54/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of passage at 162 B.M. Road, 12/H/10 and adjacent area in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,331.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.12.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3) and 18.12.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 4 & 5).** Date and time of opening of tender: **22.12.2025 on or after up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3) and 20.12.2025 after 12 Noon (For Sl. No. 4 & 5).** The bid forms and other details shall be available on and from **12.12.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3) and 09.12.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 4 & 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/34/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of drainage system and allied works near 148F Kankulia Road etc. in Ward No.-90 under BR-VIII, KMC.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,56,564.10.** Earnest money: ₹ **5,150.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/21/2025-2026/D
Name of the work: **Repairing of asphaltum, I.P.S. surface to be disturbed by Water Supply Department near 3 Kankulia Road (Uttaran) in Ward No.-68.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,57,014.60.** Earnest money: ₹ **7,200.00.** Period of completion: **70 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/034/2025-2026/R
Name of the work: **Development of footpath, road surfaces to reduce road dust near crossing of Rash Behari Avenue to Dwarik Ganguly Street etc. in Ward No.-083, BR-VIII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,722.21.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/54/2025-2026/UTTARAN
Name of the work: **Repairing of disturbed paver block, asphaltum surfaces at 24 Panchanantala & other Uttaran Areas in Ward No.-90 disturbed by Water Supply Department.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,794.11.** Earnest money: ₹ **5,050.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **08.01.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1) and 07.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 4).** Date of opening of tender: **10.01.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1) and 09.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2025 (9 A.M.) (For Sl. No. 1) and 19.12.2025 (9 A.M.) (For Sl. No. 2 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/162/2
Name of the work: **Repairing of drainage system at 24 Kustia Road, 37, 37B Tiljala Masjid Bari Lane and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,670.39.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/198/1
Name of the work: **Improvement of passage by laying cement concrete at 1/1/H/8, Dehi Srirampur Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,862.38.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/209/2
Name of the work: **Improvement of drainage system and passage at 31, Gobra Gorosthan Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,674.54.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/249/2
Name of the work: **Enlargement of sewer and improvement of passage at 42C/H/4, Tiljala Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,99,589.88.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/133/2
Name of the work: **Repairing of bathroom at 20D Tiljala Road, 20F Tiljala Road and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,882.53.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/203/1
Name of the work: **Improvement of drainage system and passage at 4/D, Gobra Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,49,844.04.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/204/1
Name of the work: **Improvement of drainage system and passage at 37/5, Dr. Suresh Sarkar Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,49,894.65.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/133/3
Name of the work: **Repairing of drainage system at 20D, 20F Tiljala Road and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,454.04.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/134/2
Name of the work: **Improvement of passage at 45, 54 Tiljala Road and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,577.32.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/VII/65/APAS/1/161/160/1
Name of the work: **Improvement of drainage line and restoration work at 45/H Tiljala Masjid Bari Lane and surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,49,808.98.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **19.12.2025 up to 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 10).** Tender will be opened on: **22.12.2025 at 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 1 to 10).**

(1676/25-26)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১২ সংখ্যা, শুক্রবার ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বিপ্লবী জ্যোতিষ চন্দ্র পাল

ভারত মাকে ইংরেজদের শিকল থেকে মুক্ত করার স্বপ্নে যখন অগণিত তরুণ বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছিলেন, তখন তাদেরই একজন ছিলেন বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র পাল ; যাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় আজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রথম স্তরের শেষে যেন বুকের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দেয় সেই পরিচয। নদিয়া জেলার কমলাপুরে জন্ম তাঁর। পিতা মাধবচন্দ্র পাল। বাঘা যতীনের দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভীক, অনমনীয়, অথচ খুব পরিচিত নন আজকের প্রজন্মের কাছে। তাঁর শৈশবের কথা, শিক্ষার কথা, সংসারের কথা ইতিহাস খুব বেশি সংরক্ষণ করে রাখেনি। কিন্তু বুড়ি বালামের তীরে সেই অসম যুদ্ধ তাঁকে চিরকালের জন্য আলাদা করে রেখেছে। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য উড়িষ্যার বালেশ্বর উপকূলে জার্মান জাহাজ ক্ষ্মম্যাভেরিকক্ষ্ম থেকে গোলাবারুদ আনতে তিনি নিজের জীবনকেই সমর্পণ করেছিলেন। সেদিন গভীর রাতে বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতিষচন্দ্র পাল; সকলেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালাচ্ছেন। চারদিকে তল্লাশি, পথ রুদ্ধ। স্থানীয় মানুষ বিপ্লবীদের চেনেনা, ডাকাত ভেবে শত্রুতা করছে। নিঃস্তব্ধ রাত, কাঁপা অন্ধকার পেরিয়ে পাঁচজন ফিরে এলেন মহলডিহার সাময়িক আস্তানায়; ৭ই সেপ্টেম্বর, বিপন্ন এক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। ৮ই সেপ্টেম্বর কাটল গভীর জঙ্গলে। রাতভর নদী, খাল, বিল পেরিয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর ভোরে পৌঁছলেন বালেশ্বরের বলরামগড়িতে বুড়িবালাম নদীর উপকূলে। ওদিকে খবর পৌঁছে গেছে থানায়। ইংরেজ বাহিনী ইতিমধ্যে দুই দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। শেষ আশ্রয়; নদী সাঁতরে ওপারে শুকনো এক ডোবার আড়াল। তারপর নেমে এল সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। বিপরীত দিকে চার্লস টেগার্ট, কম্যান্ডার রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি আর অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য। আর এদিকে কেবল পাঁচজন বিপ্লবী, হাতে মাউজার পিস্তল। মনে হচ্ছিল মৃত্যুকেও যেন তারা তুচ্ছ করে দিয়েছে। শুরু হলো দুই দিক থেকে গুলিবর্ষণ। পাঁচজনের গুলির শব্দে মনে হচ্ছিল যেন একটা পুরো সেনাদল লড়াই করছে। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে বিদ্ধ করল চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে। বন্ধু জলে ছটফট করছে, চোখে নিভে যাচ্ছে আলো; তাই বাঘা যতীন আত্মসমর্পণ করলেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ের ভাষা এইটাও; সঙ্গীর পিপাসা মেটাতে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করা। চিত্তপ্রিয় সেদিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাঘা যতীনও পরের দিন হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। বাকিদের গ্রেফতার করা হলো। ১৬ই অক্টোবর ১৯১৫; মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পেলেন প্রাণদণ্ড। জ্যোতিষচন্দ্র পাল পেলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তারপর শুরু হলো আরেক অন্ধকার অধ্যায়। আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁকে কুঠরিতে আটকে রাখা হলো। অত্যাচার, নির্যাতন, একাকীত্ব; সব মিলিয়ে তাঁর মন আর শরীর দুটোই ভেঙে পড়তে লাগল। দিন-রাতের কোন ঠিক নেই, আলো-অন্ধকারের কোন সীমা নেই; শুধু কান্নাহীন এক দীর্ঘ তাড়না। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক জীবনবোধ হারিয়ে যেতে থাকল, নেমে এল মানসিক অস্থিরতা। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমে। ১৯২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর এই অসাধারণ বিপ্লবীর জীবনাবসান ঘটে নীরব, অগোচরে। আজ আমাদের স্বাধীনতার আকাশ যত উজ্জ্বল, তত ছায়া ফেলে হাজারো নামহীন দুঃখের গল্প। আমরা কতজন মনে রাখি এই নামটি? কতজন জানি তাঁর ত্যাগ, তাঁর নীরব যন্ত্রণার গল্প? ইতিহাস হয়তো তাঁর নামের পাশে স্বর্ণাক্ষরে কিছু লিখে রেখে যায়নি, কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে তিনি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন।

অভিনেতা কমল মিত্র

কমল মিত্র ছিলেন একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট বাঙালি অভিনেতা যিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ৯০ টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দর্শক ও বোদ্ধা মহলে প্রচুর প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছেন। ছবি বিশ্বাস এবং পাহাড়ী সান্যাল সহ তিনি বাংলা সাদা-কালো পর্দায় ৫০ এবং ৬০ এর দশকে অধিকাংশ মধ্য বয়স্ক চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিলেনপ্রকৃতপক্ষে, তার সফলতা ৭০ দশকেও একইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও তিনি উত্তম কুমার এবং তনুজা অভিনীত, ১৯৬৩ সালের জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্র দেয়া নেয়াতে, বি.কে.আর. এর ভূমিকার জন্য স্মরণীয়। প্রখ্যাত কমল মিত্র বিশিষ্ট পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনীতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। মথুরা এবং ভগবান কৃষ্ণের মাতুলকে নিয়ে চলচ্চিত্র কংসতে, তার ক্ষ্মকংসক্ষ্ম এর চরিত্রে অভিনয়, একটি কিংবদন্তি নেতিবাচক চরিত্রে, একজন অভিনেতা দ্বারা সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স হিসাবে গণ্য করা হয়। এই চলচ্চিত্রে তিনি মূল চরিত্রের অন্তরের বেদনা ও বাহ্যিক ক্রোধ ফুটিয়ে তুলেছেন যা আজও অতুলনীয় হয়ে রয়ে গেছে। তিনি চলচ্চিত্র কর্মজীবনের শুরুতে সমান দক্ষ ছিলেন, মহিষাসুর বধের চরিত্রে ক্ষ্মমহিষাসুরক্ষ্ম চরিত্রে অভিনয় করেন। আত্মোতসর্গ, ভক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্তসরূপ তাকে স্মরণ ও সম্মান করা হয়। লৌহ কপাট জরাসন্ধের গল্প তপন সিনহার পরিচালনায় ক্ষ্মবদর মুন্সিক্ষ্ম তে তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে; তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিজের জন্য চিরস্থায়ী স্থান তৈরি করেন। কমল মিত্রের জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯১২ সালে, বর্ধমানে।।তাদের আদিনিবাস বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুর। কমল মিত্র অনেক থিয়েটার এবং যাত্রায় (প্রায় ত্রিশটি) অভিনয় করেন। মঞ্চ এবং পর্দাতে তার অনেক শক্তিশালী অভিনয়ের গুণগত বৈশিষ্ট্যটি তার নিয়মশৃঙ্খলা থেকে এসেছিল। কমল মিত্র বর্ধমানের খ্যাতনামা মিত্র পরিবারের একজন সদস্য।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

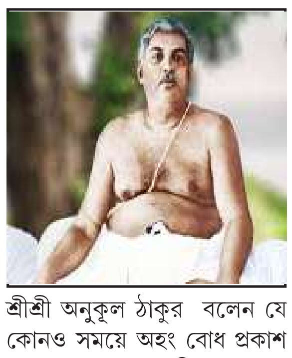

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তিই অভয় শক্তি।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

শতবর্ষের আলোকে ধর্মাঙ্কুর সভার নব রূপকার পণ্ডিত ধর্মপাল মহাথের আধুনিক মূল্যায়ন

অমলেন্দু চৌধুরী

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র বিকাশের জন্য সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়ের জীবন ও কর্মে প্রচুর গঠনমূলক দিক ছিল। তিনি সত্য,শান্তি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর ১০০তম জন্মবার্ষিকীর সন্ধিক্ষণে, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া (ভান্তে সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ২০০২ সালে নামে ক্ষ্মঅফ

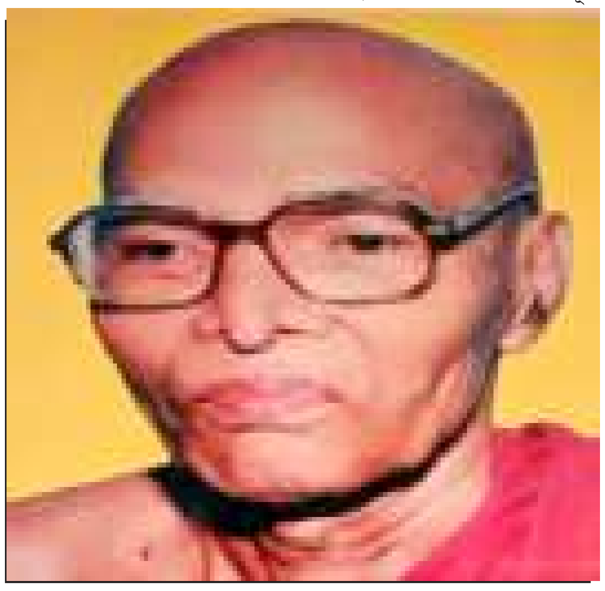

ইন্ডিয়াক্ষ্ম যুক্ত করেছিলেন) তাঁর আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান এই বৌদ্ধ সংগঠনের সাথে তাঁর নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ এবং অবিচ্ছিন্ন সংযোগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে শততম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে।

ধর্মপাল মহাথের ১৯২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব বাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম জেলার রামু গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁর শৈশবকাল ছিল গান্ধী যুগে সামাজিক শিকড় সহ সাংস্কৃতিক জাগরণের সঙ্গে যুক্ত। স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল সক্রিয় সেই সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠা। ধর্মপাল মহাথের হলেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় প্রজন্মের একজন। প্রথম হলেন মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু পুন্নাচার (চন্দ্রমোহন) মহাস্থবির এবং দ্বিতীয়জন, সকল মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬)। ইতিহাসের কোনও এক অভিসন্ধি কালে কৃপাশরণ ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে বছর চট্টগ্রামে উনিশ শতকের বৌদ্ধধর্মের মশালবাহক পুন্নাচার মহাস্থবির বৌদ্ধধর্মের যাত্রাপথে ম্যারাথন সম্পন্ন করেছিলেন। নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কষ্টের মুখোমুখি হয়ে। সেই ধারার মশালবাহক কৃপাশরণের যাত্রার একদম শেষে লগ্নে (১৯২৬ এর ৩০ এপ্রিল)মাত্র চার মাস পূর্বে ধর্মপাল ১৯২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এতে কর্ম ও পুনর্জন্মের দর্শনের একটি রহস্যময় ধারাবাহিকতা রয়েছে। যার উপর থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক স্তম্ভগুলি অদম্য শক্তি এবং স্থায়ী মূল্যবোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে, ১৯২৫ সালে ধর্মপালের জন্ম তাঁর উত্তরাধিকার, মশাল বহন করে, যাঁরা বাংলার মাটিতে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণের বীজ বপন করে গেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরী অগ্রগণ্য কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির, ঠিক যেন শেষ থেকে শুরু --'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা--. তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা।'

ধর্মপাল ১৯৩৮ সালে শ্রমণ রূপে প্রবজ্জ্যা গ্রহণ করেন কিউংগ্রি বিহারে(যেটি মৌলবাদীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে ২০১২ সালে) যা বিরল কাঠের টুকরো দিয়ে নির্মিত বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার হিসেবে বিবেচিত হত। এটি রামু কক্সবাজার মহকুমায় অবস্থিত ছিল। প ১৯৪৪ সালে, ছয় বছরের সম্পূর্ণ শ্রমণ্যধর্ম পালনের পর, ধর্মপাল তাঁর গুরু মহাযোগী জ্ঞানেশ্বর মহাস্থবিরের কাছ থেকে উপসম্পদা লাভ করেন, যাকে তিনি একজন গুরু এবং পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। । ।

মহান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় ধর্মপাল ভিক্ষু আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের স্বাধীনতা-পরবর্তী সংকটের ফলে জনসাধারণের দুর্দশার কারণে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের অবস্থা তখন কঠিন সময় পার করছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর জন্য ধর্মাঙ্কুর বিহারের ছিল বিরাট আশা এবং আকাঙ্ক্ষা।

১৯৫৬ সালে এই মহান সুযোগের পরপরই, যে বছর সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে 'বুদ্ধজয়ন্তী ২৫০০ বছর' উদযাপন করা হচ্ছিল। তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'বৌদ্ধধর্মের ২৫০০ বছর' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। একই বছর, তিনি কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রাঙ্গণে 'বুদ্ধজয়ন্তী ২৫০০ বছর উদযাপন' ক্ষ্মক্ষ্মশীর্ষক একটি সেমিনারেরও আহ্বান করেছিলেন যেখানে ১৪তম বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা, পাঞ্চেন লামা, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঞ্জ বিধান চন্দ রায় সহ ভারতের ও বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে বিশিষ্ট বৌদ্ধ পত্রিকা জগজ্জ্যোতি নতুন উদ্ভূত সংকটের কারণে পিছিয়ে ছিল পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য ছিল। তাই ১৯৫০ সালে, ধর্মপাল ভিক্ষু দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসেবে এর প্রকাশনা শুরু করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর অধীনে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

১৯৬৫ সালে সভার প্রতিষ্ঠিতা কর্মেযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় তিনি বিহার সম্পাদক রূপে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন এবং তত্ত্বাবধান করেছিলেন বিচারপতি ডঞ্জ রাম প্রসাদ মুখার্জী (স্যার অশুতোষের পুত্র) তৎকালীন সভার সভাপতি। ধর্মপাল মহাথের আর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি ২রা এপ্রিল ১৯৬৭ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রাঙ্গণে কৃপাশরণ কন্টিনেন্টাল ইনস্টিটিউশন নামক ইংরেজি মাধ্যমের শিশু বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে বৌদ্ধ শিক্ষার একটি আদর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, ১৯৭০ সালে বিহার সরকার ধর্মপাল মহাথেরকে বোধগয়া মন্দির উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করে।১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশ গঠিত হয়। তখন অনেক মানুষ শরণার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল এবং অন্যদিকে স্বাধীনতার আনন্দ উল্লাস ছিল।

১৯৭১ সালের আগস্টে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজ উদ্দিনের সাথে দেখা করতে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গকারী বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু - পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ১০০০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রচার করেন। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০ তম জন্ম উৎসবে ভান্তে প্রধান অতিথির রূপে অংশগ্রহণ করেন।উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। ১৯৮৮ সালে ড. বেনীমাধব বড়ুয়া জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। ড. বি. এম. বড়ুয়া জন্মশতবর্ষ সংখ্যা যার সম্পাদনা করেন আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। তাঁর প্রচেষ্টায় ধর্মাঙ্কুরে নিওয়ানো ফ্রি মেডিকেল সেন্টার নামে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের সেবা স্থাপন করেন। জাপানের রেভারেন্ড নিক্কো নিওয়ানো এবং রিসো কোসা কাই এর আর্থিক সহায়তা দিতেন।

১৯৯০ সালে কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত করেন এবং জগজ্জ্যোতি বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনা করেন হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী।

১৯৯৭ সালে জগজ্জ্যোতি প্রকাশনার একটি যুগান্তকারী সম্পাদনা সম্রাট অশোকের ২৩০০ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ক্ষ্মআশোকা ২৩০০ক্ষ্ম একটি বিশেষ সংখ্যা যা অক্লান্ত এবং দক্ষ সম্পাদক হিসাবে এক্ষেত্রে আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

১৯৯৮ সালে সভার রাজগীর শাখা সপ্তপর্ণী বিহার এবং তপোদা ধ্যান কেন্দ্র বহু পরিশ্রমে একটি সুবিশাল প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর একক প্রচেষ্টা এবং তাঁর জাপানী শিষ্য রেভারেন্ড কাজুহারু শাকাশিতা এবং তাঁর বন্ধু রেভারেন্ড নোরিও ইয়ামামোতোর সম্পুর্ন সহায়তায় এই কর্মে তাঁর যোগ্য সহযোগী ছিলেন আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী।

এই সময় কার্গিল যুদ্ধের শহীদের জন্য ২৫,০০০ টাকার চেক এবং উড়িষ্যার ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য তিনি সভার পক্ষ থেকে ১০,০০০ টাকার চেক দেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হাতে। ২০০০সালে তিনি অখিল ভারতীয় ভিক্ষু সংঘ-এর সংঘনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ক্ষ্মসদ্ধর্ম রত্নমলাক্ষ্ম ও ক্ষ্মজাতক নিদানক্ষ্ম দুটি মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

২০০৯ সালে ১৪ মার্চ শনিবার সকাল ১১.১৫ মিনিট কর্মবীর ধর্মপাল মহাথের ইহজাগত ত্যাগ করে নির্বানলাভের পথে গমন করেন।

নালন্দা পার্কে বিশাল অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাবেশ আয়োজন করা হয়। বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে কলকাতার মহাশ্মশানে ভদন্তের শেষকৃত্য সম্পাদন হয়। সারা জীবন তিনি বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির প্রচারক।

(লেখক পরিচিতি ঃ সাধারণ সম্পাদক, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া)

নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ রেলের রোজনামচায় 'দিলখুশ'

রিয়া পোদ্দার নবদ্বীপ

'দিলখুশ' নরম গরম ট্রেনের রোজনামচা। আগে ভদ্রমহিলা খুব ভালোবাসতেন এই দিশখুশ আর গুড় বাদাম, আমাগো বাড়িতে যে কেউ ট্রেনে গেলে মনে করে মামের জন্য এই দুটো জিনিস নিয়ে আসতো এখন আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতে হয। ধরা ছোঁয়ায় বাহুডোরে বাঁধা দেননা তিনি,মনডোরে তার নিত্য আনা গোনা। ফল না খাওয়া ভদ্রমহিলার পোদ্দার বাড়িতে এগুলোতে একটু বেশি যত্ন খাতির সবার কাছে। সবাই মজা করে বলতো ও তো ফল খায় না তাই,ফল খায় না বললে ভুল হবে সব ফল বা ফলের ছোঁয়া খেতো না ভদ্রমহিলা। নারকেল, কলা,তালশাস এই তিনটে বাদে সব বাদ তার খাদ্য তালিকা থেকে। নিজের কাকার কাছে এক টুকরো আম মুখে তোলার বদলে সোনার হার উপহার পাওয়ার লোভটা তাকে টলাতে পারেনি মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত। সেই ভাবেই চলে যাওয়া অনন্তে ফল বিহীন জীবন, স্যালাড বা কোন প্রকার লেবু খেতেন না। লোভ নামক ইন্দ্রিয় শক্তি তার অভিধানে কোন কালে ছিল না বলেই হয়তো খুব কাছের মানুষ ভালোবাসা ভালোমানুষীর সুযোগটা সুচারু ভাবে ঠকিয়ে কাজে লাগাতে সফল হতে পেরেছে। বিনামূল্যে অভিশাপ বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস এর বদলে ক্ষমা আর ভালোবাসা বিলিয়ে চলে গেল অনন্তে, আক্ষেপ নেই চলে যাওয়ার সময় কারো কাছে কোনদিন দাবী, নিজের টুকু বুঝে নেওয়ার অভিলাষ ছিল না কস্মিনকালেও বলতো নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যেটুকু পারবি করবি সবাইকে, লোকের ভরসায় না নিজের স্বাবলম্বী হয়ে। উওরাধীর সূত্রে তোকে তোর ন্যার্য প্রাপ্য থেকে কেউ অসৎ ভাবে ঠকিয়ে বঞ্চিত করে সেটা তার অভিরুচি।দিনের শেষে নিজের কাছে নিজে স্বচ্ছ থাকার অনাবিল আনন্দ এর কাছে কিছু নেই,তা ঈশ্বরের. আশীর্বাদ। জীবনের পাঠ দিয়েছে গল্প কথার অছিলায়, সেদিন শ্রাদ্ধ বাসরে হাজির হয়েছিলেন তার ছোটবেলার বান্ধবীদের দল চোখে জল আমার জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ আর স্মৃতির ঝাঁপি নিয়ে। নবদ্বীপের বিখ্যাত চৌধুরী বাড়ির একমাত্র কন্যাকে তার বন্ধুদের চোখ দিয়ে দেখলাম সেদিন। নবদ্বীপ তারা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর বিজ্ঞান বিভাগের কৃতি ছাত্রীদের দল তারা ১৯৮৫ ব্যাচ, বেশীরভাগ জন শিক্ষিকা অধ্যাপিকা থেকে ভারতের বিজ্ঞানী কখনো মামের মতো হ্যাপি হাউজ ওয়াইফ। তবে তাদের গুন সম্পর্কে বলা আমার ধৃষ্টতা। তারা যেমন সুন্দরী তেমনি গুণী মানুষ সে সময় এর। প্রথমে এসেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী সুপ্তি মাসীমণি পেশায় স্কুল শিক্ষিকা, স্কুল যাওয়ার আগে মেসো মশাই কে সাথে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে, তখন ও শ্রাদ্ধ বাসর সাজানো চলছে, প্রিয় বন্ধুকে শেষ শ্রদ্ধা। চোখের জলে বললেন জানিস মামনি তোর মা ছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবথেকে হাসিখুশি সহজ সরল,এত বড়লোক বাড়ির মেয়ে, আমাদের সাথে অনায়াসে এমন ভাবে মিশে থাকতো কেউ আলাদা করতে পারতো না। অসম্ভব পড়াশোনা ভালোবাসা মানুষ আর সব সময় হাসি মুখে লেগে থাকতো। বলতে দ্বিধা নেই সে সময় ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের মতো পরিবারের মেয়েদের বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয় কিন্তু ও নিজে আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল, ওদের বাড়ির প্রতিটা মানুষ ছিলেন অমায়িক তার প্রতিচ্ছবি রুমা। সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন ওর মা ওরফে বৌমা আর ওর ছোটপিসি,একজন শাড়ি পড়িয়ে খাইয়ে দিত স্কুল যাওয়ার আগে আরেকজন জুতোর ফিতেটা পর্যন্ত বেঁধে দিতো তবুও ওকে কোনদিন কাজ করতে তো দূরস্থ হাতে করে কদিন খেয়েছে বিয়ের আগে গুনে বলতে পারবে। কিন্তু বিয়ের পর তোদের বাড়িতে এসে নিজেকে ঠিক তোদের বাড়ির ছাঁচে ফেলে একাকার করে নিয়েছিল, তোর ঠাম্মা দাদুর নয়নমণি ছিল বড় বৌমা। এতো গেল সুপ্তি মাসীমণির কথা অন্যদিকে পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী মধুমিতা মাসীমণি স্বশরীরে কল্যানী থেকে হাজির হতে না পারলেও ফোনে খবর নিতেন প্রায়ই। একদিন লিখলেন জানিস মামনি তোর মা খুব পড়াশোনা ভালোবাসতো, পরীক্ষার আগে পড়ে পড়ে রাত জেগে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলতো আর হাসতে হাসতে লাল হয়ে যেত,হাসি সব সময় মুখে লেগে থাকতো তার। সে হয়তো এখনো হাসে আমাদের অলক্ষ্যে মাসীমণি রা বা আমি দেখতে পাই না। তবে মামের স্বভাবের জন্য হয়তো আমার দিদাই দক্ষ কারিগর,সে হয়তো খাতায় কলমে তার জন্মদাত্রী নয়। লোকে হয়তো বলবেন সৎ মা। তবে যারা ওনাকে কাছ থেকে দেখেছেন বা সাহচর্য পেয়েছেন তারাই জানেন উনি কি ধাতুতে গড়া। দিদার যখন বড়দাদুর সঙ্গে বিয়ে হয় তখন আমার দিদা অর্থাৎ মাম মামার জন্মদাত্রী গত হয়েছেন ছয় মাস।মামা এক বছর ছয় মাস আর মাম পাঁচ পেড়িয়ে সবে ছয়। মাম ও মামার জন্য সিদ্ধেশ্বরী পাড়ার মাষ্টার বাড়ির থেকে বছর ২৩-২৪ বছরের একজন যুবতী কে আনা হয় মা হতে।মা কি এমনি এমনি হওয়া যায়, যায়না হয়তো আজ ও চৌধুরী বাড়ির দালানে যতটা দিদা এবাড়ির বৌ তার থেকেও বেশী তার পরিচয় রুমা বাবনের মা।

বিপ্লবীদের ডাকাত সন্দেহে পুলিশকে খবর দিল

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

নিকটে চলে যেতে বলেছিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল হতেই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মহকুমা হাকিম অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ডেনহাম ডেকে পাঠায়। ডেনহাম ছিল ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী বড়কর্তা। ডেনহামের সাথে বিহারের গোয়েন্দা বিভাগের ডি.আই.জি Royland ছিল। একজন স্থানীয় লোককে পাঠানো হয়েছিল বিদেশী বাবুরা আশ্রমে আছে কিনা জানতে। সে এসে বলল, সব ফাঁকা। তার কথা বিশ্বাস না করে তাদের নিজেদের লোক গেল। দেখল সব ফাঁকা। মনিবাবুকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি বললেন, এরা জঙ্গলের ঠিকাদারির কাজ করতে এসেছিল। এছাড়া তার সাথে তাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। এ সময় তারা কোথায় তা সে জানে না। বোর সাহেব সদলে আশ্রমে গেল। ইংরেজ সরকার গ্রামে গ্রামে প্রচার করে দিয়েছিল জার্মান ডাকাত এসেছে, স্বদেশী ডাকাত এসেছে, ধরিয়ে দিতে পারলে লোকপিছু দুইশো টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। গ্রামের লোক স্বদেশী ডাকাত বোঝে না। জার্মান বোমার ভয়ে তারা ভীত। তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। ডাকাত ধরার জন্য টাকা পাওয়ার লোভে।

আট তারিখে বিপ্লবীরা বিনা বাঁধায় বালেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে গেল। দেখলেন একটা ট্রেন অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে নিলেন। গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু অত লম্বা ট্রেনের অনুপাতে যাত্রী সংখ্যা ছিল নগণ্য। ঠিক সন্দেহ করলেন এই ট্রেনে তাদের ধরার জন্য পুলিশের লোক সাদা পোশাকে আগেই ভর্তি হয়ে আছে। পাঁচজনই গাড়ি থেকে নেমে এলেন। টিকিট ছিঁড়ে ফেললেন। আবার ফিরে চললেন শহর থেকে গ্রামের মেঠো পথে গ্রামের দিকে। হরিপুর গ্রামে এসে পড়লেন। তারপর বুড়িবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুর পৌঁছালেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদী পারের জন্য কোন নৌকা পাওয়া গেল না। একটি কাঠ বোঝাই নৌকার মাঝিকে অনুরোধ করায় সে এদের পার করে দেয়। তাদের জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে

লোকের মনে সন্দেহ হয়। দফাদারকে খবর দেয় যে, ডাকতদল জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। চারিদিকে রব উঠল, জার্মান ডাকাত দল এসেছে। দামুদ্রা গ্রামে তারা এসে পৌঁছালো। লোকজন তাদের ঘিরে পিছনে পিছনে আসতে থাকে। বিপ্লবীরা তাদের ফিরে যেতে বললেও তারা সে কথায় কান দেয়নি।

৯ই সেপ্টেম্বর পুস্কারের লোভে গ্রামের বৃদ্ধ রাজমহান্তি ও সুদানিগিরি সানে যেয়ে তাদের পথ আগলায়। মনোরঞ্জন গুলি করতে বাধ্য হয়। রাজমহান্তির মারা যায় আর সুদানি আহত হয়। লোকেরা পালায়। কিন্তু দূর থেকে অনুসরণ করতে থাকে। দফাদার বলেশ্বরে খবর দিতে যায়। হাজার হাজার টাকার লোভে গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে এসে তাদের ছেঁকে ধরলো। তাদের সরে যেতে ও চলে যেতে বলা হলো কিন্তু তারা লোভে পড়ে এদের কথা শুনলো না। মিষ্টি কথায়, অনুনয়-বিনয়, শুভেচ্ছা, সাবধান বাণী, দৃঢ়স্বরে সাবধান করা সবকিছু বিফল হলো। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরলো। নিমিষের মধ্যে যতীন্দ্র নাথের ধাক্কায় সে চিৎ হয়ে ধরাশায়ী হলো। অন্যরা এগিয়ে এসে বাকী দের ধরার জন্য চেঁচামেচি করতে লাগলো। সাহস করে কেউ আর কাছে এগুলো না। অতঃপর শেষবারের মতো সতর্ক বাণীতে সরে যাওয়া ব্যর্থ হলে মনোরঞ্জন গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে একজন নিহত ও বহু লোক আহত হয়।

ইতিমধ্যে গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়ে বালেশ্বরের আশেপাশে পুলিশ ছড়িয়ে পড়লো। বিপ্লবীদের দিন কাটছে একেবারে অর্ধাহারে, অনাহারে। এই তিন অবস্থায় খাদ্যের সন্ধানে মিলে ঘুরতে ঘুরতে জনমানবহীন বঙ্গোপসাগরের তীরে বুড়ী বালামের কাছাকাছি অগ্রসর হলেন। কাছেই একটি খাবারের দোকান ছিল। সঙ্গীদের নিয়ে সেখানেই খেতে বসেন বাঘা যতীন। পথশ্রমে সবাই তখন ক্লান্ত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। সেই সময় পুলিশ কমিশনার অত্যাচারী টেগার্ট রবার্ট পুলিশ বাহিনী নিয়ে কাছাকাছি অঞ্চলে ছিলেন। এদিকে এরা যে বিপ্লবী এই খবর দোকানি পাচার করে দিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট কয়েকজন রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে ছুটে যান সেই দোকানের দিকে। ওদিকে সদা সতর্ক বাঘা যতীনও তাদের বিপদ সম্পর্কে আঁচ করতে পারেন। কিন্তু তারা পালাবার চেষ্টা না করে মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এই দিন বুড়ী বালামের তীরে মরণজয়ী বিপ্লবীদের রক্তে পরিণত হয়েছিল রক্ততীর্থে। পুলিশ কমিশনার নিকটবর্তী হবার পূর্বেই একটা তপ্ত বুলেট তাঁর কানের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ সংকেত জানিয়ে দিল। গুলি ছুঁড়ছেন যতীন্দ্রনাথ। পুলিশও পাল্টা গুলি চালালো। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হলো। বিপ্লবীদের সামরিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। মাটির গর্তকে পরিখা রূপে ব্যবহার করে তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। বিপ্লবীদের অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের মুখে টেগার্টের বাহিনী বেশীক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধ বালেশ্বরের যুদ্ধ বা Balasore Trend Fight নামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে।

বিপ্লবীরা এই সুযোগে সাঁতরে নদী পার হয়ে গেল। কিন্তু তারা জানতেননা এক ছদ্মবেশী ভিখারী দারোগা তাদেরকে অনুসরণ করে চলছিল। সে নদী পার হয়ে একটা গাছের উপর উঠে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করতে লাগল। ছদ্মবেশী এই দারোগাটির নাম চিন্তামণি সাধু। বিপ্লবীরা বিরাট উঁই ঢিবির অন্তরালে আশ্রয় নিল। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের অবস্থান জানতে পেরে সেখানে এসে উপস্থিত হল ইংরেজ বাহিনী। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিলবি ও মিলিটারী লেফটেন্যান্ট রাদারফোর্ড তিনশত রাইফেলধারী চিত্তপ্রিয় চিরপ্রিয় দলনেতার কোলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জ্যোতিষ আহত হন। যতীন্দ্র নাথ গুরুতর আহত হয়ে হাসপতালে ভর্তি হয়ে মারা গেলেন। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বুড়িবালম বিখ্যাত হয়ে থাকলো।

পাঠকদের দরবার

শহিদ প্রফুল্ল চাকি

শঙ্করলাল কর্মকার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে নাম উচ্চারিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে আরেক তরতাজা কিশোর-বিপ্লবীর কথা, সেই নামটি;প্রফুল্ল চাকি। ক্ষুদিরামের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ছিলেন বাংলার এক দুর্দান্ত, নির্ভীক, সশস্ত্র বিপ্লবী; এক এমন চরিত্র, যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্বাধীনতার নামে অগ্নিশপথ। ১৮৮৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্ম প্রফুল্ল চাকির। পিতা রাজনারায়ণ চাকি;আদি নিবাস বগুড়ার বিহারগ্রাম। রংপুর স্কুলে ভর্তি হওয়া মাত্রই নিজের নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দেন তিনি। সহ পাঠীদের নিয়ে তৈরি করেন কুস্তির আখড়া। দিন কাটত কুস্তি, লাঠি খেলা, ছোরা এবং তরবারির অনুশীলনে। ছোটবেলাতেই যেন ভবিষ্যতের এক যোদ্ধার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল।

ভারতের সর্বত্র তখন স্বাধীনতার জোয়ার। গোপন সমিতি গড়ে উঠছে চারদিকে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রফুল্ল যোগ দেন বান্ধব সমিতিতে। রাতের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল হাঁটা;তাঁর কাছে ছিল সাধারণ ব্যাপার। কঠিন কাজ? তিনি হাসিমুখে সম্পন্ন করতেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় বিদ্যালয়। ছাত্রদের লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ শেখানোর গুরুদায়িত্ব পড়ল প্রফুল্লর উপর। তার কঠোর প্রশিক্ষণে তৈরি হয় দক্ষ লাঠিয়াল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ তরুণেরা। মানুষের সেবায় গড়ে তোলেন ত্রাণ কমিটি। একদিকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ, অন্যদিকে মানবিক সেবা;দুইয়েরই মেলবন্ধন ছিলেন প্রফুল্ল। ১৯০৬ সালের শেষ দিকে বিপ্লবী বারীন ঘোষের সঙ্গে দেখা। প্রথম দেখাতেই বারীন বুঝলেন;এই কিশোরের চোখে আগুন, মনে উদ্যম, রক্তে দেশপ্রেম। বারীনের ডাকে কলকাতায় এসে ওঠেন যুগান্তর কার্যালয়ে। এখান থেকেই তাঁর জীবনে শুরু হয় প্রকৃত বিপ্লবীর পথচলা। তখন আসামের ছোটলাট রামফিল্ড ফুলার;অত্যাচারী, নির্মম। তাকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রফুল্লকে। সাহসিকতায় আক্রমণ করেন ঠিকই, কিন্তু অল্পের জন্য ব্যর্থ হন। নাম বদলে মানিকতলার বোমা আড্ডায় লুকিয়ে থাকেন। গোপন সভা, অস্ত্র প্রশিক্ষণ;প্রতিটি কাজে তাঁর অদম্য নিষ্ঠা নজর কাড়ে সকলের।

১৯০৮;কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তখন বিপ্লবীদের রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিরপরাধ সুশীল সেনকে দণ্ড দেওয়ার ঘটনা আগুনে ঘি ছড়াল। তাকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে সরিয়ে মুজফ্ফরপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতার যোদ্ধাদের থামানো যায়নি। প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম ছদ্মবেশে মুজফ্ফরপুরে পৌঁছে প্রতিদিন নজর রাখতে থাকলেন। ৩০ এপ্রিল রাত সাড়ে আটটা;ক্লাবের গেট দিয়ে বেরোল এক ফিটন। দুজনের চোখে চোখ পড়ল;তারপর এক অগ্নিবিস্ফোরণ। দুই বিপ্লবীর মুখে তৃপ্তির হাসি; ভাবলেন, অবশেষে অত্যাচারীর পতন। কিন্তু ভাগ্য নিষ্ঠুর ছিল। গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না; মারা গেলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। এই দুর্ঘটনা ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়। বিস্ফোরণের পর দুজন দুদিকে ছুটলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ওয়াইনি স্টেশনে। প্রফুল্ল পৌঁছালেন সমস্তিপুরে। পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জী তাকে ধরতে এলে আত্মহত্যা করেন।

১৬ তারিখে অনেকের নাম বাদ থাকতে পারে, ঘাবড়াবেন না, আমরা আন্দোলন করে নাম তোলাবঃ অনুব্রত

দেবশ্রী মজুমদার, নলহাটি, ১১ ডিসেম্বর ঃ এস আই আর এন আর সি করে কিছুই করতে পারবে না। বিজেপি ভেবেছিলে, বাংলা থেকে ২ কোটি

ভোটার বাদ দিয়ে মমতাকে হারিয়ে দেবে। পারবে না। পশ্চিমবাংলায় এটা সম্ভব না। কারণ সবারই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে। এখানে কোন বাংলাদেশি নেই কোন রোহিঙ্গা নেই- তার পুরনো ফর্মে এভাবেই নলহাটি দুই ব্লকের কাঁটা গড়িয়া মোড় থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বীরভূমের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অনুব্রত মণ্ডল। এদিন তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি ২৩০ আসন নিয়ে ২৬ শে আবার ফিরবেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নলহাটি বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং হাসন বিধায়ক ডক্টর অশোক চট্টোপাধ্যায় জেলা তৃণমূল সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সভা মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, তোমরা আসামে ৫ লক্ষ মুসলিম ও ১৯ লক্ষ হিন্দুকে জেলে পাঠিয়েছো। এটা বাংলা। এখানে সবাইকে জেলে পাঠিয়ে ভোটে জিতে যাবে ভাবলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছো। বৃহস্পতিবার এই সভার শুরুতেই অনুব্রত মণ্ডল অঞ্চল সভাপতিদের কাছ থেকে ভোটার তালিকা মিলিয়ে কতজন এলাকাবাসী এসআইআর ফরম ফিলাপ করেছে তার হিসাব নিলেন বুথ সভাপতিদের কাছ থেকে। একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে তিনি জল মেপে নিলেন পুকুরে নামার আগে। অধিকাংশ বুধের হিসেবে দেখা গেল প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ পেশার র্ফম ফিলাপ করেছে। তিনি খোঁজ নিলেন কজন র্ফম ফিলাপ করেনি এবং তারা কোথায় আছে। এস আই আর কাজের নিরিখে নলহাটি ২ জেলায় প্রথম হতে পারে বলে দাবি করেন অনুব্রত।

কানাডার মহামান্য হাইকমিশনার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিদর্শন করলেন

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ভারতে নিযুক্ত কানাডার মহামান্য হাইকমিশনার মিঃ ক্রিস কুটার আজ অর্থাৎ ১১.১২.২০২৫ তারিখে হুগলি নদীর নীচ

দিয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। তিনি এবং কানাডা হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের একটি দল কেএমআরসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনুজ মিত্তাল, মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার সত্যকি নাথ এবং মেট্রো রেল ও কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য কর্মকর্তারা মহামান্য হাইকমিশনারের এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জলের তলার মেট্রোর ব্যবস্থা দেখে তিনি দৃশ্যতই সন্তুষ্ট হন। মেট্রো রেল ও কেএমআরসিএল-এর কর্মকর্তারা তাঁকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নির্মাণ পদ্ধতি যেমন টানেল বোরিং ইত্যাদি এবং এই জলের তলার মেট্রো প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় তারা যে প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে অবহিত করেন।

কৃষ্ণনগরের সভা থেকে জামালপুরে পথশ্রীর ছ'টি রাস্তার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর ঃ কৃষ্ণনগরের সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের রাস্তার উদ্বোধন করেন। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পথশ্রী প্রকল্পের ১৪ টি রাস্তার মধ্যে এদিন উদ্বোধন হয় ৬টি। চকদিঘী, পাড়াতল-১ ও ২, আবুজহাটি-১ ও ২ সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার উদ্বোধন হয়। চকদিঘী পঞ্চায়েতের বিবাদী সংঘ থেকে নতুনগ্রাম রাস্তাটির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থসারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা বাগ, উপপ্রধান পার্থ প্রতিম শেঠ, অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান প্রমুখ। বিডিও পার্থসারথী দে জানান, পথশ্রীতে মোট ১৪ টি রাস্তা রয়েছে, যার মধ্যে আজ ৬ টি উদ্বোধন হলো। এছাড়া এসআরডিএ ও জেলা পরিষদের আরও বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ চলেছে। প্রতিটি পঞ্চাযেতেই নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, মানুষের দাবির ভিত্তিতে রাস্তার কাজ ধরানো হয়েছিল, এবং কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটেছে। চকদিঘীর রাস্তাটিও অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল, নতুন করে তৈরি হওয়ায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। আগামী বছরে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে বাড়তি সুবিধা দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

Office of the Suti-I Panchayat Samity
Ahiran: Murshidabad

TENDER NOTICE

Executive Officer, Suti I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. NIT No:- 23/BEUP/2025/PS. under Rural Road BEUP, 58 Jangipur LAC, vide Memo No: 829 (38)/PS., Dated: 10.12.2025, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : 08.01.2026 upto 12.00 PM. Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti - I Panchayat Samity.

Sd/- Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran: Murshidabad

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at VYVK , Bidhannagar and Nataji Indoor Stadium, Kolkata and DhonoDhanyo Auditorium, Alipore In the month December, 2025 " **[Job No. KIT/RW/112 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-076/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **12.12.2025 up to 03.00 PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবহে পালিত হল মা সারদা দেবীর ১৭৩'তম শুভ জন্মতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর ঃ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবহে জলপাইগুড়িতে পালিত হল শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর ১৭৩'তম শুভ জন্মতিথি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্ত-অনুরাগীদের ঢল। পুষ্পস্তবক, ধূপধুনো আর মন্ত্রোচ্চারণে আশ্রমজুড়ে তৈরি হয় পবিত্র ও শান্তিময় পরিবেশ। আশ্রম সূত্রে জানা যায়, দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এদিন মা সারদা দেবীর তিথি পূজা সম্পন্ন হয়। সকাল থেকে শুরু হয় মঙ্গলারতি, বেদান্ত পাঠ, বিশেষ পূজা, মায়ের কথা পাঠ, হোম, লীলা গীতি, পুষ্পাঞ্জলি এবং শেষে প্রসাদ বিতরণ। ভোর থেকেই আশ্রমে উপস্থিত বহু ভক্ত স্বচক্ষে এই মহতি আয়োজনে শামিল হন। আজকের তিথি পূজার কর্মসূচি ভোরের মঙ্গলারতি দিয়ে সকাল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়। এরপর ভোর ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় বেদান্ত পাঠ। সকাল ৭টায় শুরু হয় বিশেষ পূজা এবং সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীমায়ের কথা পাঠ। তারপর সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয় লীলা গীতি এবং দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। পুষ্পাঞ্জলির পর দুপুর ১টায় প্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যায় ৬ টা

৩০ মিনিটে সন্ধ্যারতি, তার পর সন্ধ্যা ৭টায় মায়ের জীবনী ও বাণী নিয়ে আলোচনা এবং শেষে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভক্তিগীতি। আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিপুল ভক্তসমাগম লক্ষ্য করা গেছে। মা সারদার আদর্শ, ভালবাসা, নিঃস্বার্থতা ও মানবসেবার বাণী স্মরণ করে ভক্তরা দিনভর প্রার্থনা ও পূজা-অর্চনায় যোগ দিচ্ছেন। এই বিশেষ দিনে আশ্রম প্রাঙ্গণ যেন ভক্তির উজ্জ্বল আলোয় আধ্যাত্মিকতার উৎসবে পরিণত হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৩, তারিখ ১০.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/২৪/২৫-২৬/আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম:** এসডিএএইচ ডিভিসনের সঙ্গে যুক্ত সিগন্যালিং কাজ - শিয়ালদহ ডিভিসনে সিটিআর(পি) - ২০.৯০৯ টিকিমি ও টিআরআর(পি) - ৪.৪০৪ টিকিমি, সিটিআর(পি) - ৪.১২৩, টিআরআর(পি) - ২৭.৩৯৫ টিকিমি ও টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) - ৩ সেট (১ ইন ১২)। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,০৯,৩৯,৫৪২.২২ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ২,০৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৪.১২.২০২৫। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ০৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ০৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে সংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ডেটালগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ অথবা যে কোনও সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যাতে থাকবে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড সংশোধন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএএসএসডিএসি)। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-298/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৫-২৬-ভিআরএফ, তারিখঃ ১০.১২.২০২৫। কাজের নাম ঃ** তিন বছরের জন্য সাঁতরাগাছি অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং-এর ভিআরএফ এয়ার-কন্ডিশনার্স (ভ্যারিয়েবল রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো)-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১৫,১৪,১৫৭.১২ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটিঃ** ৩০,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০১.২০২৬ সকাল ১১টা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত আছে।
(PR-939)

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT No:-WB/HZP/BAGI/HAT-II/NIT- 006/APAS/2025-26 Sl. No:-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Dated:-08/12/2025, Bid submission Start date (SL 01 AND 02):- 09/12/2025 to 11:00 AM and End of Bid Submission(SL 01 AND 02):- 02/01/2026 to at 5:00 PM Bid Submission Start date (SL 04):-10/12/2025 to 11:00 AM and End of Bid Submission(SL 04):-08/01/2026 to at 01:15 PM. Bid submission Start date (SL 03, SL-05, SL-06, SL- 07):- 11/12/2025 to 11:00 AM and End of Bid Submission (SL 03, SL-05, SL-06, SL-07):- 08/01/2026 to at 1:15 PM. Date of Opening Technical Bid(SL 01 AND 02):- 04/01/2026 at 02:30 PM and (SL 04):- 10/01/2026 at 11.00 AM and (SL 03, SL-05, SL-06, SL-07):- at 02.00 PM and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148

Memo No.-222/HGP Dated-12/12/2025
NOTICE INVITING e-TENDER No.-03(1)/2025-26

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Construction of Shed. Bid Submission end date **27.12.2025 10:30 am.** Date of Opening of Bid (Technical) **30/12/2025 at 10:30 AM.** For more details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

সী ডैक CDAC সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং
বিজ্ঞাপন নং সি-ডিএসি / সিওসিপি/ ২০২৫/ ০১

অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে

ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeitY) অধীনস্থ একটি শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং, কলকাতা, নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছেঃ (i) **প্রজেক্ট ম্যানেজার** (ii) **সিনিয়র প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার** (iii) **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার** (iv) **প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট**

বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশেষীকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য, অনুগ্রহ করে **www.cdac.in** ওয়েবসাইটের 'ক্যারিয়ার' পৃষ্ঠাটি দেখুন এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে আবেদন করুন।

দ্রষ্টব্যঃ এই বিষয়ে কোনো সংযোজনী / পরবর্তী যোগাযোগ থাকলে, তা শুধুমাত্র সি-ড্যাকের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

Cbc 06147/12/0001/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-II/KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/34/INST/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Supply, installation and commissioning of LT distribution panel with allied electrical works for Community Hall including Ward Office Health Unit, ICDS Unit at 16 Jadunath Dey Road in Ward No.-47 under KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,99,822.74**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Bid submission starting date and time: **18.12.2025 from 11 a.m.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **13.01.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.12.2025 after 11 a.m.**

(2) NIT No.: LTG/61/APAS/01/161/55/0002
Name of Work: **Improvement of decorative lighting system from 12/H/12 to 12/H/36 Bedford Lane in Ward No. 61.** Estimated Amount: ₹ **4,79,617.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No.: LTG/61/APAS/01/161/54/0002
Name of Work: **Improvement of decorative lighting system from 12/H/37 to 12/H/52 Bedford Lane in Ward No. 61.** Estimated Amount: ₹ **4,93,450.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2026 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Bid opening date and time for technical proposal: **09.01.2026 at 11 a.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/LTG/104/WD21/ZII/IV/25-26
Name of Work: **Installation of decorative lighting system with Pole from 33 M. D. Road to 67 M. D. Road and other places in Ward No. 21.** Estimated Amount: ₹ **4,99,720.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/105/WD21/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Installation of decorative lighting system with Pole at Nimtola Ghat Street and other places in Ward No. 21.** Estimated Amount: ₹ **3,49,737.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/173/WD23/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Installation of new lighting system along with other electrical works at Health Centre in Ward No. 23.** Estimated Amount: ₹ **1,49,897.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/120/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Muktaram Babu Street and other places in Ward No. 25.** Estimated Amount: ₹ **1,99,955.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/119/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of street ligting system at Amar Bose Sarani and other places in Ward No. 25, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **3,99,861.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/117/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of street ligting system at Bidhan Sarani and other places in Ward No. 25, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **2,99,859.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/207/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of street ligting system atVivekananda Road and other places in Ward No. 25, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **1,49,611.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(11) NIT No.: KMC/LTG/220/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Repairing & replacement of LED fitting at Bindu Palit Lane and others in Ward No. 25.** Estimated Amount: ₹ **1,99,611.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(12) NIT No.: KMC/LTG/217/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Repair & replacement of LED fitting at 242 to 270 Rabindra Sarani in Ward No. 25.** Estimated Amount: ₹ **1,99,724.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(13) NIT No.: KMC/LTG/218/WD25/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of lighting arrangement at Baranashi Ghosh 2nd Lane in Ward No. 25, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **2,59,631.00**. Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid (Online): **08.01.2026 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 4 & 13). The bid forms and other details are available on and from **13.12.2025 (2 p.m.)** (For Sl. No. 4 & 5) and **12.12.2025 (2 p.m.)** (For Sl. No. 6 to 13). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 4 to 13).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III/KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/680
Name of Work: **Renovation & replacement of decorative fittings and other electrical accessories at different places in Ward No.-69.** Estimated Amount: ₹ **1,69,833.00**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/690
Name of Work: **Renovation of street lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories at different areas for essential works in Ward No.-69 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **2,46,917.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **05.01.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals (online): **06.01.2026 – 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/84/25-26/01R
Name of Work: **Installation of lighting system at 159, Sarat Bose Road and others areas in Ward No.-84, Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,07,698.00**. Earnest Money: ₹ **2,200.00.** Period of completion: **20 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/90/25-26/341
Name of Work: **Improvement of lighting system, Uttarayan area by installing cable tray in 32 Panchanantala Ward No.-90 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **2,82,168.53**. Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.01.2026 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 3 & 4). Tender (Technical) Opening date and time: **06.01.2026 at 4 p.m.** (For Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/649
Name of Work: **Improvement of street lighting system at different streets by installation of new LED lights in Ward No.-72 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,99,626.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/650
Name of Work: **Installation of new street light poles at ill light area in Ward No.-72 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,99,883.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/699
Name of Work: **Annual maintenance of A.C. Machines at different Health Institutions under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,53,962.00**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **365 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/700
Name of Work: **Temporary lighting arrange-ment for the upcoming festive season at Hazra Road, S.P. Mukherjee Road and its surroun-ding areas in Ward No.-72 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,94,540.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 8). Bid opening date and timr for Technical Proposals (Online): **07.01.2026 – 2.30 p.m.** (For Sl. No. 5 to 8). The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 5 to 8).

(9) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/68/25-26/345
Name of Work: **Improvement of lighting system at Ballygunge Place in Ward No.-68 under Br.-VIII, KMC.** Estimate Amount: ₹ **2,23,630.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/68/25-26/346
Name of Work: **Installation of cable tray and allied accessories at Jamir Lane in Ward No.-68.** Estimate Amount: ₹ **4,89,549.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(11) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/68/25-26/347
Name of Work: **Installation of LED street lights with allied accessories at 227 Rashbehari Avenue and surrounding within Booth No. 203 in Ward No.-68 under Br.-VIII, KMC.** Estimate Amount: ₹ **1,70,530.00**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/68/25-26/348
Name of Work: **Improvement of street light by new LED lighting at Ballygunge Station Road in Ward No.-68, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **2,30,083.00**. Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(13) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/337
Name of Work: **Installation of Minimast light at different Crossing point of 25/2 RowLand Road in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **2,47,145.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/338
Name of Work: **Installation of cable tray & other allied accessories at 25/2 Rowland Road in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **2,71,971.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(15) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/339
Name of Work: **Installation of cable tray & other allied accessories at 40/1 Beltala Road & surroundings in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **4,89,549.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(16) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/340
Name of Work: **Installation of cable tray & improvement of lighting system at 5, Ballygunge Circular Road in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **1,35,985.00**. Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(17) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/332
Name of Work: **Installation of cable trays with allied accessories & improvement of lighting system at surrounding areas at Madhab Lane in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **2,48,491.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(18) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/333
Name of Work: **Improvement of street lighting system and installing cable tray at 39B, Beltala Road within Booth No. 238 in Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,75,950.00**. Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(19) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/334
Name of Work: **Improvement of street lighting system and installing cable tray at 39B, Beltala Road within Booth No. 239 under Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,89,549.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(20) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/335
Name of Work: **Improvement of street lighting system and installation of cable tray at 39B, Beltala Road & surroundings under Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,89,549.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(21) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/336
Name of Work: **Improvement of street lighting system and cable tray at 39B, Beltala Road within Booth No. 241 under Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,62,351.00**. Earnest Money: ₹ **9,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(22) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/327
Name of Work: **Installation of cable tray & allied accessories in 1-6 Ahiripukur 2nd Lane area Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **3,39,964.00**. Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(23) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/328
Name of Work: **Installation of cable tray & allied accessories in 7 Ahiripukur 2nd Lane in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **2,71,971.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(24) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/329
Name of Work: **Installation & improvement of lighting system at 7 Ahiripukur 2nd Lane in Ward No.-69.** Estimate Amount: ₹ **2,04,263.00**. Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(25) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/330
Name of Work: **Installation of cable tray & allied works at 47A Hazra Road in Ward No.-69 under Br.-VIII, KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,80,956.00**. Earnest Money: ₹ **7,700.00.** Period of completion: **60 days.**

(26) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/331
Name of Work: **Installation of cable tray & allied accessories at 50/2 Hazra Road in Ward No.-69 under Br.-VIII, KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,39,964.00**. Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.01.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 9 to 26). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **09.01.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 9 to 26). The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 9 to 26). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 26)

(27) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/61
Name of Work: **Improvement of lighting system at different ill lighted areas in Ward No.-61 Garcha Road and surrounding in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **2,96,954.14**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(28) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/62
Name of Work: **Installation & improvement of LED street lighting system at Hazra Road from (532A to 601) in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **2,83,193.90**. Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **15 days.**

(29) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/63
Name of Work: **Installation & improvement of street & footpath lighting system at 19, 21 Garcha 1st Lane and surroundings area in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **4,76,283.68**. Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **20 days.**

(30) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/64
Name of Work: **Installation and improvement of LED street lighting system at Garcha 1st Lane in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,89,244.71**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **20 days.**

(31) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/65
Name of Work: **Installation and improvement of LED street lighting system at Dover Lane in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,68,300.54**. Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of completion: **15 days.**

(32) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/66
Name of Work: **Installation and improvement of LED street lighting system and Footpath lighting system at Rash Behari Avenue, Dover Terrace, Hindusthan Road in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **2,18,254.94**. Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **20 days.**

(33) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/67
Name of Work: **Improvement of LED street lighting system at Hindusthan Park in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,75,137.80**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(34) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/68
Name of Work: **Installation and improvement of LED street lighting system at Jatin Bagchi Road, Southern Avenue in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,79,420.64**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of completion: **25 days.**

(35) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/69
Name of Work: **Installation and improve-ment of LED street lighting system at Vivekananda Park near Jatin Bagchi Road in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,16,504.51**. Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(36) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/70
Name of Work: **Installation and lighting system at different ill lighted area at 49F Purna Das Road and others in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **4,98,666.59**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(37) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/71
Name of Work: **Installation and lighting system at different ill lighted area at 8 Keyatala Road and others in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **3,17,130.18**. Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Period of completion: **25 days.**

(38) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/72
Name of Work: **Installation and improvement of LED street lighting system at Rash Behari Avenue, Jatin Das Road in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,79,897.64**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(39) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/73
Name of Work: **Installation of LED street litghting system at Jatin Bagchi road near vivekananda park in ward no 86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,85,917.77**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **25 days.**

(40) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/74
Name of Work: **Installation and improvement of LED street litghting system at Anil Roy Road, Raja Basant Roy Road in Ward No 86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,58,082.75**. Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **30 days.**

(41) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/75
Name of Work: **Installation and improvement of LED street litghting system at Lake View Road and Lake Road in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,49,558.17**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(42) NIT No.: KMC/LTG/B-8/APAS/86/25-26/163
Name of Work: **Lifting of irrugular and sagged service cable of bustee dwellar by suitble arrangement in 7 No. Lake Camp & surrounding in Ward No.-86.** Estimated Amount: ₹ **2,71,970.73**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.01.2026 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 27 to 42). Tender (Technical) openign date and time: **08.01.2026 at 4 p.m.** (For Sl. No. 27 to 42). The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 27 to 42). For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 27 to 42). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 27 to 42). **(1675/25-26)**

চাষবাস

ভুট্টার দাপটে আলু চাষে ভাটা, হিমঘর-সংকটে বিপাকে কৃষকরা

উত্তর দিনাজপুর জেলে কৃষির চিত্র গত কয়েক বছরে আমূল বদলে গিয়েছে। চোখ মেললেই দেখা যায় বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি ভুট্টার গাছ। ভুট্টা আবাদের লাভজনক বাজার, হয় না। বাধ্য হয়েই কৃষকদের অতি কম দামে খোলা বাজারে আলু বেচতে হয়। গ্রীষ্মকালে যখন আলুর দাম বাড়ে, তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো পরিকাঠামো নেই বলেই ফড়েদের কাছে কমদামে আলু ছেড়ে আলু বাজারে পৌঁছাতে এখনও সময় লাগবে। ফলে প্রথম বাজারে ক্রেতাদের মন কাড়ে মূলত বিহারের আলুই। জেলার ইটাহার ব্লকের কিছু গ্রামে অবশ্য শীতের শুরুতেই বর্ষা মরশুমের আলু চাষ শুরু হয়। সেই খুবই অল্প। কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি স্পষ্ট সংকেত-কৃষকেরা ধীরে ধীরে আলু চাষ পরিত্যাগ করছেন। কারণ হিসেবে উঠে আসছে- বাজারে কম দাম পাওয়া, হিমঘরের সংখ্যা অত্যন্ত কম, চড়া উৎপাদন ব্যয়, শ্রমিক সংকট, বহিরাগত আলুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ভুট্টা চাষের উত্থান সম্পর্কে জেলা কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস খুব বেশি মন্তব্য করতে চাননি। তার বক্তব্য-শীতের প্রভাব জেলায় বেশি, তাই আলু চাষের সময় এখনও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কৃষকদের বড় অংশ ইতোমধ্যেই লাভজনক ভুট্টা চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। ভুট্টার বাম্পার ফলনে বর্তমানে বাজারে সরবরাহ যথেষ্ট হলেও ভবিষ্যতে এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা কৃষিবিজ্ঞানীদের। কৃষকের দাবি-সার্বিক কৃষিনীতির পুনর্বিবেচনা জরুরিঃ স্থানীয় চাষিদের মতে, যদি- ১. সরকারি হিমঘর নির্মাণ,২. সুলভ হারে আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা,৩. আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য,৪. উন্নত প্রজাতির চারা সরবরাহ,৫. সহজ শস্যবিমা। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া যায়, তবে জেলার আলু চাষ আবারও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। উত্তর দিনাজপুরে আলু চাষ একসময় বড় অর্থনৈতিক ভরসা ছিল। অথচ আজ সেই চাষই টিকে থাকার লড়াই করছে ভুট্টার বাম্পার আবাদ, কম দাম এবং ভয়াবহ হিমঘর-সংকটের কারণে। কৃষকেরা বলছেন, উৎপাদন করি কিন্তু দাম পাই না-এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আলু চাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। জেলার কৃষি ব্যবস্থা যাতে একফসলি ঝুঁকির দিকে না ধাবিত হয়, সেজন্য দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপ আজ সময়ের দাবি।

কম উৎপাদন খরচ এবং তুলনামূলক কম ঝুঁকির কারণে জেলার অধিকাংশ কৃষক আজ ভুট্টামুখী। বিপরীতে আলু চাষের প্রতি সেই আগের উৎসাহ ক্রমশ উধাও হচ্ছে। উপযুক্ত দাম না পাওয়া, উৎপাদিত আলু সঠিকভাবে মজুত করে রাখার অভাব এবং সরকারি পরিকাঠামোর পশ্চাদপদতা-এই সব মিলিয়েই আলু চাষ আজ জেলার কৃষকদের কাছে লাভের চেয়ে লোকসানের খাতা ভরছে বেশি। উত্তর দিনাজপুরে এখনও পর্যন্ত একটি সরকারি হিমঘর গড়ে ওঠেনি। জেলা জুড়ে মাত্র সাতটি বেসরকারি হিমঘর থাকলেও সেগুলির ধারণক্ষমতা এতই সীমিত যে প্রান্তিক কৃষকেরা সেখানেও জায়গা পান না। ফলে নতুন আলু তোলা মাত্রই তা দীর্ঘদিন বাড়িতে বা গ্রামে সংরক্ষণ করা সম্ভব দিতে হয় তাদের। স্থানীয় কৃষকদের কথায়-ভুট্টা চাষে খরচ কম, ঝুঁকি কম, উপরন্তু বাজারে চাহিদা স্থায়ী। কিন্তু আলুর বাজার অনিশ্চিত, দাম ওঠানামা করে, আর মজুত করার জায়গাই নেই। ফলে আলু চাষ মানেই এখন লোকসান। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে নতুন আলু বিক্রি শুরু হয়। কিন্তু উত্তর দিনাজপুরে পরিস্থিতি একটু আলাদা। জেলাজুড়ে শীতের প্রকোপ বেশি থাকায় ডিসেম্বরে আলু লাগানো মাত্র শুরু হয়, ফলে স্থানীয় আলু বাজারে পৌঁছাতে সময় লাগে আরও কিছুটা। এই সুযোগেই পাশের বিহারের ছোট আকারের বিভিন্ন প্রজাতির নতুন আলু দিব্বি রায়গঞ্জ, ইসলামপুরসহ জেলার নানা বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। অধিকাংশ স্থানীয় কৃষক জানিয়েছেন, তাঁদের উৎপাদিত তুলনায় গোয়ালপোখরসহ অন্যান্য ব্লকে এখনও আলু বোনা শুরু হয়নি। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ইসলামপুরে লালচে ছোট আলু এবং সাদা পোখরাজ আলুর চাষ বেশি হয়। গোয়ালপোখরে আবার বিহার ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কুফরি-উদয়, এস-১৬ ও এস-৪০৩ জাতের আলু তুলনামূলক বেশি জনপ্রিয়। তবে এখানে কোথাও জ্যোতি আলু বা নৈনিতাল আলুর মতো বাণিজ্যিকভাবে সফল উচ্চমানের প্রজাতিগুলির চাষ প্রায় হয় না। কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, গত অর্থবছরে পুরো জেলায় মাত্র ২৮,৫৫০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল। অথচ জেলাজুড়ে মোট কৃষিজমি রয়েছে ২,০২,৮৫০ হেক্টরেরও বেশি। অর্থাৎ জমির তুলনায় আলু চাষ হচ্ছে

মৎস্য উৎপাদনে ‘মেগা রিভাইভাল প্ল্যান’, দিঘি সংস্কার থেকে নতুন ট্রেনিং ভবন-ব্যয় সাড়ে ছ’কোটি

কাঁথির জুনপুট এলাকা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য উপাদন কেন্দ্র। সমুদ্রতীরবর্তী এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ঝাউবন, ম্যানগ্রোভ অরণ্য আর বিস্তীর্ণ জলাশয় বহু বছর ধরেই রাজ্যের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে অপর্যাপ্ত সংস্কার-পরিকাঠামোর অভাবে জুনপুটের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিঘি আজ কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে প্রাণ ফেরাতে এগিয়ে এসেছে রাজ্যের মৎস্য দপ্তর। মৎস্য উপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি এবং ভবিষ্যতে পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে দিঘিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দপ্তর ইতিমধ্যেই সাড়ে ছ’কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে দিঘি সংস্কারে প্রায় চার কোটি টাকা এবং নতুন ট্রেনিং ভবন নির্মাণে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হবে। ফিশারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফান্ডের (এফআইডিএফ) বরাদ্দ অর্থ থেকেই এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। জুনপুটে ঢোকার মুখে বামদিকে নজর কাড়ে প্রায় ১৫ হেক্টর বিস্তৃত বিশাল দিঘিটি। ৫০ বছরের বেশি পুরনো এই জলাশয় বহুদিন ধরে স্থানীয়দের জীবিকা ও আবেগের কেংদ্র। মিষ্টি জলের দিঘিটিতে নানা প্রজাতির মাছ চাষ করে এলাকার বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। দিঘির স্বচ্ছ জল, হাঁসের ভাসমান সারি কিংবা সাদা বকের মেলা-সব মিলিয়ে দিঘিটি এক অনন্য সৌন্দর্যের আধার। কিন্তু দীর্ঘদিন সঠিক মেরামতির অভাবে দিঘির অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে। বর্তমানে অর্ধেকেরও বেশি অংশ কচুরিপানায় ঢেকে গেছে। জলস্তর কমে গিয়ে মাছের চাষ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মৎস্য দপ্তর তাই প্রথমেই দিঘিটিকে আবারও উপাদন-উপযোগী করে তুলবার উদ্যোগ নিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী- প্রথমে দিঘির জল পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলা হবে। এরপর যাবতীয় কচুরিপানা ও জলজ আগাছা অপসারণ। প্রায় তিন ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইউক্যালিপটাস কাঠের গুঁড়ি দিয়ে পাইলিং করে পাড় শক্ত করা। মাছ চুরি আটকাতে পুরো দিঘির চারদিকে সিসিটিভি লাগানো। নজরদারির জন্য একাধিক ওয়াটার শেড নির্মাণ। সংরক্ষণের প্রয়োজনে দিঘির বিভিন্ন অংশে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। এই সব মিলিয়েই প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে দিঘিকে আধুনিক মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মৎস্যের পাশাপাশি পর্যটনের হাতছানি-জুনপুটে নতুন আকর্ষণ তৈরি- জুনপুট শুধু মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রই নয়, ভ্রমণপিপাসুদের কাছেও প্রিয় গন্তব্য। ঝাউবন, ম্যানগ্রোভ, সমুদ্রসৈকত আর আলগোছে বসে থাকা নোনাজলের হাওয়া একে আলাদা মাত্রা দেয়। মৎস্য দপ্তর তাই ভাবছে, দিঘি সংস্কার হলে সেটিকে পর্যটনের জন্যও খুলে দেওয়া যায়। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে- দিঘিতে বোটিংয়ের সুবিধা, চারদিকে বাহারি গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন, ফুলের বাগান তৈরি, আলো-সজ্জা ও সুন্দর বসার জায়গা।এই সব উদ্যোগ দিঘির সৌন্দর্য যেমন বাড়াবে, তেমনই বাড়বে পর্যটকদের আকর্ষণ। ফলে স্থানীয় মানুষের আয়ও বাড়তে পারে। দিঘি সংস্কারের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হল নতুন ট্রেনিং সেন্টার কাম রেসিডেন্সিয়াল হাউস নির্মাণ। এখনকার ট্রেনিং সেন্টারটি ছোট কৃষক, শিক্ষার্থী এবং আধিকারিক-সবাইকে একসঙ্গে জায়গা দিতে হয়। ফলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। নতুন দোতলা ভবন তৈরি হলে- শুধুমাত্র শিক্ষার্থী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে, প্রশিক্ষণার্থীরা আবাসিক ভাবে থাকতে পারবেন, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, প্রাকটিক্যাল ল্যাব, সেমিনার হলসহ প্রয়োজনীয় সব সুবিধা মিলবে।এই ভবন তৈরিতে ব্যয় হবে আড়াই কোটি টাকা। ভবনটি তৈরি হলে শুধু কাঁথি নয়, পুরো দক্ষিণবঙ্গের মস্য প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্ব পাবে জুনপুট। জুনপুট ফিশ টেকনোলজিক্যাল সেন্টারের সহ-মস্য অধিকর্তা নীলোপল কয়াল জানিয়েছেন-দিঘির সংস্কার ও নতুন ভবন তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। জুনপুটের পুরানো দিঘিগুলির সঙ্গে এলাকার মানুষের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বহু পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে এই দিঘিকে কেন্দ্র করেই জীবিকা নির্বাহ করেছে। দিঘি সংস্কার হলে মস্য উপাদন বহুগুণ বাড়বে-এই আশা তাদের। স্থানীয় মানুষ বলছেন- নতুন পরিকাঠামো হলে রোজগার বাড়বে, আধুনিক নজরদারি থাকায় মাছ চুরি কমবে, পর্যটন বা।লে ছোট ব্যবসা ও হোটেল শিল্পের উন্নতি হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্দ্র তৈরি হলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। জুনপুটের পুরনো দিঘিকে কেন্দ্র করে এই ‘মেগা রিভাইভাল প্ল্যান’ কার্যকর হলে মৎস্য উৎপাদনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। একই সঙ্গে পর্যটন-পরিকাঠামো বিকাশ, স্থানীয় অর্থনীতির চাঙা হওয়া এবং নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। অনেকের মতে, এই প্রকল্প সফল হলে জুনপুট আবারও রাজ্যের মস্য মানচিত্রে অগ্রণী স্থান দখল করবে-যেখানে ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ একই সঙ্গে

২৫তম চন্দননগর বইমেলা শুরু ২৩ শে ডিসেম্বর

নিজস্ব সসংবাদদাতা,চন্দননগর, ১ ডিসেম্ভর ঃ ২০০০ সালে চন্দননগরবাসীর ইচ্ছাপূরণে জাহ্নবী নিবাস কলেজ প্রাঙ্গণে পথ চলা শুরু চন্দননগর বইমেলার। স্লোগান ছিল ‘মেলায় আসুন অন্তত একটা বই কিনুন’। আজ পায়ে পায়ে সেই মেলা ২৫ বছরে পূর্ণতা পাবে। এই উপলক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে বৃহস্পতিবার চন্দননগর বইমেলার তরফে প্রকাশিত হল তথ্যচিত্র ‘ ডাঙ্গায় নতুন ইতিহাস পায়ে পায়ে ২৫।‘ তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে গত ২৪ বছর ধরে চন্দননগর বইমেলার নানা থিম। চন্দননগর বইমেলা প্রত্যেকবার সেজেছে নতুন নতুন আঙ্গিকে। নিত্য-নতুন বিষয় ভাবনায় আজকের চলতি ভাষায় যা থিম। এই থিমেই কখনো চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ, কখনও অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের কথা, কখনও আলোকশিল্প থেকে ভাস্করচর্চা, তো কখনও চন্দননগরে ৪৭টি ঘাটের ইতিহাস। আর প্রত্যেকবারই প্রকাশিত হয়েছে নির্দিষ্ট বছরের থিমের ওপর হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের ওপর গবেষণামূলক পুস্তিকা। আর তাই তো আপামর জনগণ জানতে পারে ফরাসডাঙার প্রাচীন ইতিহাস। এবারের বইমেলার বিগত ২৪ বছরের পথচলার ইতিহাসকে থিম করে নাম দেওয়া হয়েছে, ২৫শে চন্দননগর বইমেলা। চন্দননগর বইমেলায় গত চব্বিশ বছরে এসেছেন নানা গুণীজন। এবারে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। শিল্পী-সাহিত্যিক-গুণিজন-খেলায়াড়দের নিয়ে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ২৫তম বইমেলার উদ্বোধন বসবে চাঁদেরহাট। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেসক্লাবে

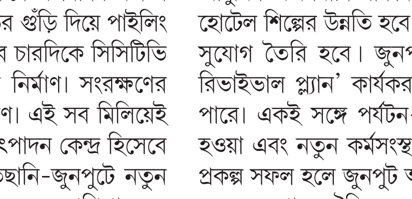

সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির দুই বর্ষীয়ান সাহিত্যিক অমর মিত্র ও স্বপ্নময় বসু। উপস্থিত কবি-সাংবাদিক তাপস মহাপাত্র সহ বইমেলার উদ্যোক্তারা। গত ২৪ বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ তথ্যচিত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে উচ্ছ্বসিত বাংলার দুই প্রতিথযশা সাহিত্যিক। ২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও ২০০৬ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাপ্ত সাহিত্যিক অমর মিত্র বলেন, বইকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাংলা পড়তে হবে। তবেই সাহিত্যের ব্যাপ্তি বাড়বে। ২০০৫ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও ২০১৫ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন, চন্দননগর বইমেলা এগিয়ে চলুক প্রজন্মের হাত ধরে। গত ২৪ বছরে চন্দননগর বইমেলার আয়োজন করে আসছে চন্দননগর ইস্পাত সংঘ ও বইমেলা কমিটি। ক্লাব ও বইমেলা কমিটির সম্পাদক সুশান্ত সিংহ বলেন, চন্দননগর হাসপাতাল মাঠে ২৫তম বইমেলা শুরু হতে চলেছে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৫। চলবে ১লা জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলবে। আয়োজক সংস্থা চন্দননগর ইস্পাত সংঘ সহযোগিতায় চন্দননগর পৌরনিগম। এছাড়া চন্দননগরের বিভিন্ন ক্লাব এবং পুস্তাকাগারগুলিও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গত ২২ বছর ধরে চন্দননগরের বিপ্লবী ও মনীষীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে যে ধ্রুবতারা। ২৫তম বইমেলায় যে ধ্রুবতারার নির্বাচিত সংকলন ইতিহাস আকারে প্রকাশিত হবে। এছাড়াও গত ৩৫ বছর ধরে ইস্পাত সংঘ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈমাসিক পত্রিকা আবিষ্কার। চলমান এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হল নতুন লেখকদের প্রতিভাকে মুদ্রিত আকারে স্থান দেওয়া। চন্দননগর বইমেলা সংগঠিত করার উদ্দেশ্যই ছিল বই পড়ো ও ছাত্রছাত্রীদের বই কিনতে উসাহিত করো। সেই হেতু বিনামূল্যে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। এই বইমেলায় ছোট বড় মিলে ৭০টির স্টল, লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চে সজ্জিত হবে মেলাপ্রাঙ্গণ।

কর্মীদের মানোন্নয়নে শ্রম সংস্কার

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বরঃ সিনে কর্মী’-র সংজ্ঞা প্রসারিত হয়েছে - এর মধ্যে এখন ডিজিটাল কর্মী, সাংবাদিক (বৈদ্যুতিন মাধ্যমের), ডাবিং শিল্পী এবং স্টান্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি, ফ্লোর ওয়েজ এবং দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম-এর নিয়মমাফিক আয়ের সুরক্ষা আরও জোরদার হবে।

প্রযোজকদের বকেয়া পাওনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত করা হবে এবং কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য দাবি করার জন্য দীর্ঘ তিন বছরের সময়সীমা পাবেন। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত কর্মসময়ের সাহায্যে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রসার ঘটানো হবে। নিয়োগপত্র, বেতনের স্লিপ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আচরণের মাধ্যমে বৃহত্তর স্বচ্ছতা আনা হবে। ভারতের অডিও-ভিস্যুয়াল বা দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের কর্মীদের জন্য আধুনিক শ্রমবিধি ভারতবর্ষের অডিও-ভিস্যুয়াল ক্ষেত্র, যার মধ্যে সিনেমা, টেলিভিশন, ডিজিটাল মিডিয়া, ডাবিং, স্টান্ট এবং আরও অনেক কিছুই রয়েছে, তা দ্রুত গতিতে মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের একটি উচ্চ বৃদ্ধিসম্পন্ন ইঞ্জিনে পরিণত হয়েছে। সরকারের ২৯-টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি একক শ্রম সংহিতায় পরিণত করার এই পদক্ষেপটি এই কর্মী পরিবেশকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই সংহিতাগুলির লক্ষ্য হল - কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য একটি কাঠামোর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। এটি শ্রম পরিবেশকে আরও দক্ষ, ন্যায়সঙ্গত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। পর্দার পিছনের মানুষ-দের নিরাপত্তা জোরদারঃ আনুষ্ঠানিক কর্মচুক্তি, ন্যূনতম মজুরি, বেতনের স্লিপে স্বচ্ছতা, সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলি বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে।

Name Change
I, Md Ismail Sk (Old Name) S/O– Moslim Sk residing at Vill & PO-Sundipur , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Ismail Sk to Ismail Sk and henceforth I shall be known as Ismail Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/12/2025. My name Ismail Sk & Md Ismail Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Martuza Sekh (Old Name) S/O– Abdul Jalil residing at Vill-Gakunda , PO-Gajdharpara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Martuza Sekh to Martuja Sk and henceforth I shall be known as Martuja Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Martuja Sk & Martuza Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sobeder Ali (Old Name) S/O– Esar Ali residing at Vill-Nangar , PO-Mitrapur , PS-Paikar , Birbhum, West Bengal 731221 do hereby declared that I have changed my name from Md Sobeder Ali to Md Sobedar Ali and henceforth I shall be known as Md Sobedar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/12/2025. My name Md Sobedar Ali & Md Sobeder Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Swarnamoyee Mondal presntly know As Swarnamoyee Khan, C/O-Samir Kumar Mondal resident of Vill- Jogapur , Po-Fulpur , Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135.I have change my religion from Hindu to Muslim & my new name Swarnamoyee Khan changed by notary public Lalbagh court on 11/11/2025. My (new name) Swarnamoyee Khan & (my old name) Swarnamoyee Mondal both are same identical person.

CHANGE OF NAME
I, Jalema Bibi (old name) residing at Faridpur , Faridpur, Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin-742303 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JALEMA BIBI to JALEMA KHATUN BIBI and henceforth I shall be known as JALEMA KHATUN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. JALEMA BIBI and JALEMA KHATUN BIBI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Joinob Bibi (old name) residing at Faridpur , Faridpur, Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin-742303 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JOINOB BIBI to JAYNAB BIBI and henceforth I shall be known as JAYNAB BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. JOYBOB BIBI and JAYNAB BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, Sorif Sk (Old Name) S/O– Mannan resident of Vill & Po-Sahajadpur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Sorif Sk to Sarif Sk and henceforth I shall be known as Sarif Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/12/2025. My name Sarif Sk & Sorif Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Madhab Halder (old name) residing at Gede Dakshinpara, Gede, Krishanagar, Dist-Nadia, Pin-741503 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MADHAB HALDER to MADHAI HALDER and henceforth I shall be known as MADHAI HALDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. MADHAB HALDER and MADHAI HALDER both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Rejjak Sk (Old Name) S/O– Hasen Sk residing at Vill-Bautipara , PO-Sahajadpur , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Md Rejjak Sk to Rejjak Sk and henceforth I shall be known as Rejjak Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/12/2025. My name Rejjak Sk & Md Rejjak Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Chowdhury Imran Kadir (old name) residing at Dakshin Hazampara, Salar, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHOWDHURY IMRAN KADIR to CH. IMRAN KADIR and henceforth I shall be known as CH. IMRAN KADIR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. CHOWDHURY IMRAN KADIR and CH. IMRAN KADIR both are same and one identical person.

Name Change
I, Nurnehar Begum (Old Name) W/O– Md Saud resident of Vill-Hijaltala , Po-Dhulian , Ps-Samserganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Nurnehar Begum to Nurnehar Begam and henceforth I shall be known as Nurnehar Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Berhampore court on 19/09/2025. My name Nurnehar Begam & Nurnehar Begum both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Samser kadir Chowdhury (old name) residing at Dakshin Hazampara, Salar, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAMSER KADIR CHOWDHURY to CH. SAMSER KADIR and henceforth I shall be known as CH. SAMSER KADIR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. SAMSER KADIR CHOWDHURY and CH. SAMSER KADIR both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohammad Sujauddin Mondal (Old Name) S/O– Sajahan Mondal resident of Vill- Kupila Daspara , Po- Kupila , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Sujauddin Mondal to Md Sujauddin Mondal and henceforth I shall be known as Md Sujauddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/12/2025. My name Md Sujauddin Mondal & Mohammad Sujauddin Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,SAKINA KHATUN & SAKINA BIBI (old name) W/O - MAHIR residing at VILL- PALSA PO- GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742184. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAKINA KHATUN & SAKINA BIBI (old name) to SARJINA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as SARJINA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 . SARJINA KHATUN (new name) & SAKINA KHATUN & SAKINA BIBI (old name) both (new name&old name) name are same and one identical person.

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য
পত্রিকা

CHANGE OF NAME
I, Gopal Modak (Old Name) S/o Nrisingha Prasad Modak Residing at 5/B, Jagannath Sur Lane, P.o - Beadon Street, P.s - Burtala, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Gopal Chandra Modak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Gopal Modak (Old Name) and Gopal Chandra Modak (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Liaquat Ali Nasker (Old Name) S/o Azher Ali Nusker Residing at 32, Market Street, P.o+P.s - New Market, District - Kolkata, Pin - 700087, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Liaquat Ali Nusker (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Liaquat Ali Nasker (Old Name) and Liaquat Ali Nusker (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Liaquat Ali (Old Name) S/o Azher Ali Nusker Residing at 32, Market Street, P.o+P.s - New Market, District - Kolkata, Pin - 700087, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Liaquat Ali Nusker (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Liaquat Ali (Old Name) and Liaquat Ali Nusker (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Neyazuddin (Old Name) S/o Md Sukur Residing at H/L No-17, BL No-3, Naya Bazar, P.o - Bhatpara, P.s - Jagatdal, District - North 24 Parganas, Pin - 743126, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Neajuddin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Md Neyazuddin (Old Name) and Neajuddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sk Anwar Hossain Mondal (Old Name) S/o Abdul Rasul Mondal Residing at 526, Bakhrahat Road, Thakurpukur Bazar, South 24 Parganas, Kolkata - 700063, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anwar Hossain Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Sk Anwar Hossain Mondal (Old Name) and Anwar Hossain Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nakibul Hossan Mondal (Old Name) S/o Anwar Hossain Mondal Residing at 526, Bakhrahat Road, Thakurpukur Bazar, South 24 Parganas, Kolkata - 700063, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nakibul Hossain Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. Nakibul Hossan Mondal (Old Name) and Nakibul Hossain Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, S Kundu (Old Name) S/o Mahadeb Kundu Residing at Natun Pally, P.o - Purba Putiary, P.s - Regent Park, South 24 Parganas, Kolkata - 700093, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subhas Kundu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-12-2025. S Kundu (Old Name) and Subhas Kundu (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Noornehar Molla W/o Didar Molla (Old Name) Residing at Purba Kanthalia, P.o - Bhangar, P.s - Kashipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Necharon Bibi W/o Didar Baksh Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Noornehar Molla W/o Didar Molla (Old Name) and Necharon Bibi W/o Didar Baksh Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Puja Mondal (Old name) wife of Anup Kumar Dey, residing at 3 No.Chandigarh Dinobandhu Road, P.S.-Madhyamgram, Dist - 24 Parganas North, Pin - 700130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Puja Dey Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 11/12/2025.Puja Mondal (Old name) and Puja Dey Mondal (New name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MUNERA BIBI (old name) W/O - SAMIR (wrong name husband &wife, in votter list 2002) residing at VILL-PALSA PO-GORORA PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742184. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MUNERA BIBI (old name) to MUNUYARA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as MUNUYARA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 . MUNUYARA BIBI (new name) & MUNERA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I SNIGDHA RANI MISRTY BAHAR W/O ARUP MISTRY residing at Vill & P.O.- Paschim Surendra Nagar, P.S.-Pathar Pratima, Dist-South 24 Parganas-743347, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SNIGDHA RANI MISTRY BAHAR as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas vide affidavit no 12534 Dated 12/09/2025. SNIGDHA RANI MISRTY BAHAR and SNIGDHA RANI MISTRY BAHAR both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I MD MAHAMUDUL HASAN S/O ABDUL MANNAN MALI residing at Naldi Uttar Para, P.O.-Rajendrapur, P.S.-Matia, Dist-North 24 Parganas-743291, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAHAMUDUL HASAN MALI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 11/12/2025. MD MAHAMUDUL HASAN and MAHAMUDUL HASAN MALI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I ABDUL MANNAN S/O SULTAN MALI residing at Naldi Uttar Para, P.O.-Rajendrapur, P.S.-Matia, Dist-North 24 Parganas-743291, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL MANNAN MALI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 11/12/2025. ABDUL MANNAN and ABDUL MANNAN MALI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, RUPALI KHATUN (old name) W/O -HAFIJUL MANDAL residing at VILL & PO-MALIAPOTA PS-TEHATTA DIST-NADIA PIN-741103 , West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RUPALI KHATUN (old name) to RUPALI BEGAM (new name) and henceforth, I shall be Known as RUPALI BEGAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 . RUPALI BEGAM (new name) & RUPALI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SIRAJUL SK (old name) S/O -MOLAM SK residing at VILL-RARIPARA PO-BHOLADANGA PS- NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741126 , West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SIRAJUL SK (old name) to SIRAJUL SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as SIRAJUL SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 .SIRAJUL SEKH (new name) & SIRAJUL SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,IBRAHIM SEKH (old name) S/O -KUDDUS SEKH residing at VILL-KANDI KALIBARI ROAD PO- KANDI PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742137 , West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from IBRAHIM SEKH (old name) to IBRAHIM SK (new name) and henceforth, I shall be Known as IBRAHIM SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 . IBRAHIM SK (new name) & IBRAHIM SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, KUDDUS SEKH (old name) S/O - HAIDAR ALI residing at VILL-KANDI KALIBARI ROAD PO- KANDI PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742137 , West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KUDDUS SEKH (old name) to KUDDUS SK (new name) and henceforth, I shall be Known as KUDDUS SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025 . KUDDUS SK (new name) & KUDDUS SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,KALYAN KR SINHA RAY (OLD NAME) S/O- LATE TIKENDRA KRISHNA SINHA RAY residing at 42/2 NIRUPAMA DEVI ROAD PO-BERHAMPORE , PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742101, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) KALYAN KR SINHA RAY and to (new name) KALYAN KUMAR SINHA RAY and henceforth I shall be known as (new name) KALYAN KUMAR SINHA RAY in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 11/12/2025.(new name) KALYAN KUMAR SINHA RAY and KALYAN KR SINHA RAY (old name) both name are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I,KAUSTAV KR SINHA RAY (OLD NAME) S/O- KALYAN KR SINHA RAY residing at 42/2 NIRUPAMA DEVI ROAD PO- BERHAMPORE , PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742101, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) KAUSTAV KR SINHA RAY to (new name) KAUSTAV KUMAR SINHA RAY and henceforth I shall be known as (new name) KAUSTAV KUMAR SINHA RAY in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 11/12/2025.(new name) KAUSTAV KUMAR SINHA RAY and KAUSTAV KR SINHA RAY (old name) both name are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Puja Mondal (Old name) wife of Anup Kumar Dey, residing at 3 No.Chandigarh Dinobandhu Road, P.S.-Madhyamgram, Dist - 24 Parganas North, Pin - 700130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Puja Dey Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 11/12/2025.Puja Mondal (Old name) and Puja Dey Mondal (New name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Meherunnesa Khatun, W/O- Sekh Badar Alam resident of Vill- Barabali Danga, P.O.-Sripalli, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, shall henceforth be known as 'MST MEHERUNNESA KHATUN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/12/2025. That Meherunnesa Khatun and MST Meherunnesa Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nasim Ali Mollick, S/O- Abdur Rob Mallick resident of Vill- Mira Para, P.O.-Ilsara, P.S.-Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713166, shall henceforth be known as 'NASIM ALI MALLICK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 10/12/2025. That Nasim Ali Mollick and Nasim Ali Mallick both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Hasan Ali Sha MD, S/O- Jakiriya Sha resident of Vill- Ramkrishnapur, P.O.-Dasghara, P.S.-Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-712402, shall henceforth be known as 'HASAN ALI SHA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 10/12/2025. That Hasan Ali Sha MD and Hasan Ali Sha both are same and one identical person.

ন্যায্য মূল্যহীনতার দংশন-আখ চাষে ব্যাপক ক্ষতি

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু বছর ধরে আখ অন্যতম লাভজনক নগদ ফসল হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কৃষকদের সব হিসেব-নিকেশ বদলে দিচ্ছে। উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, সেচের জলের সংকট বাড়ছে, অথচ বাজারে ন্যায্য মূল্য মিলছে না-ফলে আখ চাষ থেকে কৃষকেরা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। জেলার বড়এ্ঞা, ভরতপুরসহ বিভিন্ন ব্লকে এখন আখ চাষ কার্যত সংকটের মুখে। কৃষকরা বাধ্য হয়ে বিকল্প হিসেবে আলু, ধান ও অন্যান্য স্বল্প-সময়ের ফসলের দিকে ঝুঁকছেন। কৃষকদের অন্যতম বড় অভিযোগ-আখ উপাদনে শ্রম ও সময় লাগে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু আয় আসে সবচেয়ে কম। স্থানীয় চাষিরা জানিয়েছেন, আখ রোপণ থেকে সম্পূর্ণ ফসল প্রস্তুত হতে ১০ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে একটানা সেচ, শ্রমিক খরচ, সার, বীজসহ সবদিক থেকেই ব্যয় চড়ে যায়।একদিকে জলাভাব, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয়-দুটি সমস্যাই আখ চাষে বড় বাধা হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদের কৃষকদের ভাষায়, ফসল তুলতে এতো সময় লাগে যে এক বছরের মধ্যে ওই জমিতে আর কোনো চাষ করা যায় না। অথচ শেষে যে দাম পাই, তাতে খরচই ওঠে না। কান্দির মহকুমা কৃষি উপ-অধিকর্তা পরেশনাথ বল জানিয়েছেন- কান্দি মহকুমায় সবচেয়ে বেশি আখ উৎপাদন হয় বড়এ্ঞা থানায়, এরপর ভরতপুর ব্লকে। এ বছর দুই ব্লক মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছে। কিন্তু লাভ কম হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে আখ চাষের আগ্রহ কমছে। তিনি আরও জানান, যদি একই জমিতে সারা বছর ধরে ধান, আলু বা অন্যান্য দ্রুত-বর্ধনশীল ফসল চাষ করা হয়, কৃষকেরা দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা পান। তাই চাষিরা ধীরে ধীরে আখ থেকে সরে আসছেন। বড়এ্ঞার সুন্দরপুর, বাহাদুরপুর, কয়থা, প্যাটারি, তারাপুর, মামুদপুর ।।

CHANGE OF NAME
I I, Subal Ch.Barai father of Arindam Barai, residing at Vill Baralia Road bye lane, P.O. Hijalkukuria, P.S. Habra, Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as Subal Barai as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No 12050 dt. 1/12/2025. Subal Ch. Barai and Subal Barai both are one and same identical person.

প্রৌঢ়কে সন্দেহের বশে খুনের অভিযোগ ভাই ও ভাইপোর বিরুদ্ধে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ ডিসেম্বর ঃ গাছ থেকে বেগুন তুলে রান্না করে খেয়েছেন এই সন্দেহে এক ব্যক্তিকে লোহার রড এবং বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তাঁর নিজের ভাই এবং ভাইপোর বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার অন্তর্গত বিদুপুর কলোনি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শাহজামাল মণ্ডল (৫০)। গুরুতর আহত অবস্থায় শাহজামালকে স্থানীয় সাদিখানদিয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খুনের ঘটনার পর থেকে শাহজামালের ভাই এবং ভাইপো যথাক্রমে আশরাফুল শেখ এবং এনামুল শেখ পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জলঙ্গি থানার এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি গোটা ঘটনাটি ক্ষণিকের বচসা থেকে শুরু হয়। মারামারির ঘটনাটি যখন ঘটে সেই সময় মৃতের এক বোন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুই ভাইকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ঝগড়ার সময় হঠাৎ করে আশরাফুল এবং এনামুল, শাহজামালকে বাঁশ এবং লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। আহত হয়ে শাহজামাল পড়ে গেলে তাঁকে গ্রামবাসীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শাহজামালের মানসিক সমস্যা রয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে শাহজামালের স্ত্রীর এই কারণে তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে নিয়েছেন। শাহজামালের এক ছেলেও বর্তমানে বিয়ে করে অন্যত্র থাকেন। বিদুপুর কলোনি গ্রামে বর্তমানে শাহজামাল একাই বাড়িতে থাকেন। আর্থিক মানসিক ভারসাম্যহীন শাহজামাল প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে খাবার খেতেন। এরপর দিনের শেষে যে যা দিত তাই খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানিয়েছেন, যে বেগুন গাছটিকে নিয়ে শাহজামালের সঙ্গে তাঁর ভাই এবং ভাইপোর ঝগড়া সেই গাছটির মালিক তিনজনের মধ্যে কেউ নয়। বেগুন গাছটি শাহজামালের বড় দাদা নাজির শেখের বাড়ির গাছে। গত কয়েকদিন ধরে ওই গাছে কয়েকটি ছোট ছোট বেগুন ধরেছে। নিজের বাড়ির গাছের বেগুন ভেজে খাবেন এই পরিকল্পনা শাহজামাল, এনামুল, আশরাফুল সকলেই করেছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বেগুন গাছে একটি বেগুন কম দেখতে পেয়ে আশরাফুল এবং এনামুলের মনে সন্দেহ হয় সেই বেগুনটি বুধবার রাতে শাহজামাল রান্না করে খেয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। সেই সময়েই শাহজামালের উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা আক্কাস আলী মণ্ডল বলেন, ওই গাছ থেকে আদৌ বেগুন তোলা হয়েছিল কি না সেই বিষয়ে আমরা কেউই নিশ্চিত নই। আজ সকালে আমি যখন চায়ের দোকানে বসেছিলাম সেই সময় কয়েকজন খবর দেয় শাহজামালকে মারধর করা হচ্ছে। এরপর গ্রামবাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে মৃত্যু হয় শাহজামালের। পরিবারের দুই সদস্য আশরাফুল এবং এনামুল তাঁকে লোহার রড এবং বাঁশ দিয়ে মারধর করেছে।

বুনো হাতির হানা! তছনছ করছে ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১১ ডিসেম্বর ঃ বুনো হাতির আতঙ্কে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমান্তবর্তী ঝালদা ও বাঘমুন্ডি ব্লকের মধ্যে খামার ও কালিমাটি বীট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে বুনো দাঁতালের দল। যেখানে-সেখানে চাষের জমিতে তাণ্ডব চালাচ্ছে তারা। ইতিমধ্যেই হেসলা, কর্মাডি, পুন্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় তাণ্ডব চালানো হয়ে গেছে। এবার নওয়াডি গ্রামে চাষের জমিতে হানা দিল তারা। এতেই কপি, পালং শাক, টমেটো, বিনস সহ বিভিন্ন সবজির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাথায় হাত পরেছে চাষীদের। ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবেন তা বুঝে উঠতে পারছে না কৃষকরা। এই বিষয়ে এলাকার চাষীরা বলেন, হঠাৎ করেই দেখেন আনুমানিক ৭-৮ টি হাতির একটি দল এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে। জমির ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে হাতিগুলি। সেই দলে ছোট শাবকও রয়েছে। হাতির তাণ্ডবে বিপাকে পড়তে হয়েছে, আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। এই ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করছেন তাঁরা। বুনো হাতির দাপটে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে বাঘমুন্ডি বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষদের। এই হাতির দল গোটা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এতে গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বনবিভাগের পক্ষ থেকে সমস্ত দিক থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামে, গ্রামে মাইকিং করে প্রচার করা হচ্ছে।

মহাকাল সাফারির সময় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালচিনি, ১১ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গল খোলার প্রায় দুমাসেরও বেশি সময় পর চালু হয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মহাকাল সাফারি। তবে এই সাফারির সময় পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পুরোপুরি খুশি হতে পারছেন না পর্যটক থেকে শুরু করে বনের গাইড এবং পর্যটন ব্যবসায়ীরা। জয়ন্তী নদী ও পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে চলে মহাকালের সাফারি। পর্যটকদের অত্যন্ত পছন্দের একটি সাফারি এটি। বর্তমানে ডুয়ার্স তথা আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে ঝকঝকে আকাশ, ঠান্ডার আমেজ রয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখা মিলছে বক্সা ও ভুটান পাহাড় চূড়ার। এই সময় মহাকাল সাফারির উপযুক্ত সময়। জঙ্গল খোলার পর যদিও বন্ধ ছিল সাফারি। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে মহাকাল সাফারি খুলে যাওয়ার খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। মহাকাল সাফারি চালু হলেও এখনও বন্ধ রয়েছে বক্সার চুনিয়া সাফারি। যদিও, সেটি শীঘ্রই খুলবে বলে বনদফতরের তরফে জানানো হয়। পাশাপাশি, মহাকাল সাফারির সময়ও পরিবর্তিত হয়েছে বলে দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তাদের দাবি, পূর্বে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই সাফারি চালু থাকলেও, এখন সকাল ৬টা থেকে ১১টা এবং দুপুর ২.৩০ থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত চালু থাকবে এই সাফারি। যা নিয়ে কিছুটা অসন্তুষ্ট স্থানীয় গাইড থেকে শুরু করে পর্যটকরা। তাঁদের কথায়, মহাকালে শুধু সাফারি নয়, অনেকে পাহাড়ে শিব মন্দিরে পুজো দিতেও আসেন। ফলে অন্যান্য সাফারির চেয়ে কিছুটা সময় সাপেক্ষ এই সাফারি। ফলে নির্দিষ্ট কোনও সময় ধরে না দিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই সাফারি খোলা রাখলে পর্যটকদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

পূর্ব বর্ধমানে বাড়ছে বুথের সংখ্যা, বিশেষ পর্যবেক্ষকের নির্দেশে নতুন পাঁচটি বুথ নির্মাণের প্রস্তুতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর কাজের তদারকি করতে এসে পূর্ব বর্ধমানে নতুন বুথ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক কৃষ্ণকুমার নীরালা। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বলে প্রশাসনকে জানিয়ে দেন তিনি। বৃহস্পতিবার জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বিশেষ পর্যবেক্ষক। জেলাশাসক আয়েষা রানী এ (আই এ এস) সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক, বিএলও এবং রাজনৈতিক দলের বিএলএ-২ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের খতিয়ান, মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি ও বুথ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের যাবতীয় খুঁটিনাটি ও ফর্ম নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করার নির্দেশও দেন পর্যবেক্ষক। বর্তমানে পূর্ব বর্ধমানে মোট বুথ সংখ্যা ৪,৫০৬। ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার জেলায় আরও ৬৫২ টি নতুন বুথ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অবিলম্বে পাঁচটি বুথ তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন পর্যবেক্ষক কৃষ্ণকুমার নীরালা। সূত্রের খবর, চলতি বছরের জুন মাসেই পূর্ব বর্ধমানে বুথ বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা কমিশন জানিয়েছিল। বুধবারের বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে জানিয়ে দেন পর্যবেক্ষক। বৃহস্পতিবার তিনি জেলাশাসক ও আধিকারিকদের নিয়ে গুসকরা,

আউশগ্রামসহ জঙ্গলমহলের নানা অঞ্চল ঘুরে দেখেন। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলে নতুন বুথ তৈরির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করেন। পর্যবেক্ষক স্পষ্ট জানিয়েছেন- আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন বুথ গঠনের কাজ শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে যেখানে ভোটার সংখ্যা বেশি, সেখানে পুরনো বুথের পাশেই নতুন বুথ তৈরি করা হবে। পূর্ব বর্ধমান প্রশাসন ইতিমধ্যেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে।

যানজট-যাত্রী অসুবিধা থেকে মুক্তি চাই! স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের দাবিতে সরব আড়ষাবাসী

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ১১ ডিসেম্বর ঃ পুরুলিয়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্লক আড়ষা। নিত্য প্রয়োজনে বা কর্মসূত্রে বহু মানুষ আড়ষা থেকে পুরুলিয়া আসেন। আবার অনেককে পুরুলিয়া থেকে আড়ষা যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া মুরগুমা পর্যটন কেন্দ্র যেতে গেলে আড়ষা হয়েই যেতে হয় পর্যটকদের। সেই সঙ্গেই অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার শর্টকাট রাস্তাও এই আড়ষা হয়েই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই ব্লকের কোনও স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড নেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়েই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। রাস্তার যেখানে সেখানে বাস দাঁড়িয়ে পড়ে। এতে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের। অসুবিধায় পড়তে হয় পর্যটকদেরও। তাই এলাকাবাসীরা চাইছেন, আড়ষায় স্থায়ী একটি বাসস্ট্যান্ড তৈরি করা হোক। যাতে প্রতিনিয়ত যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের সুবিধা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড না থাকার কারণে তাঁদের অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ঝড়-বৃষ্টি বা শীতের দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাসের জন্য। এছাড়া যেখানে সেখানে বাস দাঁড়িয়ে গেলে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। এই রাস্তার উপর দিয়ে প্রায় ১০-১২টি গ্রামের মানুষ নিত্য যাতায়াত করেন। এছাড়াও অযোধ্যা পাহাড়ে যাতায়াতের জন্য বহু মানুষ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরা চাইছেন, তাঁদের এলাকায় একটি স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড গড়ে উঠুক। এই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো বলেন, আড়ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বহু মানুষ এই এলাকার উপর দিয়ে মুরগুমা জলাধার ও অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে যান। গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় যদি বাসস্ট্যান্ড হয় তাহলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। এলাকাবাসীরা লিখিতভাবে জেলা পরিষদের আবেদন জানালে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে জেলা পরিষদ। আড়ষা এলাকায় বাসস্ট্যান্ড তৈরি হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে বাসস্ট্যান্ড তৈরির আবেদনও জমা করা হয়েছে। স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের আশায় দিন গুনছে আড়ষাবাসী।

সুন্দরবনের ধাঁচে উত্তরবঙ্গের প্রথম নিরাপত্তা বেষ্টনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর ঃ সুন্দরবনের ধাঁচে উত্তরবঙ্গের প্রথম নিরাপত্তা বেষ্টনী। উত্তরবঙ্গে লেপার্ড আক্রমণ ঠেকাতে সুন্দরবনের মডেলে নাইলন ফেন্সিং ও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিল বন দফতর। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকায় লেপার্ডের হানা নতুন নয়। গত কয়েক বছরে কলাবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী চা-বাগানগুলিতে একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনা আতঙ্ক বাড়িয়েছে

শ্রমিক মহল্লায়। অবশেষে সেই দু ঃস্বপ্ন ঠেকাতে সুন্দরবনের পথ অনুসরণ করল বন দফতর। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার উদ্যোগে কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাস লাইন এলাকায় বসানো হল ১০-১২ ফুট উঁচু নাইলনের ফেন্সিং। এর পাশাপাশি বসানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। সুন্দরবনে যেভাবে বাঘের হামলা রুখতে বিশেষ নেট ব্যবহার করা হয়, উত্তরবঙ্গে এই প্রথমবার সেই প্রযুক্তির প্রয়োগ। লেপার্ডের ত্রাস কতটা গভীর, তার প্রমাণ চলতি বছরের ১৮ জুলাইয়ের ঘটনা। সাত বছরের এক শিশুকে শ্রমিক লাইনের সামনেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল চিতা। পরে উদ্ধার হয় তার নিথর দেহ। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার পর থেকেই বন দফতর মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত থামাতে তৎপর। রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ জানান, চা বাগান থেকে সরাসরি শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে আক্রমণ করছে লেপার্ড। তাই সম্ভাব্য অঞ্চলগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে সুন্দরবনের স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি উত্তরবঙ্গে প্রথম। ফেন্সিং বসানো হয়েছে চা বাগান ও জনবসতির মাঝের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে। সঙ্গে রয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। লক্ষ্য, যেন চা গাছের আড়াল ভেঙে আর কোনও লেপার্ড মানুষের বসতিতে ঢুকতে না পারে। স্থানীয়দের মতে, এই ফেন্সিং অন্তত মানসিক নিরাপত্তা দেবে। এখন তাদের আশা, এই উদ্যোগে অন্তত হামলার সংখ্যা কিছুটা কমবে। বন দফতর জানিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য মিললে ভবিষ্যতে চিতা-প্রবণ অন্যান্য এলাকাতেও একই ধাঁচে ফেন্সিং ও ক্যামেরা বসানো হবে। মানুষ ও বনের সহাবস্থানে নতুন পথ দেখাল উত্তরবঙ্গ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসজিডব্লু.২৭২/২৫২/টি১/৬৩, তারিখ ১০.১২.২০২৫। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ন্যূনতম যোগ্যতামান পূরণকারী এবং সমপ্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এরূপ অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে দুই প্যাকেট প্রণালীতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **অবস্থান সহ কাজের নাম:** ইআই দ্বারা বেলুড়ের পুরনো ও জরাজীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিংয়ের প্রতিস্থাপন । **কাজের আনুমানিক ব্যয় :** ১৭,৩৭,০৪,৭৮২.২৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি:** ১০,১৮,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা:** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা :** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৩০ দিন। **অনলাইনে টেন্ডার নথিপত্র জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় :** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট ঠিকানা, টেন্ডার নথিপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় :** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-তে ১০.১২.২০২৫ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় (কারিগরী বিড - ট্যু প্যাকেট সিস্টেম) :** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিড জমা করা যাবে :** বিড কেবলমাত্র অনলাইনেই জমা করা যাবে। ই-টেন্ডার প্রণালীতে অংশগ্রহণ করতে টেন্ডারদাতাগণকে ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) অর্থাৎ www.ireps.gov.in সাইটে অবশ্যই রেজিস্টার করতে হবে। আবশ্যিক পরিবর্তন, সংশোধনী/সংযোজনী, যদি প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র এই সাইটেই পোস্ট করা হবে। বন্ধের তারিখ ও সময় অবধি দরদাতারা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বিড/অফার অনুমোদিত নয়। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে বর্জন করা হবে। (CON-54/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ২২৮_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এসএসই/পি.ওয়ে/বিএমজি-র অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (আপ এইচবিসি - ২/০-৬/০, আপ এমএল, ডাউন এমএল ও রিভ এমএল - ২/০-৬/০ ও এসওয়াইএই ও ইএমইউ কারশেড ও বিইকিউ ইয়ার্ড । **আনুমানিক ব্যয়:** ১,১৬,৬৪,৩২৮.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,০৮,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ২২৯_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.১২.২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে লাইন নং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯-এর সম্প্রসারণ এবং ঝিল সাইডিংয়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,১৫,৩০,১১০.৮৩ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,০৭,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-453/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১১ ডিসেম্বর ঃ সীমান্তে পাচারের আগেই নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গঙ্গারামপুর থানার আশ্রমঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃতদের এদিন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আইনুর রহমান এবং জয়নাথ গুপ্তা। তাঁদের কাছে থেকে ১৫৪ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট, ২১ হাজার টাকা নগদ ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ডব্লু_এলএলএইচ_২৩_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় ৩৬ মাস মেয়াদের জন্য স্ট্রিপিং, ফিটিং, চালুকরণ, পরীক্ষণ ও পরিবহন সহ এলএইচবি হট বাফেট কোচ, এলএইচবি ২-টিয়ার ও এলএইচবি ৩-টিয়ারের সাব-প্যান্ট্রি উপকরণ, এলএইচবি শতাব্দী চেয়ার কার, এলএইচবি ১ম এসি, আইসিএফ নন-এসি প্যান্ট্রি, এলএইচবি নন-এসি চেয়ার কার এবং বিভিন্ন ধরনের আরএ ও আরই (সেলুন) কোচে প্যান্ট্রি উপকরণের সম্পূর্ণ ওভারহলিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ২,২৩,২৮,৯৭৯.০২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৬১,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in (MISC-326/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/244/APAS/2025, Date:- 09/12/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for **4 (Four)Nos**. different works. Bid submission start date (online):-**10.12.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):- **19.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID- **22.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of the Banharishpur Gram Panchayat
(under Panchla Panchayat Samity)

Online application are invited on behalf of Pradhan, Banharishpur GP for 'AMADER PARA AMADER SAMADHAN' Schemes at different booth under Banharishpur GP. For more details Please visit website **www.wbtenders.gov.in**
Last date of application 20.12.25.

Sd/-Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/243/APAS/2025, Date:- 09/12/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 5(Five) Nos. work: Construction of concrete road at 4 (Four) different places and Construction of Toilet. Bid submission start date (online):-**10.12.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):-**19.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**22.12.2025, 01.10 PM AND** ii) FINANCIAL BID- To be notified later. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

NOTICE
(Publication Notice in Petition under the Indian Succession Act, 1925)
In the Court of Ld. District Judge at Jalpaiguri

O.C Suit No. 7/2025
(Arising out of Misc Judicial (Probate) Case No. 64/2024)
Chhandoraj Das... Petitioner
Publication issued to: General Public

WHEREAS An application for the grant of probate of the Will dated 27/07/2022 executed by the deceased, Dipti Sarkar (Deceased) wife of Late Plaban Sarkar @ Sanjib Sarkar lastly resided at Deshbandhu Nagar, Ward No.13, Goli No. 10, Post Office- Jalpaiguri, Dist- Jalpaiguri, West Bengal, PIN-735101, who passed away on 08/09/2024 in respect of immovable property the details of which is given hereunder in Schedule has been made before this court by Sri. Chhandoraj Das, S/O Dipak Kumar Das, resident of Debnagar, near 73 More, P.O- Debnagar, Dist-Jalpaiguri, West Bengal. Notice is issued in the name of General Public that in case anybody has any objection for the grant of probate, he/she can file objections to the same on or before 15.01.26 failing which the petition shall be decided in accordance with law.

SCHEDULE

Landed property and permanent structure thereon situated within District- Jalpaiguri, Additional District Register, Jalpaiguri, Pargana-Baikunthapur, Mouza- Kharia, Sheet No. 25, Pargana, J.L No. 7, Khatian No. 7197, Plot No. 1974, Land measuring 6 Katha. Land butted and bounded by; North: Land of Moumita Roy, East: PWD Road, South: PWD Road, West: House of Kankan Dhar.
Given under my hand and seal of the Court, this 9 th day of Dec 2025

Sharistadar
Ld. District Judge
Jalpaiguri

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: **1. NIT No:- 08/SBM-G/25/Dev.(2nd Call),** Date: 10.12.2025 under SBM – G, vide **Memo No: 4746(40)/Eng./Dev.,** Dated: 10.12.2025, Total No. of Scheme 05 (five) nos. Last date of Application : **17.12.2025 upto 06.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

1. E.N.I.T No-31/SGP/APAS/2025-2026 Memo no-475/SGP, Dated: 10/12/2025. 2. Last date of Dropping online tender paper: **24.12.2025 up to 4.00 pm**. 3. Date of opening online tender paper **26.12.2025 up to 4.00 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

এসএনটিপি সালাকাটি য়ার্ডে ট্র্যাফিক ইন্টারলকিং গেটের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৯-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৭-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ** এসএনটিপি সালাকাটি য়ার্ডের ইন্টারলকিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএনটিপি সালাকাটি য়ার্ডে ২ টি ট্র্যাফিক ইন্টারলকিং গেটের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৮,১০,২৮৪.৪৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৬,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০১-২০২৬ তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সালাকাটি স্টেশনের এনটিপিসি ইয়ার্ডে সুইচ পরিবর্তন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ২৮-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম ঃ** ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন সালাকাটি স্টেশনের এনটিপিসি ইয়ার্ডে ১ ইন ৮.৫ সুইচেস পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্য:** ৬৬,০০,৯৮২.৯৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৩২,০০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 02/HCSD-III of 25-26 of the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application & Dropping and opening on **18.12.2025 up to 3.00 PM** others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction Sub-Division No-III
Nalikul, Hooghly

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/036(e)/2025-26 Date: 09/10/2025
9. Tender ID no.- 2025_MAD_918957_9 (SL-09). The bid Submission Closing date is hereby extended up to 30-12-2025 in place of **08-12-2025.** Date Corrigendum 3 published. For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/245/APAS/2025, Date:- 09/12/2025

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for **4 (Four)Nos**. different works. Bid submission start date (online):-**10.12.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):- **19.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID- **22.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-84/2025-26 (SL No-08 & 09), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-85/2025-26 (SL. No-01 & 02) Tender id is- 2025_MAD_949094_8, 2025_MAD_949094_9. 2025 _MAD_949349_1 & 2025_MAD_949349_2,** Bid Submission closing date (Online)- **09/01/2026 instated of 10/12/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **12/01/2026 instated of 12/12/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the BUDHAKHALI Gram Panchayat

Notice Inviting Tender No.- 310/BGP/2025, Date: 10/12/2025

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the total **30 (Thirty) Nos.** different works under Source of Fund: APAS. Last date of submission of Tender Form on or before **19/12/2025 up to 10.30 am.** Date of Opening of Tender **22/12/2025 at 11.00 am.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Budhakhali Gram Panchayat

Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/12/1988/APAS/2025-26, Dated-04/12/2025 has been floated **94 nos** scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
2. e-Tender Reference No-P-I/13/2042/EO/APAS/2025-26, Dated-05/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5000041_1 to 45** has been floated **45 nos**, scheme at different places under Purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
3. e-Tender Reference No- P-I/14/2043/EO/APAS/2025-26, Dated-05/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5000049_1 to 45** has been floated **45 nos.** scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
4. e-Tender Reference No-P-I/15/2044/EO/APAS/2025-26, Dated-05/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5000053_1 to 55** has been floated **55 nos.** scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
5. e-Tender Reference No-P-I/16/2045/EO/APAS/2025-26, Dated-05/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5000063_1 to 55** has been floated **55 nos**, scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
6. e-Tender Reference No-P-I/17/2046/EO/APAS/2025-26, Dated-05/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5000074_1** has been floated **67 nos** scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
7. e-Tender Reference No-P-I/18/2151/APAS/2025-26, Dated-10/12/2025 has been floated **22 nos.** scheme at different places under purbasthali I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
8. e-Tender Reference No-P-I/19/2151/EO/APAS/2025-26, Dated-10/12/2025 Tender ID: **2025_ZPHD_5001187_1 to 62** has been floated **62 nos.**, scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26)

Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and Block office notice board

Sd/-Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 250/SEGP/2025 & 251/SEGP/2025 Date:- 09.12.2025

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor for total 03(Three) Nos. different works. Date of Publishing **10.12.2025 at 18:00 pm.** Date of Sale of Tender Form **10/12/2025 18:00 pm to 09/01/2026 18:00 pm.** Date of dropping of Sealed Tender Form up to **09/01/2026 (up to 18.00 Hrs)**. Date of Opening of Bid on **10/01/2026 at 12:00 pm**. For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.**

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/ ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmogov.in

কাগজে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

No.: WB-31/TN/ED/EOB/2025-2026 Date: 10.12.2025

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচ.এম.সি সেন্ট্রাল অফিসে ১ (এক)টি পরিষেবা কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং অন্যান্য যোগ্যতার প্রমাণপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ১০.১২.২০২৫, সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in।

২২৮(১) / ২৫-২৬
১১।১২ ।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

গ্রিহুম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৬ষ্ঠ তলা, বি বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুয়েনো, লোহেগাঁও, পুনে, মহারাষ্ট্র-৪১১০১৪ শাখা কার্যালয়ঃ তৃতীয় তলা, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি.টি. রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০৩৩৫

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সারফেইসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সংক্ষেপে 'আইন') এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ নং বিধি অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **গ্রিহুম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড** (যা অতঃপর আইন অনুসারে 'সুরক্ষিত পাওনাদার' হিসাবে উল্লিখিত) এর কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং আইনটির ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ অনুযায়ী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর ৮ ও ৯ নং বিধিসহ পঠিত আইনটির ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি **১২-০১-২০২৬ তারিখে ই-নিলামের মাধ্যমে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যে অবস্থায় আছে', এবং 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আমরা https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই নিলাম পরিচালনা করতে যাচ্ছি। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে GHFL/ সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.grihumhousing.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

ক্রম নং	প্রস্তাব নম্বর গ্রাহকের নাম (A)	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষিত মূল্য (E)	ইএমডি (আরপি-র ১০ শতাংশ) (F)	ইএমডি সাবমিশনের তারিখ (G)	ক্রমবর্ধমান বিড (H)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	কোনো দায়বদ্ধতা / আদালতের মামলা আছে কিনা তা জানুন (K)
১	ঋণ নং HL0011H15100100 হারাধন সরকার (ঋণগ্রহীতা) রিক্তা সরকার (সহ ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখঃ ৩১-০৫-২০২১ মোট পাওনাঃ ৬১২৪২৩ /- টাকা (ছয় লক্ষ বারো হাজার চারশো তেইশ টাকা মাত্র), যা ২৯-০৫-২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় এবং আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১২.৮ শতাংশ হারে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।	শারীরিক	সি.এস. খতিয়ান নং ৯৫১-এর অন্তর্ভুক্ত, সংশ্লিষ্ট আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৭০, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৯০, তৌজি নং-৭, মৌজা-রৌতারা, জোয়ানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা-কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদীয়া-৭৪১১০০৩-এর অন্তর্গত প্রায় ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত আবাসিক বাড়ি সহ সম্পূর্ণ সম্পত্তি। সম্পত্তিটির চারপাশের সীমানা নিম্নরূপ ঃ উত্তরে- সঞ্জয় মোদকের সম্পত্তি, দক্ষিণেঃ ৮ ফুট সাধারণ রাস্তা, পূর্বেঃ কমল বারুই এবং হরধন সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমেঃ সুবল বারুই এবং নিখিল বারুইয়ের সম্পত্তি।	১১৯৩৪৫৭ /- টাকা (এক লক্ষ উননব্বই হাজার চারশত সাতান্ন টাকা মাত্র)	১১৯৩৪৫.৭০/- টাকা (এক লক্ষ উনিশ হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)	**৩১-১২-২০২৫ বিকাল ৫টার আগে**	১০,০০০ /-	২৬ ।১২ ।২০২৫ (সকাল ১১টা- বিকাল ৪টে)	১২ ।০১ ।২০২৫ (সকাল ১১টা- দুপুর ২টো)	নিল
২	ঋণ নং HF0013H20100156 মিঠু মুখার্জ্জী (ঋণগ্রহীতা) প্রসাদ মুখার্জ্জী (সহ ঋণগ্রহীতা)	বিজ্ঞপ্তির তারিখঃ ১০-০৯-২০২৫ মোট পাওনাঃ ৮২১৮৩৭ /- টাকা (আট লক্ষ একুশ হাজার আটশ সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র), যা ১০-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় এবং আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৬.৩৫ শতাংশ হারে সুদ প্রযোজ্য হবে।	শারীরিক	বলপুর মৌজা, জেএল নং ৯৯, এলআর খতিয়ান নং ১৯০৮৪, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২২৪৯৮-এ অবস্থিত সম্পূর্ণ জমিটি। আরএস প্লট নং ৫৮৮৫, এলআর প্লট নং ৬৯৯৫, জমির পরিমাণ প্রায় ১.৭৫ ডেসিমেল, থানাঃ বলপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, বলপুর, জেলা বীরভূম। সম্পত্তির সীমানা- উত্তরঃ প্লট নং ৬৯৯৫, দক্ষিণঃ সীতা তিওয়ারী ও অন্যদের প্লট, পূর্বঃ এলআর প্লট নং ৬৯৯৪, পশ্চিমঃ এলআর প্লট নং ৬৯৯১। জমির শ্রেণিবিভাগঃ শালি।	১২০১২৭৯ /- টাকা (বারো লক্ষ এক হাজার দুইশত উনআশি টাকা মাত্র)	১২০১২৭.৯০/- টাকা (এক লক্ষ বিশ হাজার একশত সাতাশ টাকা নব্বই পয়সা মাত্র)	**৩১-১২-২০২৫ বিকাল ৫টার আগে**	১০,০০০ /-	২৬ ।১২ ।২০২৫ (সকাল ১১টা- বিকাল ৪টে)	১২ ।০১ ।২০২৫ (সকাল ১১টা- দুপুর ২টো)	নিল

ইচ্ছুক দরদাতা / ক্রেতাদের সুরক্ষিত পাওনাদার শাখা এবং নিলামের সম্পত্তি পরিদর্শন করার এবং দরপত্র জমা দেওয়ার আগে অতিরিক্ত চার্জ, দায়বদ্ধতা এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে নিজে অনুসন্ধান করে সমস্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ / জলের বিল এবং অন্য কোনো পাওনা, যদি থাকে, তা সফল দরদাতাকেই নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিশোধ করতে হবে।

আগ্রহী দরদাতাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান C1 India PVT LTD-এর কাছ থেকে আগে থেকেই পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে, যা ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। ঠিকানা- প্লট নং-৬৮, ৩য় তলা, গুরগাঁও, হরিয়ানা-১২২০০৩। হেল্পলাইন নম্বর- ৭২৯১৯৮১১২৪,২৫,২৬। সাপোর্ট ইমেল আইডি - Support@bankeauctions.com। যোগাযোগ ব্যক্তি - ধরণী পি, ইমেল আইডি- dharani.p@c1india.com, যোগাযোগ নম্বর- ৯৯৪৮১৮২২২২। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সম্ভাব্য দরদাতারা শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকেই ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইচ্ছুক ক্রেতা / দরদাতাকে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি)-এর পরিমাণ NEFT/RTGS/DD-এর মাধ্যমে GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED - AUCTION PROCEEDS A/C অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। ব্যাংক- ICICI BANK LTD, অ্যাকাউন্ট নম্বর- ০৯১৫৫১০০০০২৮ এবং IFSC কোড- ICIC0000915, ICICI Bank Ltd, Panchshil Tech Park, Near Ganapathi Chowk, 43/44 Viman Nagar - 411014, যা যেকোনো জাতীয়করণকৃত বা তফসিলি ব্যাংকের উপর অঙ্কিত হতে হবে, ৩১-১২-২০২৫ তারিখের মধ্যে। এছাড়াও, https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে ই-নিলামের উপর প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের পর, ইচ্ছুক ক্রেতা / দরদাতাকে নিম্নলিখিত নথিগুলির অনুলিপি আপলোড করতে হবে, ইমেল করতে হবে এবং স্ব-প্রত্যয়িত হার্ড কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবেঃ ১ম তলা, সানশাইন প্লাজা, শ্রীনিকেতন রোড, জাম্বনি টোল প্লাজার কাছে, বোলপুর, বীরভূম - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ। মোবাইল নম্বরঃ ৯১ ৮২৮১১৩৮১৪৩, ইমেল আইডিঃ p.a@dithgrihumhousing.com।
শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com ওয়েবসাইট দেখুন। এই বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-২০০২-এর বিধি ৮(৬) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারদের প্রতি ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।

যেকোনো ক্ষেত্রে যদি স্থানীয় ভাষার প্রকাশনা এবং ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রকাশনার বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে, তবে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুই প্রাধান্য পাবে।

তারিখ-১২ ।১২ ।২০২৫, স্থান- কলকাতা

স্বা /- অথোরাইজড অফিসার, গ্রিহুম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বড় রদবদলের ইঙ্গিত!

‘এ প্লাস’ থেকে নামতে পারেন বিরাট-রোহিত

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ দেশের ক্রিকেটমহলে তুমুল জল্পনা-বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার বার্ষিক বেতন কমাতে পারে বিসিসিআই। একধাক্কায় তাঁদের বেতন কমে যেতে পারে প্রায় ২ কোটি টাকা। ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরে ঘনিয়ে ওঠা এই সংকেত ঘিরে চর্চার শেষ নেই। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা ‘এ প্লাস’ ক্যাটেগরিতে থেকে সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত ক্রিকেটারদের তালিকায় ছিলেন। কিন্তু ফরম্যাট-পরিবর্তন ও সাম্প্রতিক অবসরের সিদ্ধান্ত তাঁদের ভবিষ্য বেতন কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। টেস্ট ও টি-২০ ফরম্যাট ছো। এখন কেবল ওয়ানডে খেলছেন বিরাট ও রোহিত। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুরন্ত ব্যাটিং করেন বিরাট, হন সিরিজসের সেরা। রোহিতও আছেন ভালো ফর্মে। তবুও বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, তিন ফরম্যাটে নিয়মিত খেলেন এমন ক্রিকেটাররাই ‘এ প্লাস’ পর্যায়ে থাকেন। বিরাট-রোহিত টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন আগেই, পরে টেস্ট থেকেও সরে দাঁড়ানোয় তাঁরা এখন জাতীয় দলে কেবল এক ফরম্যাটের ক্রিকেটার। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বেতন কি আগের মতোই থাকা উচিত? বোর্ডের অংদরে উঠেছে সেই প্রশ্নই। শোনা যাচ্ছে, পরবর্তী কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কোহলি ও রোহিতকে নামিয়ে আনা হতে পারে গ্রেড ‘ যেখানে বার্ষিক বেতন ৫ কোটি টাকা আর ‘এ প্লাস’-এ বেতন ৭ কোটি। ফলে কমতে পারে ২ কোটি টাকা। চলতি বছরের এপ্রিলে বিসিসিআই কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করে। সেই তালিকায় সব ফরম্যাট না খেললেও বিশেষ বিবেচনায় বিরাট-রোহিতকে ‘এ প্লাস’ ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা। কিন্তু মে মাসেই দু’জন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলে বোর্ডের কাছে অবস্থান বদলানো ছাড়া উপায় থাকছে না। সূত্রের দাবি, জাদেজা থাকবেন ‘এ প্লাস’-এ। কিন্তু দুই সিনিয়র তারকার নাম ‘বি ক্যাটেগরিতে নেমে যেতে পারে। সেই জায়গায় উঠে আসতে পারেন শুভমান গিল। কেন্দ্রীয় চুক্তির বর্তমান কাঠামোঃ গ্রেড এ (৭ কোটি টাকা),রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জশপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা, গ্রেড এ (৫ কোটি টাকা) মহম্মদ সিরাজ, কেএল রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ শামি, ঋষভ পন্থ, গ্রেড বিঃ সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার। গ্রেড সিঃ রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা, রুতুরাজ গায়কোয়া।, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর,মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পাতিদার, ধ্রুব জুড়েল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা। বোর্ডের যুক্তি-‘এ প্লাস’ অবস্থান শুধুই তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটারদের বোর্ডের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, কেন্দ্রীয় চুক্তির ভিত্তিভূমিই হল- তিন ফরম্যাটে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ, বছরজু। দেশের জার্সিতে নিয়মিত পারফরম্যান্স, দলের স্ট্র্যাটেজিতে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা। বিরাট-রোহিত এই তিনটি মানদণ্ডের মধ্যে দুটিতে আর পড়ে না। ফলে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তাঁদের বেতন কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় এসেছে। যদিও বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু ঘোষণা করেনি। কিন্তু বোর্ড সূত্রের খবর অনুযায়ী, সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। বেতন কমানোর সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার অবদান অনন্য। কিন্তু বিসিসিআই কেন্দ্রীয় চুক্তির নিয়ম কঠোর করলে তাঁদের নাম ‘ প্লাস’ থেকে ‘ ক্যাটেগরিতে নেমে যেতে পারে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলে স্পষ্ট হবে দুই মহাতারকার নতুন অবস্থান। আপাতত ক্রিকেটমহল অপেক্ষায়-বোর্ড কোন পথে হাঁটে।

ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ‘বদ অভ্যাস’-এর অভিযোগ! জাডেজার স্ত্রীর

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ রবীন্দ্র জাডেজার স্ত্রী ও গুজরাট সরকারের বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী রিভাবা জাডেজা হঠাৎ করা এক মন্তব্যে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে তীব্র আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। স্বামীর চরিত্র, অভ্যাস ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা সরাসরি টিম ইন্ডিয়ার অন্যান্য ক্রিকেটারদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। আর সেই মন্তব্যই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রিভাবা বলেন- স্বামী রবীন্দ্র জাডেজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কারণে লন্ডন, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া-হাজারো দেশে ভ্রমণ করেছেন, প্রচুর মানুষ ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসেছেন। অথচ, তাঁর বক্তব্য- জাডেজা কখনও কোনও নেশা করেন না, কোনও ভুল কাজে জড়ান না, অসৎ অভ্যাসেও লিপ্ত নন। এ পর্যন্ত সবই ইতিবাচক ছিল। কিন্তু বিতর্ক শুরু হয .পরের লাইনেই। রিভাবার মন্তব্য- টিম ইন্ডিয়ার বাকি প্লেয়াররা কিন্তু এ রকম নন। অনেকেই ভুল কাজ করেন। তিনি ঠিক কী ধরনের ‘ কাজ’ বা ‘ অভ্যাস’-এর কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট না করলেও ইঙ্গিত এতটাই তীব্র ছিল যে মুহূর্তে খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্রিকেটবিশ্বে চলতে থাকে তুমুল আলোচনা-বিতর্ক।রিভাবা আরও বলেন- জাডেজাকে কেউ ভুল কাজ করতে বাধা দেয় না। চাইলে তিনিও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের দায়িত্ব বোঝেন, তাই কখনও ভুল পথে হাঁটেন না। এই মন্তব্যে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়-তিনি স্বামীর চরিত্রগত দঢ়তাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি দলের অন্যান্য সদস্যদের দিকেও আঙুল তুলেছেন, যা সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিভাবা শুধু কোনও ক্রিকেটারের স্ত্রী নন, তিনি একজন মন্ত্রী, গুজরাট সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে। ফলে তাঁর কথার প্রভাব বা গুরুত্ব সাধারণের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে- এ ধরনের মন্তব্য সহজেই দলের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে সংঃদহ তৈরি করে। খেলোয়াড়দের সম্মান ও ব্যক্তিগত পরিসর আঘাত করতে পারে। জাতীয় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও জোর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন-যদি কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা বা নাম না থাকে, তাহলে এত গুরুতর অভিযোগ করা কতটা যুক্তিযুক্ত? রাভিক জাডেজা বর্তমানে টেস্ট সিরিজের বাইরে থাকায় জাতীয় দলের সঙ্গে নেই। IPL ২০২৬-এ তাঁকে রাজস্থান রয়্যালস-এর হয়ে খেলতে দেখা যাবে, যেখানে তিনি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন।এখন প্রশ্ন-দলের সহ-খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্যে কি জাডেজা স্বচ্ছন্দ থাকবেন? তিনি কি প্রতিক্রিয়া দেবেন? নাকি বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন? ক্রিকেটমহলের নজর এখন তাঁর দিকেই। অনেকেই বলছেন-মন্ত্রী হওয়ার পর রিভাবা এখন জনসমক্ষে আরও সতর্ক হওয়ার কথা। তবুও তাঁর বক্তব্যে যে ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা রাজনৈতিক মঞ্চে যেমন বিতর্ক তৈরি করেছে, তেমনি ক্রিকেট দুনিয়ায়ও প্রশ্ন তুলেছে।

কারও মতে, তিনি স্বামীর সততা ও শৃঙ্খলাকে তুলে ধরতেই এমন মন্তব্য করেছেন, আবার অনেকে মনে করছেন-এ ধরনের বিবৃতি টিম ইন্ডিয়ার ঐক্য ও সম্মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। রিভাবা জাডেজার মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর প্রশংসা হলেও, তার ছায়া গিয়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্যান্য খেলোয়া।দের উপর। ‘বদ অভ্যাস’ এবং ‘ববালো কাজ’-এই শব্দবন্ধ যথেষ্ট অস্পষ্ট হলেও তা নিয়ে অতিরিক্ত জল্পনা তৈরি হয়েছে। এখন দেখার-জাডেজা বা বোর্ড কেউ কি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়? নাকি এই বিতর্কও কয়েকদিন পর স্তিমিত হয়ে যাবে? এক কথায়, জাডেজা পরিবারের মন্তব্য ক্রিকেট মাঠের বাইরে নতুন আচরণ-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছে।

আর্সেনালের শেষ ষোলোয় ওঠা প্রায় নিশ্চিত

ব্রুজেস, ১১ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ-বেলজিয়ান ক্লাব ব্রুজের মাঠে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। ননি মাদুয়েকের জোড়া গোলের পর, ব্যবধান বাড়ান গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। গত রবিবার প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-১ গোলে হেরে আর্সেনালের ১৮ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রায় ছেদ পড়ে। বুধবার দারুণ জয়ে ফিরে এসে সেই হতাশায় প্রলেপ দিল আর্সোনাল। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছয় ম্যাচের সবগুলোতেই জিতল আর্সেনাল। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি শেষ ষোলোতে ওঠা প্রায় নিশ্চিত করল। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে বায়ার্ন মিউনিখ। সমান ১৩ পয়েন্ট করে নিয়ে পরের তিনটি স্থানে পিএসজি, ম্যানচেস্টার সিটি ও আতালান্তা। আসরে চতুর্থ হারের পর, মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৩১ নম্বরে আছে ক্লাব ব্রুজ।

হকিতে বিশ্বকাপ জিতেছে জার্মানি

চেন্নাই, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ মেয়র রাধাকৃষ্ণণ হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ফিনালেতে এক গোলে অমীমাংসিত থাকার পর রোমাঞ্চকর ৩-২ শ্যুটআউটে স্পেনকে হারিয়ে জার্মানি তাদের রেকর্ড-বর্ধিত অষ্টম পুরুষদের হকি জুনিয়র বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে জার্মানির শ্যুটআউট জয়ে ম্যাচ সেরা জার্মান গোলরক্ষক জ্যাসপার ডিটজার আবারও সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার দলকে পডিয়ামের শীর্ষ ধাপে উঠতে সাহায্য করেন।

আইএসএল জট আরও গভীর

দিশা খুঁজতে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সব ক্লাব,সমাধানের আশায় ফুটবল দুনিয়া

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলে অনিশ্চয়তার মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। আইএসএল ঘিরে জটিলতা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ক্লাবগুলি সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসন্ন সোমবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নিজেদের অবস্থান ও সংকট তুলে ধরে করণীয় জানতে চাইবে তারা। ক্লাবগুলির বক্তব্য-অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) বারবার জানিয়েছে যে সবকিছুই বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন। ফলে ফেডারেশন কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই চূড়ান্ত দিশা পেতে আদালতকে বেছে নিচ্ছে আইএসএল ক্লাবগুলি। বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে সমস্ত আইএসএল ক্লাব। আলোচনায় অংশ নেয় ইস্টবেঙ্গলসহ সব দলই। দীর্ঘ বৈঠকে আলোচনা হয়-অচলাবস্থা কাটাতে কী করা যেতে পারে? এই আলোচনার শেষে একমত সিদ্ধান্ত হয় যে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াই এখন একমাত্র পথ। কারণ পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হচ্ছে এবং লিগ আয়োজনের অনিশ্চয়তা বা।ই চলেছে। এদিকে, ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন যে ক্লাব জোটের পাঠানো চিঠি তারা পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে এবং আগামী ২০ ডিসেম্বর এআইএফএফ-এর জেনারেল মিটিংয়ে ক্লাবগুলির প্রস্তাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হবে। বিশেষ করে চিঠির ১২ নম্বর পয়েন্টে ক্লাবগুলির দাবি-লিগটি ক্লাবগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজন করা-এই

বিষয়টিই আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বলে জানান তিনি। তবে এখানেই মূল জটিলতা। ক্লাব প্রতিনিধিরা জানেন, এই প্রস্তাব পাশ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কারণ-এই কাঠামোয় লিগ করলে ক্লাবগুলোর হাতে ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে, ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ার আশঙ্কা, খুব কম সময়ের মধ্যে এত ব। লিগ আয়োজন করাই প্রায় অসম্ভব, বড়দিন ও নিউ ইয়ারের ছুটির কারণে সময় আরও কমে যাচ্ছে। ফলে লিগ আয়োজনের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্লাবগুলির একাংশ জানাচ্ছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় ফুটবল লিগ আয়োজন করা বাস্তবসম্মত নয়। ভেন্যু, রেফারি, সম্প্রচার, লজিস্টিকস-সব মিলিয়ে প্রস্তুতির যে মাত্রা দরকার, তা এখন সেভাবে সম্ভব নয়। তাছাড়া ছোট আকারে লিগ করলেও যে পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োজন-তার প্রস্তুতিও নেই। পরিস্থিতির জট এতটাই বেড়েছে যে তুলনা করা হচ্ছে ‘বিশ বাঁও জলে’ অবস্থার সঙ্গে। তবুও লড়াইয়ে ক্লাবগুলি-শেষ ভরসা সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রেক্ষাপটে ক্লাব জোটদের মতে-এখন একমাত্র দিশা দেখাতে পারে সুপ্রিম কোর্টই। ফেডারেশনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদালতের নির্দেশ ছাড়া বর্তমান জটের সমাধান পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে করছে তারা। ফুটবল মহলেও এই পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ। আইএসএল ভারতের ফুটবলের প্রধান লিগ। দেশের সেরা ক্লাবগুলো, স্পনসর, সম্প্রচারক-সবাই অনিশ্চয়তায়। এমন অবস্থায় দ্রুত সমাধান না এলে ভারতীয় ফুটবলের বছর পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। আইএসএল-এর ভবিষ্যৎ এখন সুপ্রিম কোর্টের শব্দেই নির্ভর করছে। সোমবারের শুনানি ভারতীয় ফুটবলের জন্য হতে যাচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাব থেকে ফেডারেশন-সবাই এখন তাকিয়ে সেই দিনটির দিকে।

নিয়ম ভাঙলে জরিমানা-ঋদ্ধিমান সাহার কোচিংয়ে বদলের হাওয়া

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ খেলার দিনগুলোতেও শৃঙ্খলা, সততা এবং কঠোর পরিশ্রমে আলাদা পরিচয় ছিল তাঁর। অবসরের পর সেই দর্শনকেই কোচিংয়ের মঞ্চে এনে দিচ্ছেন নতুন মাত্রা। ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা এখন বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ। আর তাঁর হাত ধরে বদলে যাচ্ছে বাংলা ক্রিকেটের পরিবেশ-নিয়ম, শৃঙ্খলা, উসাহ-সবকিছুর মিশেলে তৈরি হচ্ছে এক নতুন সংস্কৃতি। বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দল সর্বভারতীয় ওয়ান ডে প্রতিযোগিতায় টানা আট ম্যাচ জিতে দুরন্ত এগিয়েছিল। হারতে হয় সেমিফাইনালে। কিন্তু ম্যাচ শেষে চিকার-চেঁচামেচি নয়, হতাশা নয়-ঋদ্ধিমান স্বভাবতই শান্ত। শুধু কোন ভুলে ম্যাচ হাতছা।া হল, তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ক্রিকেটারদের। কঠোরতা নয়, বুদ্ধি দিয়ে দলকে সামলান তিনি।বাংলা ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় চমক- ক্রিকেটারদের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে বোনাস দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান নিজের টাকায়। নির্দিষ্ট রান, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, দুর্দান্ত ক্যাচ।-যে কোনও অ্যাচিভমেন্টেই খেলোয়াড়রা পাচ্ছেন নগদ পুরস্কার। সহকারী কোচ দেবব্রত দাসও এই উদ্যোগে তাঁর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছেন। এটা শুধু উপার্জন নয়-এটা মানসিক উসাহ। তরুণ ক্রিকেটাররা বলছেন, এতে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বা।ছে দ্বিগুণ। ত্রিপুরার অধিনায়ক-কাম-মেন্টটর থাকাকালেও এই ‘ সংস্কৃতি’ চালু করেছিলেন ঋদ্ধিমান-তখনও নিজের উদ্যোগেই শুধু বোনাস নয়-ঋদ্ধিমান সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন শৃঙ্খলায়।

তবে তাঁর শাস্তির ধরন মজারও। প্র্যাকটিসে দেরি, টিমবাস ছাড়ার সময় মিস -হলেই দিতে হয় জরিমানা। ফল? সকালে টিমবাস ধরতে দৌড়চ্ছে ক্রিকেটার থেকে সাপোর্ট স্টাফ-যেন স্কুলের বেল বাজতে চলেছে! আবার কখনও জরিমানার টাকা দিয়ে সবাই মিলে হচ্ছে স্ন্যাকস পার্টি। কঠোরতা ও মজার এই মিশ্রণই ঋদ্ধিমান সাহার কোচিংয়ের বিশেষত্ব। শৃঙ্খলা তাঁর রক্তে-দলেও সেটাই ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ক্রিকেটার হিসেবে ঋদ্ধিমান ছিলেন শৃঙ্খলার প্রতীক। কোচ হয়েও তিনি একই পথ অনুসরণ করছেন, এবং নিজের নিয়মে শামিল করেছেন সাপোর্ট স্টাফদেরও। দলে আছেন প্রাক্তন তারকা স্পিনার উৎপল চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার অম্বরীশ মিত্র। তিনজন মিলে দল চালাচ্ছেন নিখুঁত সমন্বয়ে। নিজে খেলতে ভালোবাসতেন খোলামেলা পরিবেশ-কিন্তু তার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল অটুট। একই ভাবনাই এখন দলের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা করছেন। সিএবির নিয়মে মিডিয়ার সঙ্গে অনুমতি ছাড়া কথা বলতে না পারায় তিনি নিজের কাজ নিয়ে মুখ খোলেন না। তাঁর একটাই দর্শন-ফলই পরিচয়। সম্প্রতি মুম্বইয়ে ম্যাচ চলাকালীন বাংলার তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে রোহিত শর্মার দেখা করিয়ে দেন ঋদ্ধিমান। তরুণরা যেন ব।দের থেকে সরাসরি পরামর্শ নিতে পারে-এই সুযোগ করে দিতে পিছপা হননি তিনি। ঋদ্ধিমান সাহার হাত ধরে বাংলা ক্রিকেটে তৈরি হচ্ছে এক নতুন পরিবেশ- উৎসাহ প্রণোদনা, শৃঙ্খলা, শেখার মনোভাব,সব মিলে দল গড়ে উঠছে আরও দৃঢ়, আরও আত্মবিশ্বাসী।

চ্যাম্পিয়নস লিগে আথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠে পয়েন্ট হারালো পিএসজি

প্যারিস, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বুধবার রাতে আথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। দলটির কোচ লুইস এনরিক ম্যাচ শেষে হতাশা প্রকাশ করেছেন, যদিও খেলোয়াড়রা বল দখলে রাখার দিক থেকে দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল। ম্যাচের শুরু থেকেই পিএসজি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। লিও মেসি, কিলিয়ান এমবাপে ও নেমারদের নেতৃত্বে দলের আক্রমণ কার্যকর হলেও প্রতিপক্ষের শক্তিশালী প্রতিরোধ পেরোতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে গন্সালো রামোস ও ফাবিয়ান রুইস সুযোগ পেলে গোল করতে পারেননি। বিলবাও গোলরক্ষক এবং ডিফেন্স লাইনের কঠোর খেলা পিএসজিকে গোলের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। এছাড়া, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজি এই তিন ম্যাচে দুইবার পয়েন্ট হারিয়েছে। গত মাসের শেষ ম্যাচে মোনাকোর কাছে হেরে লিগের শীর্ষস্থানও হারায় তারা। এরপর রেনের বিপক্ষে ৫-০ গোলে বড় জয় পেলেও চ্যাম্পিয়নস লিগে ফের হোঁচট খেল পিএসজি। এই ড্রয়ে দলকে অবশ্যই খেলোয়াড়দের কৌশলগত দক্ষতা ও নির্ভুল সমন্বয়ে উন্নতি করতে হবে। ম্যাচ শেষে কোচ লুইস এনরিক বলেন, আমরা খেলায় ভালো দখল দেখিয়েছি, তবে গোলের কার্যকর সমাধান দিতে পারিনি। এমন ম্যাচ আমাদের শিখিয়েছে যে প্রতিরোধের মোকাবিলায় আরও পরিকল্পনা করতে হবে। চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের বর্তমান টেবিল অনুযায়ী, পিএসজি ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, ম্যানচেস্টার সিটি ও আতালান্তার সমান পয়েন্ট রয়েছে। বায়ার্ন মিউনিখ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং আর্সেনাল ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। টেবিলে উন্নতি হলেও পিএসজির লক্ষ্য অবশ্যই গ্রুপ পর্বে শীর্ষে ওঠা, যা চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্যায়ে ভালো অবস্থান পেতে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পিএসজির আক্রমণাত্মক লাইন এবং মিডফিল্ডে বল দখলের সক্ষমতা থাকলেও শেষ মুহূর্তের নির্ভুলতা বাড়ানো জরুরি। গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে দলকে সঠিক সমন্বয় এবং কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে হবে, অন্যথায় চ্যাম্পিয়নস লিগের দিক থেকে উচ্চ প্রত্যাশা পূরণ কঠিন হয়ে যাবে।

ভারতীয় মহিলা দলের ঐতিহাসিক ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয় গোটা দেশে আলোড়ন তুলেছিল

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়, অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবিসিসিআই র বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক, যার প্রধান এজেন্ডাই হল-ঘরোয়া ক্রিকেটে নারী ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক সংশোধন। ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যের পর জোরালো হয়েছে এক প্রশ্ন-দেশকে বিশ্বসাফল্য এনে দেওয়া মেয়েরা ঘরোয়া মঞ্চে এত কম পারিশ্রমিক পাবেন কেন? অনেক মহিলা ক্রিকেটার বহু বছর ধরেই অভিযোগ করে আসছেন- তাঁদের পারফরম্যান্স যথাযথ মূল্যায়ন পায় না, পরিশ্রমের সঙ্গে পুরুষদের তুলনায় পারিশ্রমিকের ব্যবধান অযৌক্তিক, প্রতিভা ধরে রাখতে আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন আজকের বৈঠকে এই অসাম্য দূর করে নতুন কাঠামো আনার বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। পুরুষ দলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও নজর-কোহলি-রোহিত কোন গ্রেডে? আজকের বৈঠকের দ্বিতীয় বড় আলোচ্য বিষয়-পুরুষ দলের কেন্দ্রীয় চুক্তি। কারণ ঃ

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ইতিমধ্যেই তিন ফরম্যাটের মধ্যে দুটি থেকে অবসর নিয়েছেন

তাঁদের নতুন গ্রেডিং কী হবে, তা নিয়ে তুমুল আগ্রহ, গ্রেড বদল মানে পারিশ্রমিকেও পরিবর্তন আসতে পারে,এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় চুক্তির কাঠামোই পাল্টে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের পারিশ্রমিক-বহুদিনের সমস্যা এবার মিটবে? ঘরোয়া ক্রিকেটে আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাঁদের পারিশ্রমিক বহু বছর ধরেই অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বিসিসিআই এবার তাঁদের আয় পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা করেছে। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহিলা ক্রিকেটারদের দীর্ঘদিনের দাবি ও বিশ্বকাপ জয়ের পর তাঁদের প্রতি দেশের আবেগ-সব মিলিয়ে আজকের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘরোয়া ক্রিকেটে নারীদের জন্য কি অবশেষে আর্থিক সমতা ফিরবে? পুরুষ দলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কী বড় বদল আসতে চলেছে? আর আম্পায়ার-রেফারিদের পারিশ্রমিকই বা কতটা বাড়বে?

আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক কোচিং মঞ্চে-লন্ডন স্পিরিটের ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিক

সংবাদসংস্থা, ১১ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ‘ পরিচয়ের বাইরে এবার দীনেশ কার্তিকের সামনে খুলে গেল নতুন দরজা। এবার তাঁকে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কোচ হিসেবে। দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতার জনপ্রিয় দল লন্ডন স্পিরিট তাঁকে তাদের নতুন মেন্টর ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছে। আইপিএলের বাইরে কোনও ইংলিশ ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিং স্টাফে এই প্রথমবার জায়গা

পেলেন কোনও ভারতীয়। এ যেন ভারতীয় ক্রিকেটকেই আরেকবার গর্বিত করল কার্তিক। কার্তিকের নিয়োগের পরই লন্ডন স্পিরিট একটি বিবৃতি জারি করে জানায়-দীনেশ কার্তিককে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি খেলাটাকে যেভাবে অনন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাতে দল নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে। তাঁর অভিজ্ঞতা ও ক্রিকেট-দর্শন দলের জন্য অমূল্য। দ্য হান্ড্রেডে পাঁচ মরশুম পেরিয়ে গেলেও একবারও ফাইনালে উঠতে পারেনি লন্ডন স্পিরিট। তাই কার্তিককে ঘিরে দলটির প্রত্যাশা তুঙ্গে। দলের কৌশলগত পরিকল্পনা, ব্যাটিং লাইন-আপ ও ম্যাচ সচেতনতা বা।াতে অভিজ্ঞ কার্তিককে আদর্শ বলছে ক্রিকেটমহল। ২০২৫ সালে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মেন্টরের দায়িত্ব সামলান দীনেশ কার্তিক। তাঁর কৌশল ও ব্যাটিং দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ১৮ বছর পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয় বিরাট কোহলির আরসিবি। দলের ভিতরে তাঁর প্রভাব, ম্যাচের সময় বুদ্ধি-বিশ্লেষণ ও ক্রিকেটীয় সূক্ষ্মতা নজর কাড়ে। এই সফলতাই তাঁকে আন্তর্জাতিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কোচ হিসেবে সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মনে করছে বিশ্লেষক মহল। ২০২৪ আইপিএলের পর ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেও বিভিন্ন বিদেশি লিগে এখনও ব্যাট হাতে দেখা যায় তাঁকে। আইএল টি-টোয়েন্টিতে শারজাহ ওয়ারিয়র্সের হয়ে নিয়মিত খেলছেন। নতুন দায়িত্বে উচ্ছ্বসিত দীনেশ কার্তিক-লর্ডস নিয়ে আবেগঘন স্মৃতিঃ নতুন অধ্যায়ে পা রেখে ডিকে বলেছেন-লন্ডন স্পিরিটে যোগ দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। দলের পরিকল্পনা শুনে খুবই ভালো লেগেছে। ইংল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই আনঃেদর।তিনি আরও বলেন-আমার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে লর্ডসের সঙ্গে-ভারতীয় দলের হয়ে প্রথম ওয়ানডে খেলেছিলাম এখানেই, শেষ টেস্টটাও খেলেছিলাম এই মাঠে। তাই লর্ডস আমার কাছে খুব আবেগের জায়গা। এবার সেখানেই কোচ হিসেবে ফিরতে পারব-এই অনুভূতি ভোলার নয়। এই কথাতেই স্পষ্ট-কার্তিক শুধুই দায়িত্ব নিচ্ছেন না, নিজের নতুন যাত্রাপথকে আবেগের সঙ্গে বরণ করছেন।ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্তিকের- বহু বছরের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, আইপিএলে নেতৃত্ব ও মেন্টরশিপ, খেলার ভেতর ও বাইরের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, আধুনিক ব্যাটিং কৌশলের দখল, কমেন্টেটর হিসেবে গেম রিডিং ক্ষমতাএই সবই তাঁকে আধুনিক ক্রিকেটে আদর্শ কোচের রূপ দিয়েছে। বিশেষত দ্য হান্ড্রেডের মতো দ্রুতগতির প্রতিযোগিতায় এমন ক্রিকেট মস্তিষ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই নামি সব আন্তর্জাতিক ও ইংলিশ ক্রিকেটারদের নিয়ে দল গঠন করেছে লন্ডন স্পিরিট। কিন্তু পাঁচ মরশুমে একবারও ফাইনালে উঠতে পারেনি তারা। ২০২৬ মরশুমে তাদের লক্ষ্য একটাই-প্রথমবার ফাইনালে পৌঁছনো, আর সম্ভব হলে ট্রফি জেতা। এই স্বপ্নপূরণের পথে কার্তিকই এখন দলের প্রধান কৌশলগত কারিগর। ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায়ে দীনেশ কার্তিক এখন ইংল্যান্ডে কোচিংয়ের আসরে। যেখানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপস্থিতি সাধারণত খেলোয়া।ই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে কার্তিকের কোচ হিসেবে জায়গা পাওয়া নিঃসংেদহে ঐতিহাসিক। এখন দেখার-আরসিবিকে যেমন চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, তেমনি কি দ্য হান্ড্রেডে লন্ডন স্পিরিটকেও ট্রফির স্বাদ দিতে পারবেন? ক্রিকেটমহল আপাতত সেই দিকেই তাকিয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com